গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৩ শাখা।

নং **সম(বিধি-৩)/প্রেষণ-১/৯৩-১৮(৩০০)** তারিখ ঃ ১৪-০৪-১৯৯৩ / ০৪-০১-১৪০০

পরিপত্র

বিষয় ঃ **বিভিন্ন কর্পোরেশন/বিধিবদ্ধ সংস্থার চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সদস্য/পরিচালকগণকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসংগে।**

স্বশাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সদস্য/পরিচালকগণকে প্রশাসনিক বা শৃংখলাজনিত কারণে স্বপদ থেকে প্রত্যাহার করে অনেক সময় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করার প্রয়োজন হয় বিধায় এরূপ কর্মকর্তাগণকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্র মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

প্রশাসনিক বা শৃংখলাজনিত কারণে বিভিন্ন কর্পোরেশন/বিধিবদ্ধ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সদস্য/পরিচালকগণকে তাঁদের মূল সংস্থায় (Parent Organisation) স্ব-স্ব পদমর্যাদায় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও,এস,ডি) হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সমতুল্য কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং সদস্য/পরিচালক/সমতুল্য কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এরূপ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে নিয়োগাদেশ জারী করবে। এ সকল কর্মকর্তাগণের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগাদেশ বেতন-ভাতাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির মঞ্জুরী আদেশ হিসেবেও গণ্য হবে।

মোতাহার হোসেন
যুগ্ম-সচিব (বিধি)
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

নং **মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১৯২** তারিখ, ২৮ আগস্ট ২০০৫/১৩ ভাদ্র ১৪০৯

সরকারি আদেশ

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা হাসপাতালে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিনা খরচে চিকিৎসা করা হবে। এই চিকিৎসা বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের যে খরচ হবে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অর্থ বৎসরের শেষে স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বিল আকারে পেশ করবে। অর্থ বিভাগে এই বিল পরিশোধের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহবুব আহমেদ
উপ-সচিব (অর্থনৈতিক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা।

নং **মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/২৬৯** তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর ২০০৩ / ১ কার্তিক ১৪১০

বিষয় ঃ **বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনা খরচে চিকিৎসা প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র ঃ নং-মপরি/কঃবিঃশাঃকপগ-১১/২০০১-১৯২ তারিখ ঃ ২৮-৮-২০০২

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লেখিত সরকারি আদেশ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত স্পষ্টীকরণ জারী করা হল ঃ

(১) বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালটি পূর্বের ন্যায় Tertiary Level Hospital হিসেবে বিবেচিত হবে। জেলা হাসপাতাল এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে Refer করার পরই একজন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসা লাভের সুযোগ পাবেন।

(২) বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সাধারণভাবে বিদ্যমান চিকিৎসা সুবিধা এবং ঔষধসমূহ একজন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বিনামূল্যে পাবেন।

(৩) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর চিকিৎসা বাবদ ব্যয় বিল আকারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উক্ত বিলের অর্থ, অর্থ বিভাগ হতে পরিশোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ বিল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

এ, টি, কে, এম, ইসমাইল
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-৩ শাখা।

নং **স্বাপকম/হাস-৩/বিবিধ-১০(৪)/২০০২/৪৫০** তারিখ ঃ ১৫-১০-২০০৩ইং।

প্রজ্ঞাপন

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

(১) সকল সরকারি হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১টি পেয়িং বেড সুনির্দিষ্ট করে রাখা হবে।

(২) উক্ত পেয়িং বেডে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চিকিৎসা সেবা গ্রহণকালীন সময়ের পেয়িং বেডের ভাড়া মওকুফ করা হবে।

(৩) চিকিৎসা সেবা গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঔষধ সাধারণ নিয়মানুযায়ী বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং **চিঃশিঃহাঃ/১সি-২/৯০/৪০১(১০০)** তারিখ ঃ ০৯-০৩-১৩৯২ / ২৪-৬-১৯৯০

বিষয় ঃ **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছেন যে, চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রাধিকার অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিবারের সদস্য হাসপাতালে ভর্তি হলে শুধুমাত্র হাসপাতালে চিকিৎসারত থাকাকালীন সময়ে হাসপাতালের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক কোন ঔষধ হতে ক্রয়ের প্রয়োজন হলে এ বাবদ ব্যয়িত খরচ সরকার বহন করবে। এ সুবিধা এতদ্‌সংগে সংযুক্ত হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের একটি কপি সদয় অবগতির জন্য এতদ্‌সংগে সংযোজিত হলো।

অপূর্ব কুমার বিশ্বাস
সহকারী সচিব।

নং **চিঃশিঃহাঃ/১সি-২/৯০/৪০০** তারিখ ঃ ০৯-০৩-১৩১৭ / ২৪-০৬-১৯৯০

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারী ব্যয়ে ঔষধ সরবরাহ।**

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, চিকিৎসার জন্য সরকারী হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রাধিকার অনুযায়ী সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিবারের সদস্য হাসপাতালে ভর্তি হলে শুধুমাত্র হাসপাতালে চিকিৎসারত থাকাকালীন সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক কোন ঔষধ বাহির হতে ক্রয়ের প্রয়োজন হলে এই বাবদ ব্যয়িত খরচ সরকার বহন করবেন।

২। সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসৃত হবে ঃ—

(ক) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তাদের পরিবারের সদস্যদের উল্লিখিত ঔষধ প্রদান সম্পর্কিত সুযোগ আপাততঃ এতদসংগে সংযোজিত হাসপাতাল-সমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (সংযোজনী-'ক')।

(খ) হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হবে। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজেদের পরিচয়ের জন্য হাসপাতালে পরিচয়পত্র প্রদান করবেন। পরিচয়পত্র প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পরিচিতি সম্পর্কিত প্রমাণপত্র প্রর্দশন করতে হবে।

(গ) প্রয়োজনীয় ঔষধের সবগুলোই হাসপাতালের নিজস্ব স্টোর/ডিসপেনসারী থেকে সরবরাহ করার চেষ্টা করতে হবে। হাসপাতালে কি কি ঔষধ পাওয়া যায় তার হাল-নাগাদ তালিকা হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে, স্টোর/ডিসপেনসারিতে ও অন্যান্য উপযুক্তস্থানে প্রকাশ্যভাবে লটকিয়ে রাখতে হবে। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী দেয়ার প্রয়োজনীয় ঔষধের কোনটি উক্ত তালিকা বহির্ভূত হলে তা বাজারে ক্রয়ের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে, ক্রয়তব্য ঔষধের আলাদা ইনডেন্ট তৈয়ার করতে হবে এবং ঔষধ ক্রয় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের শর্তে ইনডেন্টটি অবশ্যই ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী চিকিৎসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

(ঘ) ইনডেন্ট-এর ভিত্তিতে ক্রীত ঔষধের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পৃথক "গ্রহণ ও বিতরণ রেজিস্ট্রার" সংরক্ষণ করতে হবে। ঔষধ বিতরণের পূর্বে স্টোর-ইন-চার্জকে তা গ্রহণ ও বিতরণ রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করতে হবে। হাসপাতালের স্টোর-ইন-চার্জ/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/একাউনটেন্ট/ক্যাশিয়ারের দায়িত্বে একাজ সম্পাদিত হবে। এই রেজিস্ট্রারের কলামসমূহের নমুনা সংযোজনী 'খ'-তে দেয়া হলো।

(ঙ) ইনডেন্ট-এর ভিত্তিতে ক্রীত ঔষধ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে সরবরাহ করার প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সিস্টার/ব্রাদার-ইন-চার্জ বা অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়ার্ডের অন্য কোন ব্যক্তি ইনডেন্ট-এর অপর পৃষ্ঠায় স্পষ্ট স্বাক্ষর (তারিখসহ) দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করবেন। অতঃপর এই ইনডেন্ট সংরক্ষণের জন্য ক্রয়কৃত ঔষধ রেজিস্টার সংরক্ষণকারী কর্মকর্তার নিকট ফেরত দেয়া হবে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে সংরক্ষিত ঔষধ রেজিস্টারে, বাহির হতে ক্রয়কৃত ঔষধের এন্ট্রি থাকতে হবে। প্রাপ্ত ঔষধের যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী চিকিৎসকের দায়িত্বে থাকবে।

(চ) ক্রীত ঔষধ কোন কারণে ব্যবহৃত না হলে সংশ্লিষ্ট সিস্টার/ব্রাদার-ইন-চার্জ বা অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য কেউ ঐ ঔষধ এন্ট্রি স্লীপ-এর মাধ্যমে হাসপাতালের ডিসপেনসারী/স্টোর-ইন-চার্জের নিকট ফেরত পাঠাবেন। ডিসপেনসারী/স্টোরে এই ফেরতকৃত ঔষধের হিসাবরক্ষণের জন্য আলাদা রেজিস্টার থাকবে। পরে হাসপাতালের মূল ঔষধ রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক এই ঔষধ হাসপাতালের ডিসপেনসারী/স্টোরের সাধারণ মজুদে পরিণত করা যেতে পারে। উক্ত আলাদা রেজিস্টারের ছক সংযোজন 'গ' অনুযায়ী হবে।

(ছ) আলাদা খাত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় বাহির হতে ঔষধ ক্রয়ের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এম, এস, আর খাত হতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবেন। সরকার সমপরিমাণ অর্থ হাসপাতালসমূহকে পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবেন।

(জ) সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঔষধ সংগ্রহ বাবদ খরচকৃত তথ্যের মাসিক প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছকে (সংযোজনী—'ঘ') পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এতঃপর, স্বাস্থ্য মহাপরিচালক মাসিক ভিত্তিতে একটি কন্সলিডেটেড হিসাবের প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-'ঘ') তার স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়ের নিকট ১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন।

(ঝ) বহির্বিভাগে রোগ নির্ণায়ক বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত রিকুইজিশন স্লীপ ও অভ্যন্তরীণ বিভাগে ক্রয়যোগ্য ঔষধের ইনডেন্ট ফর্মের রং লাল হবে।

৩। এই পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিউর রহমান
যুগ্ম-সচিব (স্বাস্থ্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
ভবন নং-৩, কক্ষ নং ১০৭, ১০৮
(www.moestab.gov.bd)

নং **সম(প্রঃ-১)-১০৩/২০০৩-১২৬৪** তারিখ ঃ ৩১ ভাদ্র ১৪১৬ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ **ডিজিটাল পদ্ধতির নথি নম্বর এবং লেটার প্যাডে ওয়েব সাইট ব্যবহার।**

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সরকার কাজ করছে। সরকারের উক্ত কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রশাসনিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সংস্কার/পরিবর্তন জরুরি। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল প্রশাসনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে সকল নথির নম্বর ডিজিটাল পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, জনগণকে দ্রুত সেবাদান, সেবার মান নিশ্চিত করা ও সেবা সম্পর্কে জনগণের মতামত জানার জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বশাসিত অফিসে এখনো গতানুগতিক নিয়মে নথি নম্বর ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অফিসে এমন লেটার প্যাড ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে শুধুমাত্র অফিসের নাম ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট অফিসের পোস্ট কোড, ওয়েব সাইট, টেলিফোন নম্বর, ইনফো, ই-মেইল জাতীয় কোন তথ্য থাকছে না। এ সকল তথ্যাদি লেটার প্যাডে উল্লেখ না থাকায় জনগণের পক্ষে ঐ অফিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জানার সুযোগ হচ্ছে না। ওয়েব সাইটের পাশাপাশি একটি ই-মেইল দেয়া থাকলে ঐ অফিসের সেবার মান নিয়ে কোন নাগরিকের কোন আপত্তি, অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার নিমিত্ত সরকারি অফিসসমূহে অনুসরণের জন্য সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ—

(ক) স্বচ্ছ ও গতিশীল প্রশাসনের স্বার্থে সচিবালয় নির্দেশমালায় ২০০৮ এর নির্দেশ ৪১(৭) অনুসারে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের ডিজিটাল পদ্ধতির নথি নম্বর ব্যবহার করতে হবে ;

(খ) সকল অফিসের লেটার প্যাডে, পোস্টাল ঠিকানা, পোস্ট কোড (যদি থাকে) টেলিফোন নম্বর, ইনফো, ই-মেইলসহ ওয়েব সাইট Address থাকতে হবে ;

(গ) সচিবালয় নির্দেশমালায় ২০০৮ এর ১৫(গ) অনুসারে সকল ধরনের পত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের নীচে ই-মেইল ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। যে সকল অফিসে ই-মেইল ব্যবস্থা

নেই, সেখানে সরকারি সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত ১ জন গেজেটেড কর্মকর্তাকে তার পার্সোনাল ই-মেইল ব্যবহার করার অনুমতি দিতে হবে ;

(ঘ) যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বশাসিত অফিসে ইন্টারনেট সংযোগ নেই সে সকল অফিসে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েব সাইট অবিলম্বে খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
(www.moestab.gov.bd)

তারিখ ঃ ০৬ কার্তিক ১৪১৭ / ২১ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

নং **০৫.১১০.০১১.০০.০০.০৭৭.২০০৭-১৫১৫**—সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে "পরীক্ষা ফি" নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের বিবরণী	"পরীক্ষা ফি" এর হার
(১)	৩য় শ্রেণীর পদে নিয়োগ পরীক্ষায়	১০০/-
(২)	৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ পরীক্ষায়	৫০/-

২। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে "পরীক্ষা ফি" বাবদ প্রদেয় অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের পরিবর্তে নিম্নোক্ত কোড ব্যবহারপূর্বক শুধুমাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে অর্থ জমা করতে হবে ;

"১-প্রাতিষ্ঠানিক কোড (চার অংকবিশিষ্ট)-পরিচালনা কোড (চার অংকবিশিষ্ট)-অর্থনৈতিক কোড (২০৩১)"

৩। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আব্দুস সামাদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন-৩ শাখা
(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৩৯.০২৮.০১.০০.০০৫.২০১০-১১২** তারিখ ঃ ২১ চৈত্র ১৪১৬ / ০৪ এপ্রিল ২০১০

প্রেরক ঃ মোঃ শফিউল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা

বিষয় ঃ **সংশোধিত সরঞ্জামাদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ।**

মহোদয়,

বিভিন্ন ক্যাটাগরির জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের টিওএন্ডই-তে নিম্নবর্ণিত সংশোধিত সরঞ্জামাদির তালিকা (ছক-ক, খ, গ) এবং ৩৯টি জেলায় কেবিন সুবিধাসহ ৩৯টি কেবিনক্রুজার (ছক-ঘ) অন্তর্ভুক্তকরণে নির্দেশক্রমে মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হলো ঃ

ছক-ক
এ-ক্যাটাগরীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জন্য ঃ

ক্রমিক নং	সংশোধিত সরঞ্জামাদির বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)
১.	কার-২টি	--
২.	জীপ-৯টি	জেলা প্রশাসক ১টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-৫টি, ডিডিএলজি-১টি (আপগ্রেডেশন সাপেক্ষে), প্রটোকল-১টি ও আইন-শৃঙ্খলা-১টি।
৩.	পিকআপ-২টি (ডাবল কেবিন)	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, বিভিন্ন পরীক্ষা ও জাতীয় দিবসসমূহের মালামাল পরিবহন।
৪.	মাইক্রোবাস-১টি	অফিসারদের অফিসে যাতায়াতের জন্য।
৫.	কম্পিউটার-৩০টি	(ক) প্রিন্টার-১০টি (জেলা প্রশাসক-২টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-৫টি এবং শিক্ষা, রাজস্ব ও নেজারত শাখা-৩টি)। (খ) ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি(শুধুমাত্র জেলাপ্রশাসকের কম্পিউটারের জন্য)।
৬.	ল্যাপটপ-১টি	জেলা প্রশাসক কর্তৃক জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য।
৭.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন-১টি	--
৮.	প্লেইন পেপার কপিয়ার-৬টি	জেলা প্রশাসক-২টি এবং সাধারণ, শিক্ষা, রাজস্ব ও নেজারত শাখা-৪টি।
৯.	ইন্টারকম-১টি (২৪ লাইন)	--
১০.	পিএ সিস্টেম-২ সংযোগসহ	--
১১.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-২টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ ও সার্কিট হাউজ।
১২.	এসি (স্প্লিট)-২টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ।
১৩.	টিভি (কালার)-২টি	জেলা প্রশাসকের অফিস ও সম্মেলন কক্ষ।
১৪.	ফ্যাক্স-২টি	জেলা প্রশাসকের অফিস ও বাংলো।
১৫.	ইন্টারনেট সংযোগ	প্রাধিকার অনুযায়ী।
১৬.	মটর সাইকেল-২টি	প্রসেস সার্ভার (ডেসপাচ রাইডার)-২টি।

১৭.	জেনারেটর-১টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।
১৮.	জিপিএস (নদী এলাকার জন্য)	--
১৯.	রেসকিউ বোট-১টি	জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তার অধীনে।

ছক-খ

বি-ক্যাটাগরীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জন্য ঃ

ক্রমিক নং	সংশোধিত সরঞ্জামাদির বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)
১.	কার-২টি	--
২.	জীপ-৯টি	জেলা প্রশাসক ১টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-৫টি, ডিডিএলজি-১টি (আপগ্রেডেশন সাপেক্ষে), প্রটোকল-১টি ও আইন-শৃঙ্খলা-১টি।
৩.	পিকআপ-২টি (ডাবল কেবিন)	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, বিভিন্ন পরীক্ষা ও জাতীয় দিবসসমূহের মালামাল পরিবহন।
৪.	মাইক্রোবাস-১টি	অফিসারদের অফিসে যাতায়াতের জন্য।
৫.	কম্পিউটার-২৫টি	(ক) প্রিন্টার-১০টি (জেলা প্রশাসক-২টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-৫টি এবং শিক্ষা, রাজস্ব ও নেজারত শাখা-৩টি)। (খ) ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি (শুধুমাত্র জেলা প্রশাসকের কম্পিউটারের জন্য)।
৬.	ল্যাপটপ-১টি	জেলা প্রশাসক কর্তৃক জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য।
৭.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন-১টি	--
৮.	প্লেইন পেপার কপিয়ার-৬টি	জেলা প্রশাসক-২টি এবং সাধারণ, শিক্ষা, রাজস্ব ও নেজারত শাখা-৪টি।
৯.	ইন্টারকম-১টি (২৪ লাইন)	--
১০.	পিএ সিস্টেম-২ সংযোগসহ	--
১১.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-২টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ ও সার্কিট হাউজ।
১২.	এসি (স্প্লিট)-২টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ।
১৩.	টিভি (কালার)-২টি	জেলা প্রশাসকের অফিস ও সম্মেলন কক্ষ।
১৪.	ফ্যাক্স-২টি	জেলা প্রশাসকের অফিস ও বাংলো।
১৫.	ইন্টারনেট সংযোগ	প্রাধিকার অনুযায়ী।
১৬.	মটর সাইকেল-২টি	প্রসেস সার্ভার (ডেসপাচ রাইডার)-২টি।
১৭.	জেনারেটর-১টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।
১৮.	জিপিএস (নদী এলাকার জন্য)	--
১৯.	রেসকিউ বোট-১টি	জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তার অধীনে।

ছক-গ

সি-ক্যাটাগরীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জন্য ঃ

ক্রমিক নং	সংশোধিত সরঞ্জামাদির বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)
১.	কার-২টি	--
২.	জীপ-৯টি	জেলা প্রশাসক ১টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-৫টি, ডিডিএলজি-১টি (আপগ্রেডেশন সাপেক্ষে), প্রটোকল-১টি ও আইন-শৃঙ্খলা-১টি।
৩.	পিকআপ-২টি (ডাবল কেবিন)	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, বিভিন্ন পরীক্ষা ও জাতীয় দিবসসমূহের মালামাল পরিবহন।
৪.	মাইক্রোবাস-১টি	অফিসারদের অফিসে যাতায়াতের জন্য।
৫.	কম্পিউটার-২০টি	(ক) প্রিন্টার-১০টি (জেলা প্রশাসক-২টি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-৫টি এবং শিক্ষা, রাজস্ব ও নেজারত শাখা-৩টি)। (খ) ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি (শুধুমাত্র জেলা প্রশাসকের কম্পিউটারের জন্য)।
৬.	ল্যাপটপ-১টি	জেলা প্রশাসক কর্তৃক জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য।
৭.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন-১টি	--
৮.	প্লেইন পেপার কপিয়ার-৬টি	জেলা প্রশাসক-২টি এবং সাধারণ, শিক্ষা, রাজস্ব ও নেজারত শাখা-৪টি।
৯.	ইন্টারকম-১টি (২৪ লাইন)	--
১০.	পিএ সিস্টেম-২ সংযোগসহ	--
১১.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-২টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ ও সার্কিট হাউজ।
১২.	এসি (স্প্লিট)-২টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ।
১৩.	টিভি (কালার)-২টি	জেলা প্রশাসকের অফিস ও সম্মেলন কক্ষ।
১৪.	ফ্যাক্স-২টি	জেলা প্রশাসকের অফিস ও বাংলো।
১৫.	ইন্টারনেট সংযোগ	প্রাধিকার অনুযায়ী।
১৬.	মটর সাইকেল-২টি	প্রসেস সার্ভার (ডেসপাচ রাইডার)-২টি।
১৭.	জেনারেটর-১টি	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।
১৮.	জিপিএস (নদী এলাকার জন্য)	--
১৯.	রেসকিউ বোট-১টি	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার অধীনে।

ছক-ঘ

জেলা-প্রশাসকের কার্যালয়ের জন্য কেবিন ক্রুজার (কেবিন সুবিধাসহ) ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম
১	ঢাকা
২	ফরিদপুর
৩	জামালপুর
৪	টাঙ্গাইল
৫	ময়মনসিংহ
৬	শরিয়তপুর
৭	রাজবাড়ী
৮	মাদারীপুর
৯	কিশোরগঞ্জ
১০	মুন্সীগঞ্জ
১১	নেত্রকোনা
১২	চট্টগ্রাম
১৩	কুমিল্লা
১৪	রাঙ্গামাটি
১৫	নোয়াখালী
১৬	চাঁদপুর
১৭	কক্সবাজার
১৮	বি-বাড়ীয়া
১৯	লক্ষ্মীপুর
২০	রংপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম
২১	বগুড়া
২২	সিরাজগঞ্জ
২৩	কুড়িগ্রাম
২৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৫	পাবনা
২৬	গাইবান্ধা
২৭	সিলেট
২৮	সুনামগঞ্জ
২৯	মৌলভীবাজার
৩০	হবিগঞ্জ
৩১	খুলনা
৩২	সাতক্ষীরা
৩৩	বাগেরহাট
৩৪	বরিশাল
৩৫	ভোলা
৩৬	পিরোজপুর
৩৭	পটুয়াখালী
৩৮	বরগুনা
৩৯	ঝালকাঠি

২। এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।

৩। অত্র মন্ত্রণালয়ের সওব্য অনুবিভাগের সওব্য-২ শাখার ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখের সম (সওব্য-২)-১৪/২০০৫-৩২ সংখ্যক পত্র এবং অর্থ বিভাগের ২৮-০১-২০১০ তারিখের অম/অবি/ব্যঃনিঃ-৩/সংস্থা-১/২০০৪/(অংশ-১)/৯৩ সংখ্যক পত্র মাধ্যমে এতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ শফি উল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
জন বিভাগ।

বঙ্গবভন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা **০১.০১০.০০৯.০৩.০০.০০৬.২০০৯-৩৪** তারিখ ঃ ২৮ চৈত্র ১৪১৬ / ১১ এপ্রিল ২০১০

বিষয় ঃ **বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত সার-সংক্ষেপ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ **০১.০১০.০০৯.০৩.০০.০০৬.২০০৯-৬৫** তারিখ, ৯-১২-২০০৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। এ সার-সংক্ষেপগুলো সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ এর ১১৩ ও ১১৪ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও তা অনেকক্ষেত্রে যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে না যার ফলে নথি নিষ্পত্তিতে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব ঘটছে বা নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না।

২। এমতাবস্থায়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপিত সার-সংক্ষেপগুলো যাতে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ এর ১১৩ ও ১১৪ অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রেরণ করা হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

মোঃ মোশাররফ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

নং ০৪.৪১৬.০৩০.০০.০২.০১৮.২০১০—৯৫ তারিখ ঃ ২৫ চৈত্র ১৪১৬ / ০৮ এপ্রিল ২০১০

বিষয় ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যাবতীয় পত্র/সভার নোটিশ প্রেরণ কালে 'মন্ত্রিপরিষদ সচিব' পদটিকে সঠিকভাবে লেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রায়শই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের অধস্তন অফিস হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যাবতীয় পত্র/সভার নোটিশ প্রেরণ কালে সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (ইংরেজীতে Secretary, Cabinet Division) লেখা হয় যা সঠিক নয়। এটি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। (ইংরেজীতে Cabinet Secretary, Cabinet Division) হবে।

২। Rules of Business 1996 (Revised up to 2008) এর Rule 17 তে 'মন্ত্রিপরিষদ এর সচিব' পদকে 'মন্ত্রিপরিষদ সচিব' এবং Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to December, 2003) এর ১২ নং ক্রমিকে এ পদকে 'Cabinet Secretary' হিসাবে আখ্যায়িত করা আছে।

৩। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ড. নাসিম আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

নং সম(প্রঃ-১)-৫৩/২০০৯-১৬১৬ তারিখ ঃ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ / ১৪ ডিসেম্বর ২০০৯

বিষয় ঃ **রেকর্ড বাছাই ও বিনষ্টকরণ এবং শাখা পরিদর্শন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ নির্দেশনা ৯৮ এ রেকর্ড বাছাই ও বিনষ্টকরণ ও নির্দেশনা ১৯১ শাখা পরিদর্শনে বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা আছে।

নির্দেশনা-৯৮ ঃ

"প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের নিবন্ধন বহি '(Register of Files due Destruction)' পর্যালোচনা করিয়া সেই বৎসরের মধ্যে বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। বিনষ্টযোগ্য নথিগুলিসহ তিনি ঐ তালিকাটি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন। বিনষ্ট করিবার পূর্বে শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ নথিসমূহ পড়িয়া দেখিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি কোন নির্দিষ্ট নথি আরও কিছুদিন রাখিতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি কতদিনের জন্য উহা রাখিবেন তাহা নির্দেশপূর্বক লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন"।

নির্দেশনা-১৯১ ঃ

"প্রত্যেক শাখায় দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি দুইমাসে একবার তাঁহার শাখা পরিদর্শন করিবেন। উপসচিব প্রতি চারমাসে একবার এবং যুগ্ম-সচিব বা সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ যুক্তিসঙ্গত সময় অন্তর অন্তর শাখাগুলি আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করিতে পারেন"।

২। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বছরের ন্যায় শাখায় কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিনষ্টযোগ্য নথি ও সচিবালয় নথি সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর যোগ্য নথির তালিকা প্রস্তুত করে শাখায় দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া সচিবালয় নির্দেশমালা নির্দেশনা ১৯১ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখায় দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে যথাযথ নিয়মানুযায়ী শাখা পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইসিটি অধিশাখা
(www. cabinet.gov.bd)

নং ০৪.৪১৭.০৩২.০০.০০.০০১.২০০৫—১৫০ তারিখ ঃ ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / ১৯ মে ২০১০

বিষয় ঃ **সরকারি কাজে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার দ্রুত প্রমিতকরণ নিশ্চিতকরণে অনতিবিলম্বে বাংলা ইউনিকোড-এর ব্যবহার শুরু করা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৮-৪-২০১০ তারিখের ১ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি কাজে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার দ্রুত প্রমিতকরণ নিশ্চিতকরণসহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধিনস্থ দপ্তরসমূহে অনতিবিলম্বে বাংলা ইউনিকোড-এর ব্যবহার শুরু করার তাগিদ রয়েছে। সেমতে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধিনস্থ দপ্তরসমূহে অভ্র কিবোর্ড, নিকস ফন্ট-এর জরুরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ওয়েবসাইটসমূহ থেকে সফটওয়্যারসমূহ ডাউনলোড করতঃ কম্পিউটারে ইন্সটল করা প্রয়োজন ঃ

০১.	অভ্র কিবোর্ড	www.omicronlab.com
০২.	নিকস ফন্ট	www.ecs.gov.bd/Bangla
০৩.	নিকস ইউনিকোড কনভার্টার	www.ecs.gov.bd/Bangla

২। বর্ণিত অবস্থার আলোকে সরকারি কাজে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারে দ্রুত প্রমিতকরণ নিশ্চিতকরণে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ কায়সারুল ইসলাম
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন-৫ শাখা।
(www.moestab.gov.bd)

পরিপত্র

নং ০৫.১৪১.০০৫.০০.০০.০২০.২০১০—৩৫৪ তারিখ ঃ ১৬ পৌষ ১৪১৭ / ৩০ ডিসেম্বর ২০১০

বিষয় ঃ **উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে পদায়ন/বদলি সংক্রান্ত নির্দেশনা।**

মাঠ প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠু জনবল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে পদায়ন/বদলির একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বিষয়টি পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলো ঃ

(ক) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে পদায়নের জন্য ফিটলিস্ট প্রণয়ন করবে এবং ফিটলিস্টভুক্ত সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক শূন্য পদের ভিত্তিতে উপজেলায় পদায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে পর্যায়ক্রমে ন্যস্ত করবে।

(খ) পদায়নের জন্য ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যোগদান করার অনধিক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে উপজেলায় পদায়ন করতে হবে।

(গ) কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জনস্বার্থে আন্তঃবিভাগীয় বদলির প্রয়োজন হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উক্ত কর্মকর্তাকে কর্মরত বিভাগ হতে প্রত্যাহারপূর্বক প্রস্তাবিত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করবে।

(ঘ) কোন কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা অন্য কোন প্রশাসনিক কারণে বিভাগ হতে প্রত্যাহারের প্রয়োজন হলে বিভাগীয় কমিশনার যৌক্তিকতাসহ প্রত্যাহারের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সার্বিক দিক বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(ঙ) বদলিকৃত কর্মকর্তার নতুন কর্মস্থলে যোগদানে যুক্তিসঙ্গত কোন সমস্যা থাকলে তিনি উক্ত বদলির আদেশ স্থগিত বা পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে আবেদন করতে পারবেন এবং কমিশনার উক্ত আবেদন পরীক্ষা করে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন।

(চ) শারীরিক অসুস্থতা যা উন্নত চিকিৎসার দাবি রাখে বা নৈতিক স্খলনজনিত বা সুনির্দিষ্ট/ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ২ (দুই) বছর পূর্ণ হবার পূর্বে আন্তঃ জেলা বদলি করা যাবে না এবং ৩ (তিন) বছরের অধিককাল কোন কর্মকর্তাকে একই কর্মস্থলে পদায়িত রাখা যাবে না। তবে কোন অনিবার্য কারণে/ প্রশাসনিক কারণে বিভাগীয় কমিশনার কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বর্তমান কর্মস্থলে ২ (দুই) বছর পূর্ণ হবার পূর্বে জনস্বার্থে অন্য উপজেলায় বদলি করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার বদলির ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে বদলির কারণ উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(ছ) পার্বত্য এলাকা এবং সরকার ঘোষিত দুর্গম এলাকায় কোন কর্মকর্তাকেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সাধারণভাবে ২ (দুই) বছরের অধিক সময় পদায়িত রাখা যাবে না। তবে কর্মকর্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা অন্যকোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বিভাগীয় কমিশনার উক্ত সময়ের অধিককাল পদায়িত রাখতে পারবেন। তবে তা কোন ক্রমেই ৩ (তিন) বছরের অধিক হবে না।

(জ) কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে একই জেলাধীন অন্য উপজেলায় বদলি করা যাবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিভাগীয় কমিশনারের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অন্য জেলাধীন কোন উপজেলায় বদলি করা যাবে।

(ঝ) যে সব উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চাকুরীর মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হবে তাদের তালিকা বিভাগীয় কমিশনার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তাদেরকে মাঠ প্রশাসন হতে প্রত্যাহার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন কর্মকর্তাকে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়িত রাখা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চাকুরীর মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ায় ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পূর্বে লিখিতভাবে বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের Data Base হালনাগাদ অবস্থা সংরক্ষণ করবে।

(ঞ) কোন কর্মকর্তাকে তাঁর নিজ জেলা এবং স্পাউসের জেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি/পদায়ন করা যাবে না। কর্মকর্তা পূর্বে যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন সে উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি করা যাবে না। কোন কর্মকর্তার স্পাউস সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/সরকার অনুমোদিত কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নকালে তার স্পাউস এর কর্মস্থলে বা নিকটবর্তী কোন উপজেলায় পদায়নের বিষয়টি যতদুর সম্ভব বিবেচনা করা যাবে।

(ট) কোন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রশিক্ষণে বা অন্য কোন কারণে কর্মস্থলের বাইরে থাকলে বা পদ শূন্য থাকলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাময়িক দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঠ) কোন উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) দু'জন কর্মকর্তাই কোন প্রশিক্ষণে বা কর্মস্থালের বাহিরে থাকলে বা দুটি পদই শূন্য থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পার্শ্ববর্তী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সংশ্লিষ্ট কালেক্টরেটের সিনিয়র সহকারী কমিশনারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় কামশনার তাঁকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

(ড) কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ (প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে) বা অন্য কোন প্রশাসনিক বা ব্যক্তিগত কারণে (পদোন্নতি, উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন, প্রেষণ, উচ্চতর শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যতীত) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে বদলি করার প্রয়োজনীয়তা

দেখা দিলে এবং তাঁর কর্মকাল যদি ০২(দুই) বছরের কম হয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মতামতসহ বিভাগীয় কমিশনার যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবেঃ

(১)	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(২)	যুগ্ন-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৩)	যুগ্ন-সচিব (এ. পি.ডি.), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	উপ-সচিব (ঊর্ধ্বতন নিয়োগ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	উপ-সচিব (মাঠ প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

উপরি-উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অসুস্থতা বা জরুরী প্রয়োজনে ১(এক) বছর পূর্ণ হলে মহিলা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(ঢ) ফিটলিস্টভুক্ত মহিলা কর্মকর্তাবৃন্দকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে অধিকতর ভাল যোগাযোগ সম্পন্ন উপজেলায় পদায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে।

(ণ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলাসমূহে বদলি/পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের কর্মদক্ষতা, মেধাক্রম, বিচক্ষণতা ও সুনাম বিবেচনা করা হবে। তবে যে সব কর্মকর্তা প্রথম পদায়নে কম গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় পদায়িত হবেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদেরকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় অগ্রাধিকার দেয়া যাবে। এছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ২য় বা ৩য় কর্মস্থলে বদলির সময় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ উপজেলাসমূহে বদলির বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

(ত) কর্মকর্তাবৃন্দকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করার সময় স্ব স্ব বিভাগ/পার্শ্ববর্তী বিভাগে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া যাবে ;

(থ) বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের তদবির বা যাচনা নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯-০৪-২০০৬ তারিখের মপবি/মাপসাপ্র/১(১০)/২০০৩-১৪২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা বাছাইয়ের জন্য সংশোধিত নীতিমালা বহাল থাকবে।

৩। এ নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪। উপর্যুক্ত নির্দেশনা প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বের সকল নির্দেশনা/আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা।

নং **০৪.৩১১.০৩১.০১.০০.০০১.২০১০—১৫০(৪৯)** তারিখ ঃ
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১
১১ ফাল্গুন ১৪১৭

বিষয় ঃ **মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকে অংশগ্রহণ, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।**

মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকে অংশগ্রহণ, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কিছু বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি প্রচলিত আছে। এসকল বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে এগুলোর তালিকাসহ ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র দেয়া হলেও প্রায়শ এসকল বিষয়ে নানাবিধ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সারসংক্ষেপ উপস্থাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়।

২। বর্ণিত প্রেক্ষিতে, যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধসহ উল্লিখিত বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির একটি তালিকা এবং মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রস্তুত ও প্রেরণকালে ব্যবহারের জন্য একটি চেকলিস্ট নির্দেশিত হয়ে এ পত্রের সাথে পুনরায় প্রেরণ করা হলো।

মনিরা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মন্ত্রিসভা বৈঠক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে অনুসরণীয় বিধি-বিধান/রীতি-নীতির তালিকা

ক। **মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপঃ**

১। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই নিশ্চিত হতে হবে—

(ক) বিদ্যমান বিধি-বিধানে যে সকল বিষয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে বা উপস্থাপন করা যাবে মর্মে নির্ধারিত রয়েছে বিষয়টি তার অন্তর্ভুক্ত। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৪(২), ১৬, ২৫, ২৬, ও ২৭ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর নির্দেশ ১১৫(১), ২২৫, ২৩২(৩) ও ২৩৩(এবং];*

(খ) বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজ কার্যপরিধিভুক্ত। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল]*

২। বিবেচ্য বিষয়টি অনধিক ৩ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত সুস্পষ্ট ও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্মারকলিপি (সারসংক্ষেপ) আকারে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর নির্দেশ ১০৩]*

৩। একটি সারসংক্ষেপে একাধিক বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন পরিহার করতে হবে।

৪। সারসংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, যৌক্তিকতা ও সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ (Points for decision) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১)]*

৫। মন্ত্রিসভার নিকট কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১)]*

৬। সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর সম্মতি প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১)]*

৭। উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সারসংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করবেন। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১) ও ২(১)(জে) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর নির্দেশ ২(২৫)]*

৮। বিবেচ্য বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন এমন সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে সারসংক্ষেপের সাথে প্রদান করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১)]*

৯। বিবেচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করাসহ পরামর্শ সম্বলিত পত্র/নোটসিটের অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে সারসংক্ষেপের সাথে প্রদান করতে হবে। প্রাপ্ত পরামর্শের সাথে একমত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ এবং একমত না হয়ে থাকলে তার যুক্তি সারসংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৪এ, ১৯(২) ও ১৯(৩) এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর নির্দেশ ১৪৭]*

১০। কোন বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকলে তা গ্রহণ করে সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে সারসংক্ষেপের সাথে প্রদান করতে হবে।

১১। নতুন আইন, নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন/জারির প্রস্তাব করা হলে তার একটি খসড়া পরিশিষ্ট হিসেবে সারসংক্ষেপের সাথে প্রদান করতে হবে।

১২। বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাব করা হলে সংশোধন আইন, নীতি ইত্যাদির খসড়া; ছক আকারে বিদ্যমান বিধান, প্রস্তাবিত সংশোধন ও সংশোধনের যৌক্তিকতা সম্বলিত একটি তুলনামূলক বিবরনী; এবং বিদ্যমান আইন , নীতি ইত্যাদির কপি পরিশিষ্ট হিসেবে সারসংক্ষেপের সাথে প্রদান করতে হবে। তুলনামূলক বিবরনীতে সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/বাক্যের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আর্কষণের জন্য সে অংশ মোটা হরফে (bold font) মুদ্রণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১৩। আইন প্রণয়নের প্রস্তাব মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় বা কেবল চুক্তি/ আইনগত দলিল মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত (vetted) খসড়ার অনুলিপি ও সংশ্লিষ্ট নোটসিটের অনুলিপি সারসংক্ষেপের সাথে পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করতে হবে। *[সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর নির্দেশ ২২৯]*

১৪। পরিশিষ্ট হিসেবে কোন সভার কার্যবিবরণী প্রদান করা হলে তার সাথে সে সভার উপস্থিতি তালিকাও প্রদান করতে হবে।

১৫। সারসংক্ষেপের সাথে একাধিক পরিশিষ্ট থাকলে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচ্য মুখ্য পরিশিষ্টটি (যেমন- আইন প্রণয়নের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আইনের খসড়া, প্রতিবেদন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের কপি, ইত্যাদি) সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরেই সংযুক্ত করতে হবে।

১৬। সকল পরিশিষ্ট সংখ্যা বা বর্ণ অঙ্কিত এবং ক্রমানুসারে সজ্জিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। সারসংক্ষেপের যথাস্থানে পতাকার উল্লেখ করতে হবে। পরিশিষ্টের ভিতরে পরিশিষ্ট থাকলে এমনভাবে পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে যাতে কোনরূপ সংশয় সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।

১৭। সারসংক্ষেপ *A4* আকারের সাদা কাগজে প্রস্তুত করতে হবে। সারসংক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কাগজের বাম দিকে ৩ সেন্টিমিটার ও অন্যান্য দিকে ২ সেন্টিমিটার এবং উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার বাম দিকে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ডান দিকে ৩ সেন্টিমিটার ও অন্যান্য সকল দিকে ২ সেন্টিমিটার মার্জিন রাখতে হবে। এ নিয়ম পরিশিষ্টসমূহের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব অনুসরণ করতে হবে।

১৮। সারসংক্ষেপ ও এর পরিশিষ্টসমূহের ছাপা স্পষ্ট এবং ফন্টের আকার কমপক্ষে ১৩ হতে হবে।

১৯। সারসংক্ষেপ এবং এর পরিশিষ্টসমূহ স্পাইরাল বাইন্ডিং বা অন্য কোনভাবে বই আকারে বাঁধাই না করে বাম দিকের উপরের কোণায় স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসাথে আটকাতে হবে।

২০। বিবেচ্য বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ৫ এর বেশি না হলে ৬০ কপি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ৫ এর বেশী হলে সে অনুসারে অতিরিক্ত সংখ্যক সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনে এ সংখ্যা পুনর্বিধারণ করবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(১)]*

২১। সোমবারে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকের আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য পূর্ববর্তী বুধবারের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। এ সময়ের পরে প্রেরিত অতি জরুরি কোন বিষয় মন্ত্রিসভা বৈঠকের আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৯(৪)]*

২২। সারসংক্ষেপ একটি অগ্রায়ণপত্রসহ এবং গোপনীয়তা রক্ষার নিয়মাবলী অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখায় সিনিয়র সহকারী সচিবের নিকট (কক্ষ-২০২, ভবন-১, বাংলাদেশ সচিবালয়) প্রেরণ করতে হবে। একইসাথে মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখায়

সারসংক্ষেপের সফট্ কপিও প্রেরণ (পেন ড্রাইভে করে হাতে হাতে অথবা cm_sec@cabinet.gov.bd ঠিকানায়) করতে হবে।

২৩। নিম্নের নমুনা অনুসরণে সারসংক্ষেপের নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে 'অতি গোপনীয়', কপির ক্রমিক, উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম, 'মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ', জারি নম্বর ও তারিখ, বিষয় ইত্যাদি লিখতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২৪(১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমূহের নিরাপত্তা শীর্ষক পরিপত্র ১৩, ১৪]*

অতি গোপনীয়
.....কপির.....নং কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম)
.....

মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ

নং- তারিখঃ.....

বিষয়ঃ .....।

.....

.....।

২। .....

.....।

..। .....

.....।

..। .....

.....।

..। .....

.....।

..। .....

(সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।)

.....।

..। .....

(সারসংক্ষেপটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর মন্তব্য শেষ অনুচ্ছেদে লিখতে হবে)

.....।

.....

(সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবের স্বাক্ষর)

.....

(নাম)

.....

(পদবী)

খ। মন্ত্রিসভা বৈঠক ঃ

১। মন্ত্রিসভা বৈঠকের নোটিশ ও সারসংক্ষেপসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র অতি গোপনীয় শ্রেণীভুক্ত বিধায় এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত এসকল কাগজপত্র সম্বলিত খাম সচিব নিজে খুলবেন বা তাঁর সম্মুখে খুলতে হবে। তিনি এসকল কাজপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করবেন। এসকল কাজপত্র ফটোকফি করা অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি (১) এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমুহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩৮]*

২। আমন্ত্রিত না হয়ে কেহ মন্ত্রিসভা বৈঠক কক্ষে উপস্থিত হবেন না এবং যে বিষয় বিবেচনাকলে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিবেচনাকালে মন্ত্রিসভা বৈঠক কক্ষে উপস্থিত থাকবেন না।

৩। মন্ত্রিসভা বৈঠকে কোন বিষয় বিবেচনাকালে বিষয়টির উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২১(৫)(২)]*

৪। কোন বিষয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিবেচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সারসংক্ষেপটি মন্ত্রিসভা বৈঠক কক্ষে রেখে যেতে হবে। কোন কারণে তা সম্ভব না হলে যথাশীঘ্র সম্ভব ও গোপনীয়তা রক্ষা করে সারসংক্ষেপটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত পাঠাতে হবে।

গ। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঃ

১। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে পত্র দিয়ে অবহিত করা হয়। সচিবের নামে প্রেরিত এ পত্রের সাথে সংযুক্ত প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটি সচিব নিজে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরিত ও যথাযথভাবে পুরণকৃত প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটিতে ডাইরি নম্বর লিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত পাঠতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২১(৭)এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমুহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ ৪৪]*

২। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত পত্রটি সচিব নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করবেন। এসকল পত্রের তালিকা একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। সচিব কার্যভার প্রত্যার্পণকালে এ পত্রসমুহ উত্তরসূরীর নিকট হস্তান্তর করবেন। হস্তান্তরকরণ সার্টিফিকেটের কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২৪(৩)এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ক্লাসিফাইড বিষয়সমুহের নিরাপত্তা শীর্ষক পুস্তিকার পরিচ্ছেদ ৫৪ ও পরিশিষ্ট ৫]*

৩। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে সরকারের সিদ্ধান্ত মর্মে উল্লেখ করে পৃথক পত্র দ্বারা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রটি বা তার অনুলিপি শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগে প্রেরণ করা যাবে না। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২১(৩)]*

৪। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শ/সমন্বয় করতে হবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২৩(২) ও ২৩(৩)]*

৫। কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণসহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। *[কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২৩(৪)]*

১১৩— মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ প্রস্তুত ও প্রেরণকালে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য

চেকলিস্ট

(অনুসরনীয় বিধি-বিধান/রীতি-নীতির তালিকার সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে হবে)

		হাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
০১	বিষয়টি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনযোগ্য কিনা?			
০২	বিষয়টি উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজ কার্যপরিধিভুক্ত কিনা?			
০৩	সারসংক্ষেপে শুধু একটি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?			
০৪	সারসংক্ষেপের দৈর্ঘ্য অনধিক ৩ পৃষ্ঠা কিনা?			
০৫	সারসংক্ষেপের বক্তব্য সুস্পষ্ট কিনা?			
০৬	সারসংক্ষেপটি যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা?			
০৭	সারসংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
০৮	সারসংক্ষেপে বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
০৯	সিদ্ধান্তের বিষয়সমূহ সারসংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
১০	প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
১১	কী সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে তা সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিনা?			
১২	সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা			

	হয়েছে কিনা?			
১৩	পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদত্ত সকল কাগজপত্র সত্যায়িত করা হয়েছে কিনা?			
১৪	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কিনা?			
১৫	পরামর্শকরণ বিষয়ে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর নির্দেশ ১৪৭-১৬২ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?			
		হাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
১৬	প্রাপ্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
১৭	পরামর্শ সম্বলিত পত্র/নোটসিটের অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
১৮	প্রাপ্ত পরামর্শের সাথে একমত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারসংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
১৯	প্রাপ্ত পরামর্শের সাথে একমত না হয়ে থাকলে তার যুক্তি সারসংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২০	কোন কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকলে তা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?			
২১	কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?			
২২	কমিটির সুপারিশ/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২৩	আইন, নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন/জারি/সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে এর একটি খসড়া পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২৪	বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ছক আকারে বিদ্যমান বিধান, প্রস্তাবিত সংশোধন ও সংশোধনের যৌক্তিকতা সম্বলিত একটি তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২৫	তুলনামূলক বিবরনীতে সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/বাক্য মোটা হরফে (bold font) মুদ্রণ করা হয়েছে কিনা?			

২৬	বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদি সংশোধনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, নীতি ইত্যাদির কপি পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২৭	আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের বা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত (vetted) খসড়ার অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
		হাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
২৮	আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের বা কোন চুক্তি/আইনগত দলিল অনুমোদনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সংশ্লিষ্ট নোটসিটের অনুলিপি পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
২৯	পরিশিষ্ট হিসেবে কোন সভার কার্যবিবরণী প্রদান করা হয়ে থাকলে তার সাথে সভার উপস্থিতি তালিকা প্রদান করা হয়েছে কিনা?			
৩০	একাধিক পরিশিষ্ট থাকলে মুখ্য পরিশিষ্টটি সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরেই করা হয়েছে কিনা?			
৩১	পরিশিষ্টসমূহ সংখ্যা বা বর্ণ অঙ্কিত পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা ?			
৩২	পতাকাসমূহ ক্রমানুসারে লাগানো হয়েছে কিনা ?			
৩৩	সারসংক্ষেপের যথাস্থানে পতাকার উল্লেখ করা হয়েছে কিনা ?			
৩৪	পরিশিষ্টের ভিতরে পরিশিষ্ট থাকলে সংশয় সৃষ্টি হবে না এমনভাবে পতাকা চিহ্নিত করা হয়েছে কি না ?			
৩৫	সারসংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে কিনা ?			
৩৬	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সারসংক্ষেপের শেষে স্বাক্ষর করেছেন কিনা ?			

৩৭	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব সারসংক্ষেপের অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাক্ষর করেছেন কিনা ?			
৩৮	সারসংক্ষেপ A4 আকারের সাদা কাগজে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা ?			
৩৯	সারসংক্ষেপে যথাযথ মার্জিন রাখা হয়েছে কিনা ?			
৪০	পরিশিষ্টসমূহের আকারের ও মার্জিনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ?			
		হাঁ	প্রযোজ্য নয়	না
৪১	সারসংক্ষেপ ও এর পরিশিষ্টগুলোর ছাপা স্পষ্ট কিনা ?			
৪২	সারসংক্ষেপ ও এর পরিশিষ্টগুলোর ফন্টের আকার কমপক্ষে ১৩ কিনা ?			
৪৩	সারসংক্ষেপ এবং এর পরিশিষ্টসমূহ স্ট্যাপলার দিয়ে বা সেলাই করে একসাথে আটকানো কিনা ?			
৪৪	নির্ধারিত সংখ্যক (বর্তমানে এ সংখ্যা কমপক্ষে ৬০টি) সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা ?			
৪৫	সারসংক্ষেপের শীর্ষ ডান কোণে 'অতি গোপনীয়' লেখা হয়েছে কিনা ?			
৪৬	সারসংক্ষেপের কপি ক্রমিক সংখ্যা 'অতি গোপনীয়' লেখাটির নিচে লেখা হয়েছে কিনা ?			
৪৭	সারসংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম লেখা হয়েছে কিনা ?			
৪৮	সারসংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে'মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপ' কথাটি লেখা হয়েছে কিনা ?			
৪৯	সারসংক্ষেপের শীর্ষে যথাযথ স্থানে জারি নম্বর ও তারিখ লেখা হয়েছে কিনা ?			
৫০	মন্ত্রিসভার আসন্ন বৈঠকেই আলোচ্যসূচিভুক্ত করা আবশ্যক এমন কোন বিষয়ের সারসংক্ষেপ বৈঠকের অন্তত ৪ দিন (4 clear days) পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ না হয়ে থাকলে বিষয়টি আলোচ্যসূচিভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?			

৫১	সারসংক্ষেপটি অগ্রায়নপত্রসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			
৫২	সারসংক্ষেপটি গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			
৫৩	সারসংক্ষেপের সফট্-কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে কিনা?			

* চেকলিস্টের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই 'হাঁ' অথবা 'প্রযোজ্য নয়' হতে হবে।

(পরামর্শ/সহযোগিতার জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব (ফোনঃ ৭১৬৮৩০৯) এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৯৫ আইন/২০১০/২৩১৩/শুল্ক।—Customs Act. 1969 (Act IV of 1969) এর Section 219 উক্ত Act এর Third Schedule এর Item 17 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০০৯ বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা Tourists Baggage (Import) Rules, 1981 এবং Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 এর আওতাভুক্ত যাত্রী ব্যতীত সকল যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "ব্যাগেজ" অর্থ কোন যাত্রী কর্তৃক আমদানিকৃত যুক্তিসংগত পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, গৃহস্থালী অথবা অন্যবিধ ব্যক্তিগত সামগ্রী ;

(খ) "যাত্রী" অর্থ বিদেশ হইতে আগত কোন যাত্রী ;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল।

৩। **আকাশ ও জলপথে আগত যাত্রীর শুল্ক কর সুবিধা।**—(১) আকাশ এবং জলপথে আগত ১২ (বার) বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের যাত্রীর সংগে আনীত হাতব্যাগ, কেবিনব্যাগ এবং ৬৫ (পঁয়ষট্টি) কিলোগ্রাম ওজনের অতিরিক্ত নহে এইরূপ দুইটি কার্টন, ব্যাগ বা বস্তায় অথবা ৩২″(বত্রিশ ইঞ্চি) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুইটি স্যুটকেস বা ট্রাংকে আনীত ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস যোগ্য হইবে।

(২) **উপ-বিধি (১)** এ উল্লিখিত ব্যাগেজের অতিরিক্তি অনূর্ধ্ব ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কিলোগ্রাম ওজনের একটি স্যুটকেস, ট্রাংক, কার্টন, ব্যাগ বা বস্তায় আনীত ব্যক্তিগত ব্যবহার্য, পরিধেয় বস্ত্র, বই, সাময়িকী অথবা পড়াশুনার সামগ্রী সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস যোগ্য হইবে।

(৩) ১২ (বার) বৎসরের কম বয়সের যাত্রীর ক্ষেত্রে অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কিলোগ্রাম ওজনের একটি কার্টন, ব্যাগ, বস্তা বা ৩২″(বত্রিশ ইঞ্চি) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি স্যুটকেস বা ট্রাংকে আনীত ব্যক্তিগত ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস যোগ্য হইবে।

(৪) যাত্রীর সংগে আনা হয় নাই এমন ব্যাগেজ (unaccompanied baggage) তফসিল-১ এ বিধৃত ফরমে ঘোষণা প্রদান ও এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাইবে এবং উক্ত ব্যাগেজ খালাসের সময় ঘোষণা পত্রের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) একজন যাত্রী তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্যের প্রত্যেকটির একটি করিয়া পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে এবং তফসিল-২ এ উল্লিখিত পণ্যের প্রত্যেকটির একটি করিয়া পণ্য উক্ত তফসিলে উল্লিখিত শুল্ক ও কর পারিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৬) একজন বিদেশী নাগরিক এক বোতল অথবা ৫০০ এম, এল পর্যন্ত মদ বা মদ্য জাতীয় পানীয় (যেমন-স্পিরিট, মদ, বিয়ার ইত্যাদি) সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৭) কোন যাত্রী তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্য বিদেশ হইতে সংগে না আনিয়া থাকিলে তফসিল-৪ এ বিধৃত ফরমে উল্লেখক্রমে তাহা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিটি সেলস্ সেন্টার হইতে যাত্রী আগমনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয় করিতে পারিবেন।

(৮) একজন যাত্রী তাহার পেশাগত কাজে ব্যবহার্য এবং সহজে বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৯) একজন যাত্রী অনধিক ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণ অথবা রৌপের অলংকার (এক প্রকার অলংকার ১২ টির অধিক হইবে না) সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(১০) একজন যাত্রী বিদেশ হইতে দেশে আমগনকালে অনধিক ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবেন।

(১১) ১২ (বার) বৎসরের কম বয়সের যাত্রী বিধি-৩ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন সুবিধা পাইবে না।

৪। **স্থল পথে আগত যাত্রীর জন্য সুবিধা।**—বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ নির্বিশেষে স্থলপথে আগত একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ৩০০ (তিন শত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

৫। **অসুস্থ ও পঙ্গু যাত্রীর জন্য সুবিধা।**—আকাশ, জলপথ বা স্থলপথে আগত একজন অসুস্থ, পঙ্গু অথবা বৃদ্ধ যাত্রীর ব্যবহার্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও হুইল চেয়ার সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাইবে।

৬। **ক্রু, নাবিক এবং অন্যান্যদের জন্য সুবিধা।**—(১) পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বিদেশ হইতে আগত বাংলাদেশ বিমানের কোন ক্রু বা কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের কোন বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালনাকারী কোন বিদেশী এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) বিদেশী সমুদ্রবন্দর হইতে আগমনকারী কোন জাহাজের বাংলাদেশী নাবিক বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিন শত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নাবিক বা কর্মকর্তা সাইন অফ (Sign off) করিলে সে অনূর্ধ্ব ২.০০০ (দুই হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ আরোপযোগ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ক্রমে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৪) বিদেশ হইতে আগত যাত্রীবাহী বাসের চালক ও স্টুয়ার্ডগণ (হেলপার/এ্যাসিসট্যান্ট) পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা (বেডিং) ও রন্ধনকৃত খাদ্য সামগ্রী এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

৭। **গ্রীন এবং রেড চ্যানেল ব্যবহার।**—(১) কোন যাত্রী শুল্ক ও কর আরোপযোগ্য পণ্য বহন না করিলে তিনি বিমান বন্দরের গ্রীন চ্যানেল (যদি থাকে) ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শুল্ক কর্মকর্তা, যুক্তিসংগত সন্দেহবশতঃ গ্রীন চ্যানেল অতিক্রমকারী যে কোন যাত্রীর ব্যাগেজ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। **সকল যাত্রীর জন্য শুল্ক ঘোষণাপত্রের বিধান।**—(১) বিদেশ হইতে আগত সকল যাত্রী শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(২) যাত্রীর সংগে আনীত হয় নাই এমন ব্যাগেজ (Unaccompanied baggage) এর ক্ষেত্রে কাস্টমস হল/শুল্ক এলাকা ত্যাগ করিবার পূর্বেই শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভুলবশতঃ অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) মোতাবেক ঘোষণা প্রদান করা সম্ভব না হইলে আগমনের তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট

সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন শুল্ক কর্মকর্তার নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) একজন যাত্রী ১ পঞ্জিকা বৎসরে ১ বার Unaccompanied baggage আনিতে পারিবেন।

৯। **মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি**।—এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে।

১০। **বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর**।—এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন যাত্রী তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্যের অতিরিক্ত বা ভিন্ন কোন পণ্য আমদানি করিলে প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক (সিসিআইএন্ডই)-এর ছাড়পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে, ন্যায়-নির্ণয়নপূর্বক (adjudication) পদেয় সমূদয় শুল্ক-কর অর্থদন্ড ও জরিমানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করিতে পারিবেন।

তফসিল-১

বিধি ৩(৪), ৮(১), ৮(২) ও বিধি ৮(৩) দ্রষ্টব্য

[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম]

[প্রযোজ্য অংশে টিক(√) চিহ্ন দিন]

১।	যাত্রীর নাম	ঃ		
২।	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ		
৩।	মাতার নাম	ঃ		
৪।	পাসপোর্ট নং	ঃ		
৫।	ফ্লাইট নং	ঃ		
৬।	আগমনের তারিখ	ঃ		
৭।	জাতীয়তা	ঃ		
৮।	পেশা	ঃ		
৯।	আপনি বিগত তিন মাসে যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন	ঃ	দেশের নাম	ভ্রমনের তারিখ
			(ক)	
			(খ)	
			(গ)	
১০।	আপনার সংগে আনীত স্যুটকেস, কার্টন, ট্রাংক, ব্যাগ এবং কেবিন ব্যাগ ইত্যাদির তথ্য	ঃ	বর্ণনা ও সংখ্যা	ওজন

১১।	(ক) আপনার নিকট ২০০ (দুইশত) গ্রামের বেশী ওজনের স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অলংকার আছে কি? [উল্লেখ্য, ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণ/রৌপ্য অলংকার সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য, তবে এক প্রকার অলংকার ১২ (বার) টির অধিক হইবে না]	ঃ	☐	আছে	☐	নাই
	(খ) স্বর্ণ বা রৌপ্য অলংকার উপরের (ক) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশী থাকিলে ২০০ গ্রামের অতিরিক্ত স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অলংকারের পরিমাণ	ঃ		বর্ণনা		পরিমাণ
১১৪—	(ক) আপনার নিকট ২০০ (দুই শত) গ্রামের বেশী ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা ২০০ (দুইশত) গ্রামের বেশী ওজনের রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড আছে কি? [উল্লেখ্য ২০০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড শুল্ক করাদি পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস- যোগ্য]	ঃ	☐	আছে	☐	নাই
		ঃ		বর্ণনা		পরিমাণ
	(খ) স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ডের উপরের (ক) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশী থাকিলে ২০০ গ্রামের অতিরিক্ত স্বর্ণপিন্ড বা স্বর্ণবার অথবা রৌপ্যপিন্ড বা রৌপ্যবারের পরিমাণ	ঃ		বর্ণনা		পরিমাণ
১৩।	(ক) আপনার নিকট মদ, মদ্যজাতীয় পানীয়, সিগারেট বা মাদক দ্রব্য আছে কি? [উল্লেখ্য, এক কার্টন (২০০ শলাকা) সিগারেট সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য]	ঃ	☐	আছে	☐	নাই
	(খ) উপরের (ক) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশী থাকিলে উহার	ঃ		বর্ণনা		পরিমাণ

বিবরণঃ

১৪।	(ক) আপনার নিকট অন্যূন ৫.০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলারের বা উহার সমপরিমাণ অর্থের অধিক কোন বৈদেশিক মুদ্রা আছে কি ?	ঃ	☐ আছে	☐ নাই	
	(খ) উপরের (ক) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশী থাকিল উহার বিবরণ এফএমজে ফরমে ঘোষণা করিতে হইবে	ঃ	বর্ণনা	পরিমাণ	
১৫।	(ক) আপনার ব্যাগেজে শুল্ক বা কর আরোপযোগ্য কোন পণ্য আছে কি ?	ঃ	☐ আছে	☐ নাই	
	(খ) ব্যাগেজে শুল্ক বা কর আরোপযোগ্য পণ্য থাকিলে উহার বিবরণ	ঃ	বর্ণনা	পরিমাণ	
১৬।	(ক) সংগে আনা হয় নাই এমন ব্যাগ স্যুটকেস, ট্রাংক, কার্টন, ইত্যাদির তথ্য	ঃ	সংখ্যা	ওজন	
	(খ) এয়ারওয়ে বিল/বিল অব লেডিং নম্বর ও তারিখ	ঃ			

যাত্রীর স্বক্ষর (পাসপোর্ট অনুসারে) ঃ

তারিখ ঃ

সুপারিনটেনডেন্ট অব কাস্টমস

তফসিল-২

বিধি ৩(৫), ৩(৭) ও বিধি ১০ দ্রষ্টব্য

[শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা]

(ক) ব্যক্তিগত এবং গৃহস্থলী কাজে ব্যবহৃত হয়না এমন কোন পণ্য।

(খ) দুইটি স্যুটকেসের অতিরিক্ত স্যুটকেসে আনীত ব্যাগেজ। তবে তৃতীয় স্যুটকেসে আনীত বই পত্র, সাময়িকী বা শিক্ষার উপকরণ শুল্ক ও কর মুক্তভাবে খালাসযোগ্য।

(গ) বাণিজ্যিক পরিমাণে যে কোন পণ্য ব্যাগেজে আমদানি করা হইলে শুল্ক ও কর আদায়যোগ্য।

(ঘ) নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী পণ্য ব্যাগেজ হিসাবে আমদানি হইলেও প্রতিটির পার্শ্বে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে হইবে ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক-কর
(১)	(২)	(৩)
১।	Plasma. LCD.TFT ও অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন	
	(ক) ১৮″-২১″ পর্যন্ত	১০,০০০ টাকা
	(খ) ২২″-২৯″ পর্যন্ত	১৫,০০০ টাকা
(১)	(২)	(৩)
	(গ) ৩০″-৪২″ পর্যন্ত	২০,০০০ টাকা
	(ঘ) ৪৩″-৫২″ পর্যন্ত	৫০,০০০ টাকা
	(ঙ) ৫৩″ থেকে তদূর্ধ্ব সাইজ	১,০০,০০০ টাকা
২।	(ক) ৪(চার) টি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার)(সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/এমডি/ব্লু রেডিস্ক সেট)	৪,০০০ টাকা
	(খ) ৪ (চার) এর অধিক তবে সর্বোচ্চ ৮টি স্পীকার-সহ (মিউজিক সেন্টার/স্পীকার নির্বিশেষে হোম থিয়েটার (সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/এমডি/ব্লু রেডিস্ক সেট)	৮,০০০ টাকা
৩।	রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার	৫,০০০ টাকা
৪।	ডিশ ওয়াশার/ওয়াশিং মেশিন/ক্লথ ড্রাইয়ার	৩,০০০ টাকা
৫।	এয়ার কুলার/এয়ার কন্ডিশনার	
	(ক) উইনডো টাইপ (Window type)	৭,০০০ টাকা
	(খ) স্প্রিট টাইপ (Split type)	১৫,০০০ টাকা
৬।	গ্যাস ওভেন (বার্নারসহ)	৩,০০০ টাকা

৭।	ডিশ এন্টেনা	৭,০০০ টাকা
৮।	স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড(সর্বোচ্চ ২০০ গ্রাম)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ১৫০ টাকা
৯।	রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড (সর্বোচ্চ ২০০ গ্রাম)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ৬ টাকা
১০।	HD Cam.DV Cam. BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা	১৫,০০০ টাকা
১১।	এয়ারগান/এয়ার রাইফেল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য, আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ দ্রষ্টব্য)	৫,০০০ টাকা
১২।	ঝাড়বাতি	৩০০ টাকা (প্রতি পয়েন্ট)
১৩।	কার্পেট ১৫ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩০০ টাকা (প্রতি বর্গমিটার)

তফসিল-৩

[বিধি ৩(৫), ৩(৭) ও বিধি ১০ দ্রষ্টব্য]

শুল্ক ও কর মুক্ত পদের তালিকা।

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম
১	ক্যাসেট প্লেয়ার/টুইনওয়ান ;
২	ডিস্কম্যান/ওয়াকম্যান (অডিও) ;
৩	বহনযোগ্য অডিও সিডি প্লেয়ার ;
৪	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার (প্রিন্টার ও ইউপিএসসহ) ;
৫	কমপিউটার স্ক্যানার ;
৬	কমপিউটার প্রিন্টার ;
৭	ফ্যাক্স মেশিন ;
৮	ভিডিও ক্যামেরা (HD Cam. DV Cam. BETA Cam) এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা ব্যতীত) ;
৯	স্টীল ক্যামেরা/ডিজিটাল ক্যামেরা ;
১০	সাধারণ/পুশবাটন/কর্ডলেস টেলিফোন সেট ;
১১	সাধারণ/ইলেকট্রিক ওভেন/মাইক্রোওয়েভ ওভেন ;
১২	রাইস কুকার/প্রেসার কুকার ;
১৩	টোস্টার/স্যান্ডউইচ মেকার/ব্লেন্ডার/ফুড প্রসেসর/জুসার/কফি মেকার
১৪	সাধারণ ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার ;

১৫ গৃহস্থালী সেলাই মেশিন (ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক) ;

১৬ টেবিল/প্যাডস্টাল ফ্যান/গৃহস্থালী সিলিং ফ্যান ;

১৭ স্পোর্টস সরঞ্জাম (ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য) ;

১৮ ২০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ/রৌপ্য অলংকার (এক প্রকার অলংকার ১২টির অধিক, হইবে না) ;

১৯ ১ কার্টন (২০০ শলাকা) সিগারেট ;

২০ ২৯″ পর্যন্ত (CRT) সাদাকালো/রঙ্গিন টেলিভিশন ;

২১ ভিসিআর/ভিসিপি ;

২২ সাধারণ সিডি ও দুইটি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) (সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/এমডি সেট) ;

২৩ ভিসিডি/ ডিভিডি/এলডি/এমডি/ ব্লু রেডিস্ক প্লেয়ার ;

২৪ এলসিডি কমপিউটার মনিটর(টিভি সুবিধা থাকুক বা নাই থাকুক) ১৭″ পর্যন্ত

২৫ একটি মোবাইল/সেলুলার ফোন সেট

তফসিল-৪

[বিধি ৩ (৭) দ্রষ্টব্য]

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ফরম

[ঘোষিত পণ্য যাত্রী আগমনের সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয় করিতে হইবে]

১। যাত্রীর নাম ঃ

২। পাসপোর্ট নং ঃ

৩। ফ্লাইট নং ঃ

৪। আগমনের তারিখ ঃ

৫। তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ ভুক্ত যেই সকল পণ্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিটি সেলস্ সেন্টার হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক (এই বিধিমালার অধীনে প্রাপ্যতা অনুসারে তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ ভুক্ত যেই সকল পণ্য সংগে আনা হইয়াছে, তাহার সাথে সমন্বয় করিয়া দায়িত্বে নিয়োজিত শুল্ক কর্মকর্তা যাত্রী কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবেন) ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বর্ণনা	সংখ্যা
১।		

২।

৩।

৪।

৫।

যাত্রীর স্বাক্ষর	ব্যাগেজ পরিদর্শকের নামের সীলসহ স্বাক্ষর	সহকারী/উপ/যুগ্ম কমিশনারের নামের সীলসহ স্বাক্ষর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এ কে এম নুরুল হুদা আজাদ
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ১৯৬-আইন/২০১০/২৩১৪/শুল্ক।—Customs Act, ১৯৬৯ (Act IV of 1969) এর Section 219 (1), THIRD SCHEDULE এর Item 21 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস্ এজেন্টস (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০০৯ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ৩ এর "জ্যেষ্ঠতম যুগ্ম কমিশনার এবং জ্যেষ্ঠতম ডেপুটি কমিশনার অথবা ডেপুটি কমিশনার না থাকিলে জ্যেষ্ঠতম সহকারী কমিশনার" শব্দগুলির পরিবর্তে "একজন যুগ্ম কমিশনার এবং একজন ডেপুটি কমিশনার/সহকারী কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৯) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-বিধি (৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৯ক) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের সার্টিফিকেট বা আয়কর নির্ধারণী আদেশের (আই, টি-৮৮) কপি;" এবং

(গ) বিধি ১৯ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ক) লাইসেন্সির কর্মকান্ড শুল্ক-করের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে ন্যূনতম ১০ (দশ) হাজার টাকা হইতে সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা;"।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ার হোসাইন
প্রথম সচিব (শুল্ক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ১৯৭-আইন/২০১০/২৩১৫/শুল্ক।—Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section 207 ও Section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং উক্ত Act এর THIRD SCHEDULE এর Item 21 এর সহিত পঠিতব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স (লাইসেন্সিং ও কার্য-পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ৩ এ উল্লিখিত æCustoms Agents (Licensing) Rules, 1986 এর Rule 2(l) এর অধীন গঠিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "কাস্টমস্ এজেন্টস্ (লাইসেন্সি বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৩ এর অধীন গঠিত লাইসেন্সিং, কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) বিধি ৫ এর দফা (গ) তে উল্লিখিত "এবং আই, টি-১০ (বি)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীটি বিলুপ্ত হইবে";

(গ) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৩) এর "২০ (বিশ) কার্য দিবসের" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীটির পরিবর্তে "৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্য দিবসের" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত "এবং আইটি-১০(বি)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীটির পরিবর্তে "এবং হালনাগাদ পরিশোধিত আয়কর সনদ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রেজাউল হক
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

আদেশ

তারিখঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

প্রজ্ঞাপন নং ২৮২/২০১০/শুল্ক।—Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 21(b) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উহার ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১১ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ প্রজ্ঞাপন নং ২৬১/২০০৯/ শুল্ক এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের TABLE এর কলাম (1) এ উল্লিখিত—

(ক) এন্ট্রি "2501.00.22" এর পরিবর্তে এন্ট্রি "2501.00.20" প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) এন্ট্রি "2501.00.23" এর পরিবর্তে এন্ট্রি "2501.00.20" প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(গ) এন্ট্রি "2501.00.29" এর পরিবর্তে এন্ট্রি "2501.00.20" প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(ঘ) এন্ট্রি “2905.12.10” এর পরিবর্তে এন্ট্রি “2905.12.00” প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(ঙ) এন্ট্রি “2930.90.90” ২(দুই) বার উল্লিখিত, এর পরিবর্তে উভয়স্থানে এন্ট্রি “2930.90.00” প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(চ) এন্ট্রি “2933.59.90” ৩(তিন) বার উল্লিখিত, এর পরিবর্তে প্রতিস্থানে এন্ট্রি “2933.59.00” প্রতিস্থাপিত হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রেজাউল হক
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক)।

১১৫—

অধ্যায়-৯

অতিরিক্ত সংযোজন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ আষাঢ় ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১)এস-৫/২০০৯।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩-এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০(২)-এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪-এ নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ আষাঢ় ১৪১২/৩ জুলাই ২০০৫

এস, আর, ও নং ১৯৭-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-২৫/৮৬(অংশ-১)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এডহক চাকুরী গণনা (জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ) বিধিমালা, ১৯৯০ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ৪ এর উপ-বিধি(১) এর দফা (খ) এর পর নিম্নবর্ণিত দফা (গ) এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনী) হিসাবে ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮২ হইতে ১৭ মে, ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে কোন পদে এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত হইয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে যে কোন সময় একই পদে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা।"; এবং

(খ) বিধি ৫ এর উপ-বিধি(২) এ উল্লিখিত "বিধি ৪(১) (খ)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনিগুলির পরিবর্তে "বিধি ৪(১) (গ)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনিগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম আব্দুল হালিম
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ আষাঢ় ১৪১২/৩ জুলাই ২০০৫

এস. আর. ও নং ১৯৬ আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এস-২৫/৮৬ (অংশ-১)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে the Regularisation of *Ad Hoc* Appointment Recruitment Rules, 1983 এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর rule 2 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ rule 2 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

æ2. **Definition.—**In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, æ*ad hoc* appointee" means a person appointed on *ad hoc* basis at any time between the 9th April, 1972 and 24th January, 1982, both days inclusive, either by promotion or by direct recruitment, to a post now borne on the revenue budget and is continuing in such post. *Ad hoc* Appointee also means a person appointed in the health service as æAssistant Surgeon (in service trainee)" on *ad hoc* basis at any time between 25th January, 1982 and 17th May, 1986, both days inclusive."।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম আব্দুল হালিম
সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT
REGULATION BRANCH
SECTION-II

NO. ME(R-II)S-34/84-78(500) Dated: 22-4-1984.

Subject- **Fixation of seniority of temporary/ad hoc appointees upon regularisation by the Public Service Commission or on the basis of special Government instructions.**

In supersession of erstwhile S&GA Circular No. SGA/RI/IP-18/64/21(250), dated, the 12th January, 1965 and all subsequent circulars issued on the subject either by erstwhile Government of Pakistan or the erstwhile Government of East

Pakistan, Government have been pleased to decide, in consultation with the Bangladesh Public Service Commission, that the seniority of ad hoc appointees appointed against revenue posts as well as the seniority of temporary appointees appointed against development posts but requiring regularisation by the PSC, shall count their seniority, upon regularisation either by the PSC or on the basis of any special Government instruction from the date of their original ad hoc/ temporary appointment. In cases where the original date of appointment is the same, the regular appointees (original appointment through PSC) should be senior to the ad hoc/temporary appointees regularised later on.

2. The above order will be subject to the conditions that the ad hoc/ temporary appointees :

(a) were appointed on the basis of recruitment rules/prescribed procedures approved by competent authority;

(b) possessed all the prescribed qualifications for being appointed to the posts;

(c) have unbroken and continuous service; and

(d) have satisfactory service record.

3. Ad hoc/temporary appointees not fulfilling one or more of the conditions mentioned at Para-2 above at the time of original appointment and who were not eligible for regularisation earlier but having fulfilled all those conditions subsequently regularised either by the Bangladesh Public Service Commission or on the basis of special Government instructions shall count their seniority from the date of their regularisation.

4. Similarly, persons who at any time were rejected for regularisation by the Bangladesh Public Service Commission but regularised later, shall count their seniority from the date of their regularisation by the Bangladesh Public Service Commission or any competent authority.

5. The date of seniority of persons already appointed/promoted on regular basis on the recommendation or selection by the Bangladesh Public Service Commission or any other competent authority will also be antedated from the date of original appointment provided they fulfill all the conditions mentioned at Para-2 above and are not debarred from this benefit in terms of circumstances mentioned at Para-3 and 4 above.

6. Decisions contained under this circular will be applicable in respect of regularisation of ad hoc/temporary appointments done between 9th April, 1972 and 24th January, 1982 and in fixing seniority of ad hoc/temporary appointees regularised during the above period, seniority earlier than 9th April, 1972 shall not be allowed.

7. No one already promoted on the basis of seniority fixed according to the old instructions shall be reverted on the ground of his having become junior in pursuance of fixation of his seniority according to instructions issued under this circular.

8. Implementation of the above orders will necessitate review of the existing seniority lists or preparation of new ones. Since a large number of encadrement and promotion cases have been held up for a long time, it is necessary that the above decisions of the Government are implemented with the utmost expediency. It is, therefore decided that for expeditions finalisation of seniority lists for various cadres/sub-cadres/offices, the following steps be taken :

(a) All administrative Ministries/Divisions will prepare draft seniority list of all officials including regularised ad hoc/temporary appointees strictly following the principles enumerated under this circular;

(b) The draft lists so prepared will be examined and cleared by the Standing Committee on fixation of seniority of ad hoc/temporary appointees by holding regular meetings. The composition of the Standing Committee would be as follows :

(i)	Concerned Member of the PSC	.....	convenor
(ii)	Concerned Joint Secretary of the administrative Ministry/Division	.....	Member
(iii)	A representative of the Ministry of Establishment not below the rank of a Deputy Secretary.	.....	,,

(c) The Standing Committee will finalise the lists by holding continuous sessions and, if necessary, by working during weekends and holidays;

(d) The findings of the Committee will be final and would be sent to the concerned administrative Ministry/Division for publication in the official Gazette.

9. Government attaches great importance to the clearing up of all cases of fixation of seniority within the least possible time and expects that all administrative Ministries/Divisions would be able, with the co-operation of the Bangladesh Public Service Commission, to finalise the seniority lists of all cadres/sub-cadres/services by the end of the year.

(D.S Yusuf Hyder)
Additional Secretary,
Ministry of Extablishment.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

শাখা বিধি-২।

নং সম (বিধি-২)-আর-৮/২০০৯-৪৭৭ তারিখ ঃ ২২ ডিসেম্বর; ২০০৯ খ্রিঃ / ০৮ পৌষ; ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠানসমূহের নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি প্রণয়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশনা।**

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের প্রস্তাব যথাযথ ও সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ না করার কারণে নিয়োগবিধি প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। কখনও কখনও যাচিত তথ্যাদি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে প্রেরণ না করার কারণে নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাব নাকচ করতে হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণ, চাকরি স্থায়ীকরণে অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয়। এতে করে একদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২.০০। উপরোক্ত অবস্থার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগবিধি প্রণয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন/সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল ঃ—

(১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৮-০৩ তারিখের সম (বিধি-১) আর-৮/২০০৩-১৮২ (১০০) নং পরিপত্রের মাধ্যমে নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)। পরিপত্রটির সময়সীমা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(২) নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মডেল নিয়োগ বিধিমালা অনুসরণপূর্বক খসড়া প্রজ্ঞাপন প্রস্তুত করতে হবে (পরিশিষ্ট-খ);

(খ) তফসিলে বর্ণিত প্রত্যেক পদের নীচে পদের সংখ্যা ও বেতনস্কেল উল্লেখ করতে হবে;

(গ) পদসৃষ্টির জি,ও তে উল্লিখিত পদনাম কোনরূপ পরিবর্তন না করে তফসিলে হুবহু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঘ) প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক জি,ও জারির মাধ্যমে যে সকল পদ সৃষ্ট হয়নি অথবা পদমর্যাদা বা বেতনস্কেল উন্নীত হয়নি অথবা পদবী পরিবর্তন করা হয়নি সে সকল পদ প্রস্তাবিত তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

(ঙ) পদোন্নতির বিধান সংযোজনের ক্ষেত্রে পদোন্নতি পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ ও ফিডার পদের চাকরির সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ-এ বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(চ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধীনে বিভিন্ন চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(৩) উপ-কমিটির বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত/প্রত্যায়িত/স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র প্রস্তাবের সাথে প্রেরণ করতে হবে ঃ

(৩.১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপ-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার-সংক্ষেপসহ প্রস্তাবের ১০ (দশ) সেট;

(৩.২) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম;

(৩.৩) তফসিলসহ বিদ্যমান নিয়োগবিধির পূর্ণাঙ্গ কপি;

(৩.৪) প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলী;

(৩.৫) বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধিমালার তফসিলের তুলনামূলক বিবরণী (পরিশিষ্ট-গ)। তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অংশে পদের নাম, বেতনক্রম, পদসংখ্যা, সরাসরি নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, প্রেষণে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, পদভিত্তিক ফিডার পদসংখ্যা, পদভিত্তিক ফিডার পদের বেতনক্রম উল্লেখ করতে হবে। প্রচলিত নিয়োগবিধি অংশে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে যেরূপভাবে এন্ট্রি রয়েছে হুবহু সেরূপে উল্লেখ করতে হবে। পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতনস্কেল উল্লেখ করতে হবে। তুলনামূলক বিবরণীতে মন্তব্য অংশে প্রতিটি সংশোধনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে।

(৩.৬) পদসৃষ্টি সংক্রান্ত অর্থ বিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকিত জি,ও। পৃষ্ঠাংকিত জি,ও না থাকার ক্ষেত্রে পদসৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির কপি এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পদসৃষ্টির জি,ও;

(৩.৭) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগের বেতনস্কেল যাচাই সংক্রান্ত পত্র।

(৩.৮) প্রস্তাবের সাথে æSutonny MJ" ফন্ট এ সার-সংক্ষেপ, খসড়া প্রজ্ঞাপন (তফসিলসহ), তুলনামূলক বিবরণী সম্বলিত (সিডি)'র ১ (এক) কপি প্রেরণ করতে হবে।

৩.০০। নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভায় প্রস্তাবটি সুপারিশ করা হলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সচিবের স্বাক্ষরে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজপত্রসহ যথাযথ সংলাপ নির্দেশপূর্বক সার-সংক্ষেপ আকারে প্রস্তাবের ৩০ (ত্রিশ) সেট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভায় সুপারিশকৃত খসড়া প্রজ্ঞাপন প্রস্তাবটিতে হুবহু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা যাবে না।

৪.০০। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের প্রস্তাবটি বিবেচনার পর উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনে খসড়া প্রজ্ঞাপন সংশোধনপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কমিশনের পরামর্শ প্রাপ্তির পর খসড়া নিয়োগবিধি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করতে হবে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করে নিয়োগবিধিমালাটি জারি করতে হবে। জারির পর নিয়োগ বিধিমালার ১টি কপি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সামসুদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া
উপ-সচিব (বিধি-১)।

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা

নং সম(বিধি-১)আর-৮/২০০৩-১৮২(১০০) তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট; ২০০৩ / ১২ ভাদ্র; ১৪১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ **নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনে গতিশীলতা আনয়নে সময়সীমা নির্ধারণ।**

সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে নিয়োগবিধির ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোন সরকারি সংস্থার নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৮টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সময়ের সিংহভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে অতিবাহিত হয়। এর ফলে নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বছরের পর বছর বিলম্বিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিলম্বিত হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশা পরিলক্ষিত হয় এবং প্রশাসনে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিয়োগবিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও গতিশীলকরণের জন্য বিষয়টি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ধাপে নিম্নলিখিত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হল ঃ

(১) প্রস্তাবক দপ্তর থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য .....৩০ (ত্রিশ) দিন;

(২) (ক) প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব কমিটিতে প্রেরণের জন্য ..... ১৫ (পনের) দিন;

(খ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব উপযুক্ত মনে না হলে পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় প্রদান ..... ১৫ (পনের) দিন;

(গ) প্রাপ্ত পুনঃ প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষার জন্য ..... ১৫ (পনের) দিন; এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাব নাকচ ঘোষণা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ;

(ঘ) নাকচ ঘোষিত প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুনভাবে প্রক্রিয়াকরণ।

(৩) সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য ..... ৩০ (ত্রিশ) দিন;

(৪) সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা ও মতামত প্রদান ..... ৩০ (ত্রিশ) দিন;

(৫) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং প্রদান ..... ১৫ (পনের) দিন;

(৬) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদন ..... ১৫ (পনের) দিন;

(৭) এস আর ও জারী ..... ৭ (সাত) দিন।

২। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

মুহম্মদ আতাউর রহমান
যুগ্ম-সচিব (বিধি)।

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
.....মন্ত্রণালয়
.....বিভাগ
শাখা.....

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা,.....খ্রিঃ/.....বঙ্গাব্দ।

নং এস, আর, ও ..... গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই বিধিমালা ..... নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(গ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন কর্মকর্তা;

(ঘ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উল্লিখিত যোগ্যতা;

(চ) "শিক্ষানবিস" অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(ছ) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বুঝাইবে এবং এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন পদে নিম্ন বিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে;

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগ-ক্ষেত্রে, তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।—**

(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা চলিবে না।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৫) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরকারি চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ—**

(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই/নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণীর পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে ঃ

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। **শিক্ষানবিশি।—**

(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য, নিয়োগ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন;

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে (৪) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবেন, এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারি আদেশবলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তফসিল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সচিব।

প্রচলিত নিয়োগবিধি এবং প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তফসিলে উল্লিখিত পদসমূহের মধ্যে পার্থক্যের তুলনামূলক বিবরণী

(প্রচলিত নিয়োগবিধি রহিত করতঃ নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন এবং প্রচলিত নিয়োগবিধি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

.....

প্রচলিত নিয়োগবিধি						প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি				
ক্রমিক নং	পদের নাম, বেতনক্রম ও পদসংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	ক্রমিক নং	পদের নাম, বেতনক্রম, পদসংখ্যা, সরাসরি নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, প্রেষণে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা, ফিডার পদসংখ্যা (পদভিত্তিক), ফিডার পদের বেতনক্রম (পদভিত্তিক)।	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫	৬

স্বাক্ষর ঃ.....

কর্মকর্তার নাম ঃ.....

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ.....

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
Establishment Division
Regulation Wing
Section SWIII
NOTIFICATION
Dacca, the 16th May, 1978.

No. S.R.O.109-L/78/ED/SWIII-3-18/78-128.—In exercise of the powers conferred by the priviso to Article 133 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, and in supersession of all rules made in this behalf, the President, after consultation with the Bangladesh Public Service Commission as required by clause (2) of Article 140 of that Constitution, is pleased to make the following rules, namely :—

THE STENOGRAPHERS AND STENO-TYPISTS (MINISTRIES, DIVISIONS AND ATTACHED DEPARTMENTS) RECRUITMENT RULES, 1978.

1. **Short title.—**These rules may be called the Stenographers and Steno-typists (Ministries, Divisions and attached Departments) Recruitment Rules, 1978.

2. **Definitions.—**In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) æappointing authority" means the Government and includes any officer authorised by the government;

(b) æCommission" means the Bangladesh Public Service Commission;

(c) æCandidate" means a candidate for an examination;

(d) æExamination" means an examination to be conducted by the Commission for the purpose of recruitment to a post;

(e) æpost" means a post of Stenographers or Steno-typist in a Division or Attached Department;

(f) æprobationer" means a person appointed on probation to a post;

(g) ærecognised Board" means a Board of Intermediate and Secondary Education established by or under any Law for the time being in force and includes any other Board declared by the Government to be a recognised Board for purpose of these rules; and

(h) æSchedule" means the Schedule annexed to these rules.

3. **Procedure for recruitment.**—(1) All appointments to the post of Steno-typist shall be made by direct recruitment.

(2) All appointment to the post of Stenographers in Grade No. XIV of the New National Grades and Scales of Pay shall be made on merit through open competition in which serving Steno-typist and outsiders may take part.

4. **Examination.**—(1) For the purpose of selection for appointment to a post by direct recruitment, the Commission shall conduct a competitive examination and test in the subjects as detailed in either group of Part A of the Schedule.

(2) No candidate shall qualify in the examination unless he secures the marks, or has a speed, as specified in either Group of Part B of the Schedule.

(3) Candidates shall be allowed 5 Minutes' time to go through their shorthand notes pertaining to dictation and half an hour time for transcripting the same. Candidates commiting more than 5 per cent mistakes will be considered to have no speed.

(4) For the purpose of typing 5 strokes shall be taken as equal to one word for both in English and Bengali.

5. **Particulars of examination to be announced by the Commission.**—The Commission shall announce the particulars relating to the date, time table, place and such other particulars as it considers necessary, for the examination.

6. **Application, examination fees, etc.**—(1) An application for admission to an examination shall be submitted to the Secretary of the Commission on or before such date as the Commission may announce in this behalf.

(2) No person shall be eligible for an examination unless—

(a) he applied in such form accompanied by such fee and before such date, as was notified by the Commission while inviting application for the post; and

(b) in the case of a person already in Government service or in the service of a local authority, he has applied through his official superior.

7. **Educational qualification.**—A candidate must have passed H.S.C examination of a recognised Board in order to be eligible for admission to an examination :

Provided that a person appointed to a post prior to the 21st March, 1974, shall be considered eligible for admission to an examination even if he is S.S.C passed.

8. **Age Limit.**—No person shall be eligible to appear at an examination if his age is less than 18 years and more than 25 years on the date specified by the Commission :

Provided that the age limit of a candidate working in a post shall be relaxed by the number of years he has been putting in continuous service.

9. **Selection of candidates by the Commission.**—(1) The Commission shall select persons from amongst the candidates and send to the Government a list of candidates found qualified in order of merit for appointment.

(2) On receipt of the list of qualified candidates under sub-rule (1), the Establishment Division shall nominate them to the Ministries, Divisions and Attached Departments on the basis of their requirements.

Provided that nomination against permanent and temporary posts shall be made strictly in order of merit.

10. **Appointment by direct recruitment.**—(1) No appointment to a post by direct recruitment shall be made except upon the recommendation of the commission.

(2) No person shall be eligible for appointment to a post if he—

(a) is not a citizen of Bangladesh, or a permanent resident of, or domiciled in Bangladesh;

(b) is married to, or has entered into a promise of marriage with a person who is not a citizen of Bangladesh.

(3) No appointment to a post shall be made until—

(a) the person selected for appointment is certified by a Medical Officer competent to issue Medical Certificate in terms of rule 14 of the Service Rules, Part, 1 to be medically fit for such appointment and that he does not suffer from any such organic defect as is likely to interfere with the discharge of the duties of the post; and

(b) the antecedents of the person so selected have been verified through appropriate agencies and found to be such as do not render him unfit for appointment to Government service.

11. **Probation.**—Person recommended for appointment to a post shall be appointed on probation for a period of two years from the date of substantive appointment;

Provided that the appointing authority may for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation by a period or periods so that the extended period does not exceed two years in the aggregate.

(2) After the completion of the period of probation or the extended period thereof, the appointing authority—

(a) if it is satisfied that the conduct and work of the probationer during his period of probation has been satisfactory, shall, subject to the provisions of sub-rule (3), confirm him;

(b) if it is of opinion that the conduct and work of the probationer during that period was not satisfactory, may terminate his service.

(3) No probationer shall be confirmed unless he qualifies on a proficiency test conducted by the Commission in the manner as may be decided by it.

Grade will be given only to those Stenographers who qualify in a test conducted by the Commission at minimum speed specified in Part ‘C’ of the Schedule.

THE SCHEDULE

PART A

[See rule 4 (1)]

Sl No.	Subject	Total Marks	Time
	For English Group		
1.	Essay writing in English	50	1 hour
2.	Dictation for shorthand writing in English	100	3.5 minutes
3.	Type writing in English	50	10 minutes
	For Bengali Group		
1.	Essay writing in Bengali	50	1 hour
2.	Dictation for shorthand writing in Bengali	100	3.5 minutes
3.	Type writing in Bengali	50	10 minutes

PART B

[See rule 4 (2)]

Name of the post	Shorthand speed per minute	Typing speed per minute	Marks in each paper	Marks in the aggregate
For English Group				
1 Stenographer	100 words	35 words	40%	50%
2. Steno-typist	80 words	30 words	40%	50%
For Bengali Group				
1 Stenographer	70 words	30 words	40%	50%
2. Steno-typist	60 words	25 words	40%	50%

PART C

[See rule 12]

Name of the Group	Shorthand speed per minute	Typing speed per minute
English Group	120 words	40 words
Bengali Group	90 words	35 words

By order of the President,

A.S. NOOR MOHAMMAD

Secretary.

SUNDAY, FEBRUARY 16, 1986

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT
Section-SW-II

NOTIFICATION

Dhaka, the 16th February 1986

No. S. R. O 57-L/86.—In pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf the President, after consultation with the Bangladesh Public Service commission, is Pleased to make the following amendments in the Stenographers and Steno-typists (Ministries, Divisions and Attached Department) Recruitment Rules, 1978, namely:—

In the aforesaid Rules,—

(a) in rule 4, in sub-rule (2) for the word æor" the word æand" shall be *substituted*.

(b) in rule II,-

(i) in sub-rule (1), the word æsubstantive" shall be omitted;

(ii) in-sub-rule (2), for clause (a) the following shall be *substituted* namely :-

(a) if it is satisfied that the conduct and work of the probation or during his period of probation has been satisfactory, shall confirm him." and

(iii) sub-rule (3) shall be omitted; and

(c) in the schedule, for Parts B and C, the following shall be *substituted*, namely :-

PART B

[See rule 4 (2)]

Name of the post	Minimum Shorthand speed per minute	Minimum Typing speed per minute	Minimum pass marks in each subject
For English Group			
1 Stenographer	80 words	30 words	40%
2 Steno-typist	70 words	28 words	40%
For Bengali Group			
1 Stenographer	50 words	25words	40%
2 Steno-typist	45 words	23 words	40%

PART C

[See rule 12]

Name of the Group	Minimum Shorthand speed per minute	Minimum Typing speed per minute
English Group	100 words	35words
Bengali Group	70 words	30 words

By order of the President

MD. SHAMSUL HAQUE CHISHTY

Secretary.

রবিবার, জুলাই ১৭, ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৪ই জুলাই, ১৯৯৪/৩০শে আষাঢ়, ১৪০১

এস, আর, ও নং-২৪৩-আইন/৯৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিধিমালা বাতিলক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।—এই বিধিমালা নিম্নমান সহকারী-তথা-মুদ্রাক্ষরিক, প্লেইন পেপার কপিয়ার, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী ও এম, এল, এস, এস (মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংযুক্ত অধিদপ্তর) বিধিমালা, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) 'কমিশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(গ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা;

(ঘ) 'পদ' অর্থ তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ;

(ঙ) 'প্রয়োজনীয় যোগ্যতা' অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য তফসিলে উল্লেখিত যোগ্যতা;

(চ) 'শিক্ষানবিস' অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(ছ) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বুঝাইবে এবং এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন পদে নিম্ন বিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগক্ষেত্রে তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে পদে এডহক ভিত্তিতে ইতিপূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে, উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

৪। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতার্ভুক্ত পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা চলিবে না।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন;

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা ক্ষেত্রবিশেষে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সরি মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন;

(৫) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই/নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরী বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৬। **শিক্ষানবিসি**।—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, বাস্তব নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিসির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন;

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

৩। শিক্ষানবিসির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে (৪) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারী আদেশ বলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তফসিল

বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১	নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক	অনূর্ধ ৩০ বৎসর্ বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।	(ক) ৭৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। (খ) ২৫% পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের জন্য ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রতি মিনিটে মুদ্রাক্ষর লিখনে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজীতে ২৮ শব্দের গতি। **পদোন্নতির জন্য ঃ** মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রতি মিনিট মুদ্রাক্ষর লিখনে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজীতে ২৮ শব্দের গতি থাকা সাপেক্ষে, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী এবং এম, এল, এস, এস পদ হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে।
২	প্লেইন পেপার কপিয়ার	ঐ	পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতি-যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির জন্য ঃ** প্লেইন পেপার কপিয়ার মেশিন চালনায় অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী এবং এম, এল, এস, এস পদ হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্লেইন পেপার কপিয়ার মেশিন চালনায় ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
৩	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	অনূর্ধ ৩০ বৎসর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা শিথিলযোগ্য।	পদোন্নতির মাধ্যমে।	ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী এবং এম, এল, এস, এস পদ বা পদসমূহে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পূরণযোগ্য।
৪	ডেসপাস রাইডার	ঐ	পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতি-যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির জন্য ঃ** এম, এল, এস, এস ও দপ্তরী পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী এবং লাইসেন্সধারী এম, এল, এস, এস ও দপ্তরী পদ হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ঃ** দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ও মটর সাইকেল লাইসেন্সধারী।
৫।	দপ্তরী	ঐ	পদোন্নতির মাধ্যমে।	এম, এল, এস, এস পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
৬।	এম, এল, এস, এস	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অন্যূন অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং অবশ্যই শারীরিক যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাবিবুর রহমান
সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
IMPLEMENTATION BRANCH

NOTIFICATION

No.-MF-FD (Imp)-3-S.G.-1-85-113 Dated : 30-6-1985

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) Act, 1975, (XXXII of 1975), the government, not withstanding anything contained in the Services (Grades, pay and Allowances) Order, 1977, is pleased to decide as lows :-

(i) In every Cadre of the B.C.S., 10% of posts placed in NNS of Tk 2850/- (fixed), subject to a minimum of the posts shall be placed in selection grade of NNS of Tk. 3000/- (fixed). Eligibility for selection grade shall be the following :—

(a) Twenty eight years' experience in the concerned service including one year's experience in a post carrying NNS of Tk. 2850/- (fixed).

(b) Satisfactory record of service.

(ii) In a cadre having only one post in NNS of Tk. 2850/- (fixed), the said post shall continue to be in the said scale till the incumbent completes :

(a) One year's service in the said post?

(b) 28 year's experience in the concerned service.

On fulfillment or both the condition, If the person concerned is found fit for selection Grade the post shall be placed in the selection grade of NNS of Tk. 3000/- (fixed) for the period he holes the post.

(iii) The provisions of sub para (1) and shall not apply to Cadres already no posts in NNS of Tk. 3000/- (fixed).

2. This order shall be deeded to have taken from May1, 1985.

By order of the

(H. N. Da)
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF CABINET AFFAIRS
ESTABLISHMENT DIVISION
SECTION-ED/JV.

No. ED/JV-34/74-20, Dated Dacca, the 21st Dec. 1974

MEMORANDUM

From :- Mr. M. Rahman,
Secretary to the Govt. of Bangladesh.

To :- The Accountant General,
Bangladesh, Dacca.

Subject :- **Condonation of over-age of Government Servants recruited through the Public Service commission.**

Governments have examined the question of over-age of Government Servants recruited through the Public Service Commission. On examination it is found that in some cases age on the entry date in Government service exceeds the maximum age limit prescribed by government in the relevant recruitment rules due to no fault of the government servant, but for unavoidable delay due to lengthy process of such cases before final appointment.

It is, therefore decided that in such cases, the period of over-age before actual entry in service of the concerned government servants recruited through the Public Service Commission should be deemed to have been condoned and for that no reference should be made or the case be held up on that account in finalising the pension cases of government servants.

M. Rahman,
Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
Establishment Division
Regulation Wing
Section-I

No. Estb/RI/S-153/73-124(250), Dated, Dacca, the 14th September, 1978

Subject : **Recruitment of released/retired non-commissioned armed personnel in civil posts.**

Reference : **Erstwhile government of Pakistan Memo. No. 10/2/60. D.V. dated 17-9-64 and S & G.A. Department Memo. No SGA/RI/IR-92/64/390, dated 26-11-64**.

The undersigned is directed to state that in partial modification of the memoranda under reference it has been decided by the government that a released/retired non-commissioned armed personnel will get the benefit of age-relaxation for government jobs upto a maximum of 10 years or the number of years the person has actually served the armed forces, whichever is less.

2. It has also been decided that ex-servicemen who took part in liberation war or after taking part in liberation war were retired/released will be considered within the quota for freedom fighters and non-freedom fighters ex-servicemen will be considered in their district quota.

3. It is requested that the above decisions be brought to the notice of all appointing authorities under administrative control of the Ministries/Divisions.

S. A HAQUE
Deputy Secretary (Reg-I)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২১ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৪০০-আইন/২০১০/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৫.০৪১.২০১০।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০(২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রযোজ্যতা**।—(১) এই বিধিমালা সাঁটলিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক বা স্টেনোটাইপিষ্ট, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবী পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। এই বিধিমালা কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশন এবং প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এ বিধিমালায়,—

(ক) "পিপি" অর্থ কোন প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব;

(খ) "টিএপিপি" অর্থ কোন প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব;

(গ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা আদেশ-নির্দেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **পদবী ও নিয়োগ যোগ্যতা, ইত্যাদি**।—(১) তফসিলের ২নং কলামে উল্লিখিত পদসমূহের পদবী উহাদের বিপরীতে ৩নং কলামে উল্লিখিত পদবীতে পরিবর্তিত হইবে এবং উক্ত পরিবর্তিত পদসমূহের নিয়োগ যোগ্যতা হইবে সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে ৪নং কলামে উল্লিখিত নিয়োগযোগ্যতা।

(২) পদের পদবী ও উহার নিয়োগযোগ্যতা পরিবর্তন সত্ত্বেও, উক্ত পদের বেতনস্কেল ও পদোন্নতির সোপান অপরিবর্তিত থাকিবে।

৫। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই বিধিমালা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, এই বিধিমালার সহিত যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সরকারি আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তফসিল

[বিধি ২(ঘ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	বর্তমান পদবী	পরিবর্তিত পদবী	পরিবর্তিত নিয়োগযোগ্যতা
১	২	৩	৪
(১)	সাঁটলিপিকার/ স্টেনোগ্রাফার	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা, পিপি, টিএপিপিতে বর্ণিত নিয়োগযোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখিয়া শুধুমাত্র মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপি ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ (ক) বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ। (খ) ইংরেজী ঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।
(২)	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক/ স্টেনোটাইপিষ্ট	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা, পিপি, টিএপিপিতে বর্ণিত নিয়োগযোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখিযা শুধুমাত্র মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপি ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ (ক) বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ। (খ) ইংরেজী ঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।
(৩)	অফিস সহকারী- কাম-মুদ্রাক্ষরিক	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা, পিপি, টিএপিপিতে বর্ণিত নিয়োগযোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখিয়া শুধুমাত্র মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপি ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ (ক) বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ। (খ) ইংরেজী ঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।

১	২	৩	৪
(৪)	মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী	সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা, পিপি, টিএপিপিতে বর্ণিত নিয়োগযোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখিয়া শুধুমাত্র মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপি ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ (ক) বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ। (খ) ইংরেজী ঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।
(৫)	মুদ্রাক্ষরিক	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা, পিপি, টিএপিপিতে বর্ণিত নিয়োগযোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখিয়া শুধুমাত্র মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপি ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ (ক) বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ। (খ) ইংরেজী ঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
অতিরিক্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ অক্টোবর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ/১০ কার্তিক ১৪১০ বঙ্গাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০১ আইন/২০০৩-সম (বিধি-৫)-২৫/২০০৩।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০(২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।—(১) এই বিধিমালা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০০৩ নামে নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী" বলিতে তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সসহ এক বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বুঝাইবে;

(খ) "বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালা" বলিতে সরকারী পদে নিয়োগের জন্য এই বিধিমালা জারীর তারিখে বলবৎ সকল নিয়োগ বিধিমালা বুঝাইবে;

(গ) "চার বছর মেয়াদী ডিগ্রী" বলিতে চার বছর মেয়াদী ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রীকে বুঝাইবে।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য** ।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদিতে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **সরাসরি নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ** ।—(১) বিদ্যমান অনান্য নিয়োগ বিধিমালার বিধান অনুসারে যে সকল প্রথম শ্রেণীর চাকুরী পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নির্ধারিত আছে ঐ সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চার বছর মেয়াদী ডিগ্রীকে, অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে বিদ্যমান অন্যান্য নিয়োগ বিধিমালার সংশোধন না করা পর্যন্ত উপ-বিধি (১) এর বিধান কার্যকর থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সফর রাজ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ শ্রাবণ ১৪১৭/০১ আগস্ট ২০১০

পত্র সংখ্যা ০৩.০৬৮.০১৪.০৩.০০.০০৫.২০১০ (অংশ-২)-৩২৩—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য এতদ্বারা Policy and Strategy for Public-Private Partnership (ppp), 2010 এবং ইহার আওতায় প্রণীত Guidelines for formulation, Appraisal and Approval of Large Projects, 2010; Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Medium Projects, 2010; ও Guidelines for Formulation, Appraisal and Approval of Small Projects, 2010 জারী করিল।

২। ইহা জনস্বার্থে জারী করা হইল এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল আজিজ
মহাপরিচালক।

POLICY AND STRATEGY FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP), 2010

1. BACKGROUND

In order to achieve the Vision 2021 goal of Bangladesh becoming a middle income country by 2021, we will need to ensure a more rapid, inclusive growth trajectory. To reflect the aspirations of the people the target of the government is to raise the GDP growth rate to 8 percent by 2013. To achieve this GDP growth rate, the share of investment to GDP needs to be raised to 35-40 percent. At present average investment GDP ratio is 24-25 percent, which is lower than the national savings ratio. One estimate suggests that to sustain GDP growth rate of 8 percent in 2013 and beyond requires additional USD 28 billion or BDT 1.96 trillion for 2010-2015. To reduce the investment deficit, participation of the private sector through public-private partnership (ppp) is an important route. In order to create an enabling environment for attracting private investments on a sustained basis, GOB has taken a series of measures. Previously, the GOB had issued the Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (PSIG) for implementing the ppp Projects, There has been some success in attracting private investment through ppp route in the power, gas and telecom sectors. The Government seeks more investment in these and other sectors such as ports, roads, railway, water supply, waste management, tourism, e-service delivery etc.

For the first time in the country, the Government through its national budget FY 2009-10 introduced the concept of PPP budget. This is a very strong statement and commitment for the development of PPP in the country. In addition, the Government issued a position paper on PPP, titled, æInvigorating Investment Initiative Through Public-Private Partnership" dated June 2009. The PPP Budget aims to provide support for upfront development of PPP projects, create a mechanism for targeted subsidies and set long term financing of PPP projects.

The government has taken a two-pronged strategy for building public-private partnership: one is to attract investment for projects, where building new infrastructure and expanding existing infrastructure is the major component; the second is to attract innovation and sustainability of public service delivery to the citizens. While the government is committed to launch public-private partnership in a big scale, the essential ingredient to that Endeavour is to set up a forward-looking strategy and a framework for operationalisation of public-private partnership as well as clear-cut procedural guidelines for the sake of ensuring transparency and building confidence among the private sector players. A wide spectrum of PPP arrangements exists, differing in purpose, service scope, legal structure and risk sharing. The choice of the PPP arrangement for a particular project will depend on social and economic importance and potential value for money to be generated under such arrangement.

PPP fosters economic growth by developing new commercial opportunities and increasing competition in the provision of public services, thus encouraging crowding-in of private investment. Successful application of PPP concept through this æPolicy and Strategy" document is likely to open up the doors for increased flow of investment from both local and foreign investors.

2 OBJECTIVES

Presently, initiation and approval process of PPP projects in Bangladesh are unclear. Procurement processes for ppp projects are less well known and understood compared to similar projects included in the Annual Development Programme (ADP). A major cause for the lack of private sector participation in PPP projects is the absence of consistent procedures to identify, formulate, appraise and approve PPP Projects.

In this context, the objectives of this Policy and strategy are to :

a. spell out The principles of partnership with private sector for undertaking various projects related to infrastructure as well as public service delivery;

b. define an institutional framework, which is conductive and efficient in handling the PPP projects as well as effective to protect public interest; and

c. ensure balance between risk and reward for both the government and private partners while aiming to keep the undertaking attractive for the private sector.

3. CONCEPT OF PPP

a. Public-private partnership (PPP) projects normally cover public good provisions characterised by indivisibility and non-excludability, natural monopoly characterised by declining marginal cost (and associated average cost), and lumpy investment characterised by long gestation period;

b. PPP is a win-winrelationship between the government and various private sector players for the purpose of delivering a service by sharing the risks and rewards of the venture under a contractual obligation;

c. A project under PPP may include all stages of lifecycle starting from ideation, design, construction of infrastructure, where necessary and up to delivery of services and maintenance;

d. In the PPP projects, the private sector is the active party who undertakes activities, depending on the model starting from the stage of conception and up to the stage of operation and maintenance; and

e. In most of the cases, PPP allows private sector into areas of business, where the government holds control over infrastructure or service before such partnership. The public sector retains a significant role in the partnership, either as the sole purchaser of the services provided or as the main enabler of the project. The private party commonly provides the detailed design, construction, operation and financing for the PPP project, and is paid according to the performance.

4 APPLICABILITY OF PPP

a. **Applicability of PPP:** Any project that generates public goods and services may be considered under the public-private partnership, if at least one of the following circumstances exist for the project:

   i The implementation of the project is difficult with the financial resources or expertise of the government alone;

   ii. Private investment would increase the quality or level of service or reduce the time to implement compared to what the government could accomplish on its own;

   iii. There is an opportunity for competition, where possible, among prospective private investors, which may reduce the cost of providing a public service;

   iv. Private investment in public service provides and opportunity for innovation; and

   v. There are no regulatory of legislative restrictions in taking private investment in the delivery of public service.

b. **Non-applicability of PPP :** The following action/activities will not fall under the PPP purview :

   i. Outsourcing of a simple function of a public service;

   ii. Creating a government owned enterprise (State Owned Company); and

   iii. Borrowing by government from the private sector.

5 SECTORAL COVERAGE OF PPP

Any project fulfilling one or more of above-mentioned applicability criteria in any economic sector, according to the International standrad Indistrial Classification (ISIC) of all Economic Activities, Revision 4, specified by the United Nations, is eligible for PPP. However, the priority sectors are :

(a) exlporation, production, transmission, and distribution of oil, gas, coal and other mineral resources (ISIC 05-09);

(b) oil refinery, and production of LPG (ISIC 19);

(c) production of fertilizer (ISIC 20);

(d) power generation, transmission, distribution and services (ISIC 35);

(e) airports, terminals and related aviation facilities (ISIC 42 and 51);

(f) water supply and distribution, sewerage and drainage, effluent treatment plans (ISIC 36-39);

(g) land reclamation, dredging of rivers, canals, wetlands, lakes and other related facilities (ISIC 42);

(h) highways and expressways including mass-transit, bridges, tunnels, flyovers, interchanges, city roads, bus terminals, commercial car parking etc. (ISIC 42 and 49);

(i) port development (sea, river and land) including inland container terminals, inland container depot and other services (ISIC 52);

(j) deep sea port development (ISIC 52);

(k) telecommunication systems, networks and services including information and communication technology (ICT) (ISIC 60-63);

(l) invironmental, industrial and solid waste management projects; (ISIC 34-38) railway systems, rolling stock, equipment and facilities (ISIC 49);

(m) tourism industry (ISIC 79);

(n) economic zone, industrial estates and parks, city and property development, including services to support commercial and non-commercial activites (ISIC 81-82);

(o) social infrastructure e.g. health, education, human resource development, research and development, and cultural facilities, (ISIC 85-88);

(p) e-service delivery to citizens (ISIC 85);

(q) Poverty Alleviation projects (ISIC 84):

i. Pourashava and village water supply (ISIC 36);

ii. Remote Area Power Supply Systems (RAPSS), Rural gas supply (ISIC 35);

iii. Rural Internet projects (ISIC 61);

iv. River passenger terminals/landing stations (ISIC 52);

v. Rural health services and hospital (ISIC 86);

vi. Irrigation and other agricultural services (ISIC 36);

(r) other urban, municipal and rural projects that the Government views as priority areas for development so as to support economic development activities.

6 ELIGIBILITY OF PRIVATE SECTOR

Any for-profit or not-for-profit entity legally registered in Bangladesh or abroad at the time of submission of proposals in response to Request for Qualification or unsolicited proposals is eligible for participation in PPP projects. However, at the time of contract awarding, the foreign entity is required to be registered as a legal entity in Bangladesh.
Detailed and specific eligibility criteria will be specified in relevant Request for Qualification (RFQ) and Request for proposal (RFP) documents for any specific partnership.

7 CLASSIFICATION OF PROJECTS BY INVESTMENT SIZE

In view of the different sizes of PPP projects that will be carried out, and in order to ensure the quick approval and implementation of all projects, PPP projects shall be classified into three groups : Large, Medium and Small. The threshold investment values may be reviewed, as and when required, and modified by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).

7.1 ***Large Project***

A project, which is estimated to have a total investment above BDT 2.5 billion (as identified in the pre-feasibility report), excluding on going capital for expansion, shall be classified as a Large project.

7.2 ***Medium Project***

A project, which is estimated to have total investment between BDT 500 million and 2.5 billion (as identified in the pre-feasibility report), excluding on-going capital for expansion, shall be classified as a Medium project.

7.3 ***Small project***

A project, which is estimated to have total investment below BDT 500 million (as identified in the feasibility report), excluding on-going capital for expansion, shall be classified as a Small project.

8 TYPES OF FINANCIAL PARTICIPATION OF THE GOVERNMENT IN PPP PROJECTS

The financial participation of the government in the PPP projects may be in at least 3 forms, depending on the nature of the projects and models of PPP adopted for a particular type of project.

The detailed procedure and guidelines for all forms of financial participation by the government will be issued and specified by Finance Division with the approval of the CCEA.

Technical Assistance financing : The Technical Assistance Financing is designed for the following purposes :

- Pre-feasibility and feasibility study for projects;
- Preparation of RFQ and REP documents for projects;
- Preparation of concession contracts for projects;
- PPP related capacity building in the line Ministries/implementin agencies and other relevant agencies;
- PPP related awareness building such as road, exhibition etc.

Viability Gap Financing : Viability Gap Financing (VGF) is meant for projects where financial viability is not ensured but their economic and social viability is high. VGF could be in the form of capital grant or annuity payment or in both forms. VGF in the form of capital grant shall be disbursed only after the private sector company has subscribed and expended the equity contribution required for the project. The VGF is to be managed by the Finance Division and is for disbursement to the PPP Project company, upon request by the line Ministry/implementing agency, as per the terms of the concession contract.

Infrastructure Financing : The infrastructure financing is an arrangement for extending financing facilities for the PPP projects in the form of debt or equity through specialized financial institutions such as Bangladesh Infrastructure Finance fund (BIFF) and Infrastructure Development Company Limited (IDCOL). The government may participate in such financing arrangements through necessary budget provision.

9 LINKED COMPONENTS OF PPP PROJECTS

Depending on the nature of PPP projects, the line Ministry/implementing agency may consider financing and implementation of linked activities such as acquisition of land, rehabilitation and re-settlement, provision of utility services, construction of approach roads to the main highways and activities of similar nature in the following two forms:

a. the financing will be part of PPP project. The implementation may be done by the private investor or by the relevant line Ministry/ implementing agency, as appropriate.

b. the financing as well as implementation will be done by the government. Necessary budgetary provision will be kept in the ADP. Implementation will be expedited by the government.

10 INCENTIVES TO PRIVATE INVESTOR

The government is keen to provide various fiscal and non-fiscal incentives to the private investors for launching PPP projects in priority sectors. All incentives in PPP including fiscal and monetary incentives are to be considered and granted by the government, though the appropriate agencies of the government. The incentives may be in the areas of reduction of cost and protection of return to the private sector.

10.1 Fiscal Incentives

All PPP projects will receive the applicable incentives, provided by the government from time to time which may, inter alia, include :

- Reduced import tax on capital items under PPP projects; and
- Tax exemption or reduced tax on profit from operating/managing for a specific time period.

10.2 Special Incentives

Any specific project may get special unique incentives with the approval of the CCEA which shall be declared in the RFP documents. Special incentives may be extended to PPP projects tergeted for rural or/and underprivileged population. Special incentives may be given to non-resident Bangladeshis (NRBs) to invest in PPP projects.

11 INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PPP

For accelerating identification, formulation, appraisal, approval, monitoring and financing of PPP projects, a simplified and dedicated institutional framework is required. The institutional framework is designed to streamline the approval process, to ensure a smooth and linear process of approval.

11.1 Structure

The institutional framwork for developing strategy, identification, formulation, appraisal, approval, monitoring and evaluation of PPP projects is presented below:

i. Public-Private Partnership advisory council (PPPAC);
ii. Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA);
iii. Office for Public-Private Partnership;
iv. Line Ministry/implementing agency;
v. Finance Division; and
vi. Planning Commission.

11.2 Public-Private Partnership Advisory Council (PPPAC)

A PPP Advisory Council (PPPAC) is to be established that will advise on overall PPP policy and give broad guidance on PPP affairs. The composition PPPAC will be as follows:

1.	Prime Minister	Chairperson
2.	Finance Minister, Ministry of Finance	Vice-Chairperson
3.	Minister, Ministry of Planning	Member
4.	Minister, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	Member
5.	Minister, Ministry of Industries	Member
6.	Minister, Ministry of Commerce	Member
7.	Minister, Ministry of Communications	Member
8.	Minister, Ministry of Posts and Telecommunications	Member
9.	Minister, Ministry of Shipping	Member
10.	Minister, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs	Member
11.	Minister, Ministry of Housing and Public Works	Member
12.	Minister, Ministry of Health and Family Welfare	Member
13.	Minister, Ministry of Foreign Affairs	Member
14.	Minister, Ministry of Education	Member
15.	Advisor (Economic Affairs) to Prime Minister	Member
16.	Advisor (Power, Energy and Mineral Resources) to Prime Minister	Member
17.	Executive Chairman, Board of Investment	Member
18.	Minister, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources	Member
19.	Minister, Ministry of Science and ICT	Member
20.	Governor, Bangladesh Bank	Member
21.	President, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI)	Member
22.	President, Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI)	Member
23.	Principal Secretary, Prime Minister's Office	Member-Secretary

The Role of the PPPAC:

a. To provide guidance to Office for Public-Private Partnership, line Ministries, when neccessary, for accelerating PPP Projects;

b. To provide advice on any possible bottlenecks relating to inter-ministerial coordination for implementation of PPP projects; and

c. To review and ensure achievement of PPP targets at a national level.

The PPPAC will meet at least once every year. The Chairperson or Vice-Chairperson may convene and chair the meeting. Prime Minister may include or exclude any person in the PPPAC.

11.3 Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)

æCabinet Committee on Economic Affairs" or æCCEA" means the committee established by the Government under Clause 18 of the Rules of Business 1996.

The Role of CCEA related to PPP.

a. To approve guidelines and procedures related to formulation, appraisal and approval of PPP projects and their modifications;

b. To approve various model documents for general use and use for specific types of PPP projects and their modifications;

c. To approve the procedure and guidelines for financial participation of the government in PPP projects to be issued by the Finance Division;

d. To review and modify the classes and threshold investment values of PPP projects;

e. To review contingent liability and impact on macroeconomic fundamentals for Large PPP projects;

f. To recommend for enactment of PPP-related policy, laws, rules, regulations as and when required;

g. To approve special and pro-poor incentives to PPP projects proposed by the line Ministry/implementing agencies;

h. To provide 'In Principle' approval for Medium and Large PPP projects;

i. To approve selected bidder for Large PPP projects after Request for Proposal stage;

j. To approve termination of PPP contract as proposed by the line Ministry; and

k. To approve organizational structure and To R of Office for PPP.

11.4 Office for Public-Private Partnership

For the promotion and efficient handling of PPP projects, an Office for PPP sha be established, through resolution or by legal instrument, as a separate office under the Prime Minister's Office. The Office for PPP will be formed as a autonomous unit having significant autonomy on administrative and financial matters in discharging its mandated functions.

The Office for PPP is the central point of promoting the PPP concept. It supports line Ministries in identifying, formulating, selecting, contracting and monitoring implementation of PPP projects. The Office for PPP will also coordinate among various government and private agencies for fast tracking PPP projects.

The Office for PPP will consist of officials recruited from public sector and private sector, selected on a competitive basis, having knowledge and expertise on infrastructure/PPP projects. The Office for PPP shall be headed by a Chief Executive Officer (CEO). The CEO of the Office for PPP shall report directly to the Hon'ble Prime Minister.

The Role of the Office PPP:

a. To initiate, develop, formulate PPP projects;
b. To actively promote PPP to various potential investors;
c. To maintain a panel of experts for PPP projects;
d. To conduct pre-feasibility, feasibility studies and prepare relevant bidding documents, when necessary;
e. To secure annual technical assistance financing for conducting pre-feasibility, feasibility studies and preparation of relevant bidding documents;
f. To seek appraisal for VGF for PPP projects;
g. To propose for approval of various laws, rules, regulations, model documents, guidelines, procedures for general use and use for specific types of PPP projects;
h. To support line Ministries/implementing agencies in tendering and selection of investors;
i. To undertake awareness creation activities and build capacity in line Ministries and implementing agencies on PPP affairs;
j. To monitor PPP projects including the linked components;
k. To facilitate risk mitigation measures for private investment; and
l. To maintain am up-to-date internet portal with public access to laws, rules, regulations, model documents, and short description and scope of negotiated PPP projects, and secure access to private participants for tracking progress of processing of specific PPP projects.

11.5 The Line Ministry and Implementing Agency

The line Ministries and implementing agencies are primarily responsible for the identification, formulation, pre-qualification, tendering, contract award and overseeing the implementation of PPP projects on the basis of concession agreements. The line Ministry/implementing agency is empowered to recommend special incentives as deemed necessary for attracting investment.The capacity of line Ministries/implementing agencies will be strengthened and appropriate steps will be taken in this regard.

11.5.1 Qualification and Tender Evaluation committees (QTEC)

For decision making from the Ministry, a Qualification and Tender Evaluation Committee (QTEC) shall be formed for each PPP project.

The QTEC will be proposed by the Secretary of the relevant line Ministry and approved by the respective Minister.

11.6 Finance Division

The Finance Division is Primarily responsible for examining PPP proposals from financing perspective and managing various financial participation of the government is PPP projects. A PPP Unit will be established in the Finance Division for this purpose.

The Role Of Finance Division related to PPP:

a. To issue procedure and guidelines for financial participation of the government approved by the CCEA ;

b. To approve annual allocation for technical assistance for PPP projects and capacity building within the government ;

c. To arrange annual allocation for VGF for PPP projects ;

d. To appraise and approve funds for VGF for the selected projects as per concession agreement ; and

e. To channelize funds for infrastructure financing through specialized financial institutions.

11.7 Planning Commission

The Planning Commission is primarily responsible for inclusion of Linked Components of PPP projects into the ADP, where applicable.

The Role of the Planning Commission :

a. To expedite the Linked Components which are included in the ADP to ensure timely progress of the relevant PPP projects, and develop necessary procedures for expediting; and

b. To review ADP in order to avoid duplication of efforts/projects regarding any PPP implementation.

12 FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL OF THE PPP PROJECTS

12.1 Project Size

Large Projects : Final approval authority of Large PPP projects is CCEA. The detailed procedure of formulation, appraisal and approval of Large projects shall be proposed by the Office for PPP and approved by CCEA.

Medium Projects : Final approval authority of the Medium Projects is Finance Minister. The detailed procedure of formulation, appraisal and approval of Medium projects shall be proposed by the Office for PPP and approved by CCEA.

Small Projects : Final approval authority of the Small Projects is respective Minister of line Ministry. The detailed procedure of formulation, appraisal and approval of Small Projects shall be proposed by the Office for PPP and approved by the CCEA.

12.2 Unsolicited Proposals

For appraisal and approval of unsolicited proposals, competitive bidding such as `Bonus System', `Swiss Challenge System' or other appropriate methods shall be followed where the options and competitiveness of the unsolicited proposals could be put to open test by inviting competitive proposals.

In the Bonus System, the proponent of the unsolicited proposal is given bonus points in relation to the evaluation. Swiss Challenge System enables the government to attract counter proposals on and unsolicited proposal during a designated period. The original proponent then has the right to counter-match the most attractive counterproposal.

13 EXIT POLICY

The contract for a PPP project will include an Exit Clause which specifies the terms and conditions of exit of a current private investor, possible transfer of ownership to a new investor, or partial or complete divestiture of ownership to capital markets. Such terms and conditions will identify the minimum duration after the commercial operations date during which an exit is not allowed.

14 DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO PPP

The laws, rules, regulations, model documents, and short description and scope of negotiated PPP projects will be made publicly available through various channels including the internet. Each private investor participating in a PPP projects (through bidding on RFQ, RFP or through an unsolicited proposal) shall be able to track the status of processing through secure internet.

15 INVESTMENT TARGET THROUGH PPP IN FIVE YEAR PLAN

Infrastructure investment deficit will be identified in the Five-year Plan and year-wise target for financing under PPP for each relevant economic sector shall be determined. Though public investment in infrastructure will still be predominant, the share of private sector investment will gradually be increased.

16 RESCIND AND SAVINGS

After adoption of this new Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP) in Bangladesh, the Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (BPSIG), 2004 shall be rescinded. However, the action already taken under the BPSIG, 2004 shall be deemed to have been taken under this Policy.

GUIDELINES FOR FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL OF LARGE PROJECTS UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 2010

1 APPLICABILITY OF THE GUIDELINE

These guidelines are applicable to all PPP projects identified by the line Ministries, statutory authorities and other entities under their administrative control as well as Office for PPP.

The procedure specified here is applicable to the Large PPP projects. A projects, which is estimated to have a total investment above BDT 2.5 billion (as identified in the pre-feasibility report), excluding on-going capital for expansion, shall be classified as a Large project.

2 PROCEDURE OF PROJECT IDENTIFICATION, FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL

2.1 Project Identification

(a) Line Ministry/implementing agency identifies the projects to be taken up through PPPs.

(b) Office for PPP can also independently identify PPP projects. In this case, the Office for PPP needs endorsement of the proposal by the line Ministry/implementing agency.

(c) A private investor may submit an unsolicited proposal with pre-feasibility and/or detail feasibility studies to the line Ministry/ implementing agency/Office for PPP.

(d) The Office for PPP in consultation with the line Ministry/ implementing agency conducts pre-feasibility studies, if necessary.

2.1.1 Output of the Project Identification Phase

(a) List of project proposals including unsolicited proposals;

(b) Pre-feasibility reports for each of the projects.

2.2 'In Principle' Approval by CCEA

(a) Office for PPP submits the proposals with recommendations to CCEA.

(b) CCEA gives 'In Principle' approval to the proposals.

2.2.1 Output of the 'In Principle Approval' Phase

(a) List of 'In Principle' approved Project proposals.

2.3 Feasibility Study and Preparation of Documents

(a) Office for PPP appoints consultants from a pre-selected panel of consultants or through and independent bidding process.

(b) The consultants conduct detailed feasibility study (DFS).

(c) Finance Division appraises the requirements of VGF, if any, as identified in the DFS and proposed by Office for PPP in consultation with line Ministry/implementing agency.

(d) The consultants prepare RFQ and RFP (including draft concession agreements) documents and other related documents as required.

2.3.1 Output of the feasibility Study Phase

(a) Detailed feasibility studies (DFS) of the project.

(b) RFQ and RFP documents, draft concession agreements, other related documents, as required.

(c) Estimate of VGF requirements for proposed projects.

2.4 Request for Qualification (RFQ)

(a) Line Ministry/implementing agency calls for RFQ.

(b) The Qualification and Tender Evaluation committee (QTEC) established by the line Ministry/implementing agency shortlists investors based on screening criteria as provided in the RFQ documents.

(c) If the RFQ is based on an unsolicited proposal, the initiator of the said proposal will be treated as automatically pre-qualified.

2.4.1 Output of the Request for Qualification Phase

(a) Evaluation report containing shortlisted investors.

2.5 Request for Proposal (RFP)

(a) The line Ministry/implementing agency issues RFP, with appropriate modifications by the Office for PPP, if required, to the shortlisted private investors.

(b) The relevant Qualification and Tender Evaluation Committee (QTEC) evaluates the investors' proposals based on the technical responsiveness criteria and screens out the non-responsive proposals.

(c) The QTEC prepares the RFP evaluation report with a ranking of the technically responsive investors based on the financial evaluation criteria.

(d) Line Ministry/implementing agency issues letter to the selected bidder to initiate the negotiation process.

2.5.1 Output of the Request for Proposal Phase

(a) RFP documents.

(b) Evaluation report containing shortlist of technically responsive investors.

(c) Letter to the selected bidder to initiate negotiation.

2.6 Negotiation and Contract Award

(a) The line Ministry/implementing agency negotiates the contract with the selected bidder and sends it to the Legislative and Parliamentary Affairs Division for vetting.

(b) After vetting, the line Ministry/implementing agency seeks approval of the CCEA.

(c) After approval by CCEA, the line Ministry/implementing agency signs the contract with the selected bidder.

2.6.1 Output of the Negotiation and contract Award Phase:

(a) Vetting of contract by Legislative and Parliamentary Affairs Division.

(b) Final approval by CCEA.

(c) Contract signed for implementation.

2.7 Monitoring and evaluation

(a) The line Ministry/implementing agency monitors project implementation and fulfillment of contractual obligations based on key performance indicators (KPI) mentioned in the signed contract and reports periodically to the Officer for PPP.

(b) Office for PPP conducts independent monitoring of project implementation and fulfillment of contractual obligations of the private investors and reports periodically to the CCEA.

(c) Office for PPP independently also monitors the progress of all the linked components of PPP projects, if any.

(d) Principal Secretary, with assistance from Office for PPP and relevant Ministries/agencies, resolves complexities or delays in implementation of liked components of PPP projects.

2.7.1 Output of the Monitoring and Evaluation Phase

(a) Periodic Progress report of PPP projects prepared by Office for PPP;

(b) Monitoring and Evaluation report of each project prepared by respective line Ministry/implementing agency.

3. TIME REQUIREMENT FOR EACH PHASE

#	Phase	Indicative Time Frame
1	Project identification	On-going
2	In Principle' Approval by CCEA	2—4 weeks
3	Feasibility Study	8—20 weeks
4	Request for Qualification	4—8 weeks
5	Request for Proposals	8—12 weeks
6	Negotiation and contract Award	4—8 weeks

It is important to recognize that the abovementioned time schedule will generally be maintained but may be relaxed under special circumstances.

GUIDELINES FOR FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL OF MEDIUM PROJECTS UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP), 2010

1. APPLICABILITY OF THE GUIDELINE

These guidelines are applicable to all PPP projects identified by the line Ministries, statutory authorities and other entities under their administrative control as well as Office for PPP.

The procedure specified here is applicable to the Medium PPP projects. A project, which is estimated to have total investment between BDT 500 million and 2.5 billion (as identified in the pre-feasibility report), excluding on-going capital for expansion, shall be classified as a Medium project.

2. PROCEDURE OF PROJECT IDENTIFICATION, FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL

2.1 Project Identification

(a) Line Ministry/implementing agency identifies the projects to be taken up through PPPs.

(b) Office for PPP can also independently identify PPP projects. In this case, the Office for PPP needs endorsement of the proposal by the line Ministry/implementing agency.

(c) A private investor may submit an unsolicited proposal with pre-feasibility and/or detail feasibility studies to the line Ministry/ implementing agency/Office for PPP.

(d) The Office for PPP in consultation with the line Ministry/ implementing agency conducts pre-feasibility studies, if necessary.

2.1.1 Output of the Project Identification Phase

(a) List of project proposals including unsolicited proposals;

(b) Pre-feasibility reports for each of the projects.

2.2. 'In Principle' approval by CCEA

(a) Office for PPP submits the proposals with recommendations to CCEA.

(b) CCEA gives 'In Principle' approval to the proposals.

2.2.1 Output of the 'In Principle Approval' Phase

(a) List of 'In Principle' approved project proposals.

2.3 Feasibility Study and Preparation of Documents

(a) Office for PPP appoints consultants from a pre-selected panel of consultants or through an independent bidding process.

(b) The consultants conduct detailed feasibility study (DFS).

(C) Finance division appraises the requirement of VGF, if any, as identified in the DFS and proposed by Office for PPP in consultation with line Ministry/implementing agency.

(d) The consultants prepare REQ and REP (including draft concession agreements) documents and other related documents as required.

2.3.1 Output of the Feasibility Study Phase

(a) detailed feasibility studies (DFS) of the projects;

(b) REQ and RFP documents, draft concession agreements, other related documents, as required;

(c) Estimate of VGF requirements for proposed projects.

2.4 Request for Qualification (RFQ)

(a) Line Ministry/implementing agency calls for RFQ.

(b) The Qualification and Tender Evaluation Committee (QTEC) established by the line Ministry/implementing agency shortlists investors based on screening criteria as provided in the RFQ documents.

(c) If the RFQ is based on an unsolicited proposal, the initiator of the said proposal will be treated as automatically pre-qualified.

2.4.1 Output of the Request for Qualification Phase

(a) Evaluation report containing short listed investors

2.5 Request for Proposal (RFP)

(a) The line Ministry/implementing agency issues RFP, with appropriation modifications by the Office for PPP, if required, to the short listed private investors.

(b) The relevant Qualification and Tender Evaluation Committee (QTEC) evaluates the investors 'proposals based on the technical responsiveness criteria and screens out the non-responsive proposals. The private investor, whose proposal went for RFP, qualifies automatically for technical responsiveness.

(c) The QTEC prepares the RFP evaluation report with a ranking of the technically responsive investors based on the financial evaluation criteria.

(d) Line Ministry/implementing agency issues letter to the selected bidder to initiate the negotiation process.

2.5.1 Output of the Request for Proposal Phase

(a) RFP documents

(b) Evaluation report containing shortlist of technically responsive investors

(c) Letter to the selected bidder to initiate negotiation

2.6 Negotiation and Contract Award

(a) The line Ministry/implementing agency negotiates the contract with the selected bidder and sends it to the Legislative and Parliamentary Affairs Division for vetting.

(b) After vetting, the line Ministry/implementing agency seeks approval of the Finance Minister.

(c) After approval by the Finance Minister, the line Ministry/ implementing agency signs the contract with the selected bidder.

2.6.1 Output Of the Negotiation and Contract Award Phase

(a) Vetting of contract by Legislative and Parliamentary Affairs Division.

(b) Final approval by the Finance Minister.

(c) Contract signed for implementation.

2.7 Monitoring and Evaluation

(a) The line Ministry/implementing agency monitors project implementation and fulfillment of contractual obligations based on key performance indicators (KPI) mentioned in the signed contract and reports periodically to the Office for PPP.

(b) Office for PPP conducts independent monitoring of project implementation and fulfillment of contractual obligations of the private investors and reports periodically to the CCEA.

(c) Office for PPP independently also monitors the progress of all the linked components of PPP projects, if any.

(d) Principal Secretary, with assistance from Office for PPP and relevant Ministries/agencies, resolves complexities or delays in implementation of linked components of PPP projects.

2.7.1 Output of the Monitoring and Evaluation Phase

(a) Periodic Progress report of PPP projects prepared by Office for PPP.

(b) Monitoring and Evaluation report of each project prepared by respective line Ministry/implementing agency.

3 TIME REQUIREMENT FOR EACH PHASE

#	Phase	Indicative Time Frame
1	Project identification	On-going
2	'In Principle' Approval of CCEA	2—4 weeks
3	Feasibility Study	6—12 weeks
4	Request for Qualification	4—8 weeks
5	Request for Proposals	6—10 weeks
6	Negotiation and Contract Award	4—8 weeks

It is important to recognize that the abovementioned time Schedule will generally be maintained but may be relaxed under special circumstances.

GUIDELINES FOR FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL OF SMALL PROJECTS UNDER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP), 2010

1 APPLICABILITY OF THE GUIDELINE

These guidelines are applicable to all PPP projects identified by the lime Ministries, statutory authorities and other entities under their administrative control as well as Office for PPP.

The Procedure specified here is applicable to the Small PPP projects. A project, which is estimated to have a total investment below BDT 500 million (as identified in the feasibility report), excluding on-going capital for expansion, shall be classified as a small project.

2. PROCEDURE OF PROJECT IDENTIFICATION, FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL

2.1 Project Identification

(a) Line Ministry/implementing agency identifies the projects to be taken up through PPPs.

(b) Office for PPP can also independently identify PPP projects, In this case, the Office for PPP needs endorsement of the proposal by the line Ministry/implementing agency,

(c) A private investor may submit an unsolicited proposal with pre-feasibility study and/or detail feasibility report to the line Ministry/ implementing agency/Office for PPP.

2.1.1 Out of the Project Identification Phase

(a) List of Project proposals including unsolicited proposals;

2.2 'In Principle' Approval by Line Minister

(a) The Line Minister gives `In principle' approval to the proposals, submitted by the line Ministry, statutory authorities and other entities under its administrative control.

(b) The line Minister also gives `In Principle' approval to the proposals, submitted by the private investors and Office for PPP.

2.2.1 Output of the `In Principle Approval' Phase

(a) List of In Principle' Approved Project proposals.

2.3 Feasibility study and Preparation of Documents

(a) Office for PPP appoints consultants from a pre-selected panel of consultants or through an independent bidding process.

(b) The Consultants conduct detailed feasibility study (DFS).

(c) Finance Division appraises the requirements of VGF, if any, as identified in the DFS and Proposed by Office for PPP in consultation with line Ministry/implementing agency.

(d) The Consultants prepare RFQ and RFP (including draft concession agreements) documents and other related document as required.

2.3.1 Output of the Feasibility Study Phase

(a) Detailed feasibility studies (DFS) of the project;

(b) RFP documents, draft concession agreements, other related documents as required;

(c) Estimate of VGF requirements for proposed projects.

2.4 Request for proposal

(a) The line Ministry/implementing agency issues RFP, with appropriate modifications by the Office for PPP, if required, to the short listed private investors.

(b) The relevant Qualification and Tender Evaluation Committee (QTEC) evaluates the investors' proposals based on the technical responsiveness criteria and screens out the non-responsive proposal. The private investor, whose proposal went for RFP, qualifies automatically for technical responsiveness.

(c) The QTEC prepares the RFP evaluation report with a ranking of the technically responsive investor based on the financial evaluation criteria.

(d) Line Ministry/implementing agency issues letter to the selected bidder to initiate the negotiation process.

2.4.1 Output of the Request for Proposal Phase

(a) RFP documents submitted by the private investors;

(b) Evaluation report containing shortlist of technically responsive investors;

(c) Letter to the selected bidder to initiate negotiation.

2.5 Negotiation and Contract Award

(a) The line Ministry/implementing agency negotiates the contract with the selected bidder and sends it to the Legislative and Parliamentary Affairs Division for vetting.

(b) After vetting, the line Ministry/implementing agency seeks approval of the Line Minister.

(c) After approval by the Line Minister, the line Ministry/implementing agency signs the contract with the selected bidder.

2.5.1 Output of the Negotiation and Contract Phase:

(a) Vetting of contract by Legislative and Parliamentary Affairs Division.

(b) Final approval by the Line Minister.

(c) Contract singed for implementation.

2.6 Monitoring and Evaluation

(a) The Line Ministry/implementing agency monitors project implementation and fulfillment of contractual obligations based on key performance indicators (KPI) mentioned in the signed contract and reports periodically to the Office for PPP.

(b) Office of PPP conducts independent monitoring of project implementation and fulfillment of contractual obligations of the private investors and reports periodically to the CCEA.

(c) Office for PPP independently also monitors the progress of all the linked components of PPP projects, if any.

(d) Principal Secretary, with assistance from Office for PPP and relevant Ministries/agencies, resolves complexities or delays in implementation of linked components of PPP projects.

2.6.1 Output of the Monitoring and Evaluation Phase

(a) Periodic Progress report of PPP projects prepared by Office for PPP;

(b) Monitoring and Evaluation report of each project prepared by respective line Ministry/implementing agency.

3. TIME REQUIREMENT FOR EACH PHASE

#	Phase	Indicative Time Frame
1	Project identification	On-going
2	'In Principle' Approval by Concerned minister	2—4 weeks
3	Feasibility Study	4—8 weeks
4	Request for Proposals	4—8 weeks
5	Negotiation and Contract Award	4—8 weeks

It is important to recognize that the abovementioned time Schedule will generally be maintained but may be relaxed under special circumstances.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং **মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/অর্থ-০৯/২০০৪-৬৬** তারিখ ঃ ২ মার্চ ২০০৫ / ১৮ ফাল্গুন ১৪১১

বিষয় ঃ **The Public Procurement Regulations, 2003 (PPR-2003)–এর বিধান অনুসারে গণখাতে সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয়ের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্বে ব্যত্যয়ের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করা প্রসংগে।**

আদিষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে গণখাতে সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয়ের আবশ্যক হতে পারে। পিপিআর-২০০৩ (সংশোধিত) অনুসারে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এরূপ ব্যত্যয়/ব্যতিক্রম অনুমোদনের বিষয় বিবেচনা ও সুপারিশ করতে পারে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে এ বিষয়টি বিবেচিত হয় না। অসাবধানতাবশতঃ কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রমের বিষয়টি সরাসরি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করে।

২। পিপিআর-২০০৩ এর বিধান অনুসারে এ ধরণের ব্যত্যয় সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব, বিবেচ্য মুল্য নির্বিশেষে, নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য প্রথমে অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ব্যত্যয়ের প্রস্তাব নীতিগত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ/অনুমোদন করার পরই কেবল সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ব্যত্যয়সহ ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ক্রয় প্রস্তাবকে ব্যতিক্রমী প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা বা প্রক্রিয়াধীন করা যাবেনা।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১

নং **অম/অবি (বাস্ত-১)/ভাতা-১৬/৯৫/১৪৬** তারিখঃ ১২ আগস্ট ১৯৯৫ ইং / ২৮ শ্রাবণ ১৪০২

"অফিস আদেশ"

বিষয় ঃ **সরকারি/আধা-সরকারি/রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বকেয়া উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাস প্রদান প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে, প্রচলিত নীতিমালা মোতাবেক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্য অংকের বোনাসের অতিরিক্ত কোন বোনাস সাধারণত প্রদান করা হয় না। অর্থ বিভাগের স্মারক নং-এম, এফ (আইডি)-২৯-৭৫-৬৬ তারিখ ০৪-০২-১৯৭৭ এ বিধান রাখা হইয়াছে যে, বোনাসের কোন বকেয়া প্রদান করা যাইবে না। কিন্তু স্মারক নং-এম-এফ/এফডি (ইম্পি)-৪-এফ-বি/১২/৮৪/৬৬ তারিখ ২০-০৫-৮৬ ইং এ বিধান রাখা হইয়াছে যে পে-স্কেল জনিতকারণে বেতন নির্ধারণে বিলম্ব হইলে এই ক্ষেত্রে বকেয়া প্রদান করা যাইবে। তাহা ছাড়া, স্মারক নং-এম, এফ/এফডি (ইম্পি)-৪-এফ-বি-১২-৮৪/১১৫, তারিখ ৩০-০৯-১৯৮৫ এ বিধান রাখা হইয়াছে যে, সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়কে পরবর্তী সময়ে কর্তব্য কাজেরত হিসেবে গণ্য করিয়া বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ও ভাতা প্রদান করা হইলে সেই ক্ষেত্রে উৎসব ভাতার বকেয়া প্রদান করা যাইবে। কিন্তু উপরোক্ত বিধান সত্ত্বে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে বিশেষ অসুবিধা বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে যথা, কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি/পদোন্নতি বা অন্য কোন কারণে আদেশ জারি করিতে বিলম্ব হয় বিধায় সঠিক সময়ে উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাস উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেকেই প্রাপ্য বকেয়া বোনাস/বোনাসের অংশ হইতে বঞ্চিত হন।

২। সরকার বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাস প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহা কিছুতেই ন্যায় নীতির (ইকুইটি) নিরীখে বাতিল হওয়া উচিত হইবে না। অতএব, এই উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাপেক্ষে উহার সম্পূর্ণ বা আংশিক বকেয়া যে কোন সময়ে উত্তোলন/প্রদান করা যাইবে।

৩। এই অফিস আদেশ অর্থ বিভাগের, বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগের এতদসংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশের সংশোধনী হিসেবে জারী করা হইল। অন্য কোন আদেশের সাথে অসংগতি থাকিলেও ইহা বলবৎ হইবে।

মোঃ ফারুক শিকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা

নং সম/বিধি-১/এম-৩/৯২-২৮(২৫০), তারিখ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি ৯৩ ইং / ০১ ফাল্গুন ৯৯ বাং

বিষয় ঃ **স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর সমমানের সার্টিফিকেট/ডিগ্রী সংক্রান্ত।**

সরকার স্বীকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী দেওয়া হয়, সাধারণতঃ নিয়োগবিধিতে উহারই উল্লেখ থাকে। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর ন্যায় অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী যাহা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর ইত্যাদির সমমানের (equivalent) বলিয়া সরকার কর্তৃক স্বীকৃত তাহা নিয়োগবিধিতে উল্লেখ না থাকিলেও আপনা-আপনি প্রযোজ্য হইবে কিনা।

২। সরকার বিষয়টি পরীক্ষান্তে এইমর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সাটিফিকেট/ডিগ্রীর ন্যায় অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রীর যাহা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ইত্যাদির সমমানের বলিয়া সরকার কর্তৃক স্বীকৃত তাহা নিয়োগবিধিতে উল্লেখ না থাকিলেও আপনা-আপনি প্রযোজ্য।

৩। ভবিষ্যতে যাহাত আলোচ্য বিষয়টি কোন সমস্যার সৃষ্টি না করে তজ্জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের সময় নিয়োগবিধির যোগ্যতার কলামে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর পাশাপাশি সমমানের সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়।

৪। উপরোক্তমর্মে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ এবং আলোচ্য পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে অনুরোধ জানানো হইল।

আতহার ইসলাম খান

যুগ্ম-সচিব (বিধি)।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং / ৫ অগ্রহায়ণ ১৪০১ বাং

নং **সম(বিধি-২)পদোন্নতি-২৭/৯৪-১৬৪**—সরকার এতদ্বারা উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমানের পদসমূহে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদেরকে ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

২। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাহাদের অধীনস্থ অফিসসমূহে উপ-সহাকারী প্রকৌশলী ও সমমানের পদে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা উন্নীত করণের আদেশ জারী করিতে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করিত অনুরোধ করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আবুল কাশেম
উপ-সচিব (বিধি-১)।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।
(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৭০.০২২.০১.০০.০১২.২০১১-৩৯**

তারিখ ঃ ২৪ জানুয়ারি ২০১১ ইং / ১১ মাঘ ১৪১৭ বাং

বিষয় ঃ **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভায় প্রস্তাব প্রেরণ।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০১-১০-১৯৮৭ তারিখের এমই/আর-১/আর-২৫/৮৭-১২১(৪৫) নং অফিস স্মারকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধিমালা এবং বিদ্যমান নিয়োগবিধিমালার উপর খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যুগ্ম-সচিব(বিধি), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিধি অধিশাখায় প্রেরণের জন্য জন্য পরমর্শ প্রদান করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

২। বর্ণিততাস্থায়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিপ্তর এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের খসড়া নিয়োবিধিমালা এবং বিদ্যমান নিয়োগবিধিমালার সংশোধনী প্রস্তাব সরাসরি যুগ্ম-সচিব (বিধি) ও আহ্বায়ক, নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটি বরাবর প্রেরণের জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
শাখা (বিধি-১)

নং স**ম/আর-১/আর-২৫/৮৭-১২১(৪৫)** তারিখ ঃ ০১-১০-১৯৮৭ / ১৪-৬-১৩৯৪

অফিস স্মারক

রাষ্ট্রপতি সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ২৩-৯-৮৭ ইং তারিখের ৪(২৯)/৮৪-কমিটি-২/২০৫ নম্বর অফিস স্মারকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাহাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগ বিধিমালা এবং পুরাতন নিয়োগমালার উপর খসড়া সংশোধনী প্রজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তিসমূহ প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উপ-কমটি গঠন করা হইল ঃ

(১)	যুগ্ম-সচিব, (বিধি, শৃঙ্খলা, তদন্ত ও বাস্তবায়ন এবং আইন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	আহ্বায়ক
(২)	উপ-সচিব (বিধি), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব (কমিটি-২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।	সদস্য
(৪)	উপ-সচিব (ড্রাফটিং), আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৫)	উপ-সচিব (প্রবিধি), অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ।	সদস্য
(৬)	উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংশ্লিষ্ট তথ্য সচিব।	সদস্য

২। উপরোক্ত সাব-কমিটি বৈঠকে খসড়া নিয়োগবিধিমালা/পুরাতন নিয়োগবিধিমালায় সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া সমূহ বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সাব-কমিটির মন্তব্যসহ তাহা প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি বৈঠকে বিবেচনার্থে যোগ করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিধি অধিশাখা হইতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব (কমিটি-২) এর নিকট প্রেরিত হইবে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি পূর্বের ন্যায় বিবেচনাধীন খসড়া নিয়োগ বিধিমালা/সংশোধন প্রস্তাবের খসড়া প্রজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তিসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে। উপরোক্ত সচিব কমিটির সুপারিশ গ্রহণের পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট খসড়া নিয়োগ বিধিমালা/সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের সরাসরি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করা হইবে। অতঃপর কমিশন পূর্বের ন্যায় তাহাদের সুপারিশ/সম্মতিসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অবহিত রাখিয়া খসড়া নিয়োগ বিধিমালায় কপি চুড়ান্ত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করিবে।

৩। এই প্রেক্ষিতে সকল নিয়োগ বিধিমালায় খসড়া কিংবা পুরাতন নিয়োগবিধি মালার উপর সকল প্রকার সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া প্রজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি এখন হইতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিধি অধিশাখায় প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে। ইহার জন্য প্রথমে নূন্যতম পক্ষে খসড়া নিয়োগ বিধিমালা/সংশোধনী প্রজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি এর ১০(দশ) কপি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

এ জেড এম সামছুল আলম
অতিরিক্ত সচিব,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ

১। ----------(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।
২। সচিব, বাংলাদেশ কর্ম কমিশন, ঢাকা।
৩। জনাব ----------।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

শাখা (বিধি-১)

নং **সম/আর-১/এম-১/৮৮-৮৬(২০০)** তারিখ ঃ ৪-৩-১৯৯০ ইং / ২০-১১-১৩৯৬ বাং

বিষয় ঃ **সকল শূণ্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে প্রেরণ প্রসংগে।**

বর্তমানে শূণ্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্তৃক বিজ্ঞাপণ প্রচারণার মাধ্যমে বহুল প্রচারের রীতি প্রচলিত আছে। এক্ষণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রচলিত রীতি অব্যাহত থাকিবে। তবে পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্তৃক বিজ্ঞাপণ প্রচারণার পাশাপাশি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জনশক্তি মন্ত্রণালয়াধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসেও প্রেরণ করিতে হইবে।

২। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাহাদের অধীস্থ সকল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে অনুরোধ করা হইল।

আতহার ইসলাম খান
উপ-সচিব (বিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

শাখা (বিধি-১)

নং **ইডি/আর-১/এস-৪৫/৮৩-৪২৫(১০০),** তারিখ, ২৮ শে নভেম্বর, ১৯৮৪।

বিষয় ঃ **সামরিক বাহিনী হইতে অবসর বা অব্যহতি প্রাপ্ত নন-কমিশন কর্মচারীদের বেসামরিক পদে নিয়োগের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ।**

সূত্র ঃ সংস্থাপন বিভাগের ১৪-৯-১৯৭৮ তারিখের স্মারক নং এষ্টাব/আর-১এস-১৫৩/৭৩-১২৭ (২০০)

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদেশক্রমে জানাইতেছে যে, সরকার উল্লেখিত স্মারকের ১ম অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

(ক) সামরিক বাহিনী হইতে অবসর বা অব্যহতি প্রাপ্ত একজন নন-কমিশন কর্মচারী বেসামরিক পদে নিয়োগের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যতদিন সামরিক বাহিনীতে কাজ করিয়াছেন সর্বোচ্চ ততদিনের অন্য বয়সসীমা শিথিল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু অবসর গ্রহণযোগ্য বয়সে (age of superannuation) উপনীত হইলে আর বেসামরিক পদে বহাল থাকিবেন না বা নিয়োগের জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(খ) এই সিদ্ধান্ত সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের উপর প্রযোজ্য হইবে।

(গ) উপরোল্লিখিত কর্মচারীগণের পূন;নিয়োগের ব্যাপারে বয়সসীমা শুধু শিথিল করা হইবে, কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক স্বাভাবিক বিধি চালু থাকিবে।

২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্ত সকল নিয়োগ কর্তাকে অবিলম্বে অবহিত করিতে এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। এই স্মারকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেও অনুরোধ করা হইল।

মোঃ সামশুজ্জোহা
উপ-সচিব (বিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা।

(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-১৩৮** তারিখ ঃ ১৭ চৈত্র ১৪১৭ / ৩১ মার্চ ২০১১

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ(অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ) এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের আওতা বহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান বিষয়ক কমিটি।**

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ(অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ) এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের আওতা বহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগের বিষয় বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হইল ঃ

১। ১ম শ্রেণীর পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের আওতা বহিভূর্ত ১ম শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান বিষয়ক কমিটি ঃ

(ক) **কমিটি গঠন ঃ**

১।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/অতিরিক্ত সচিব	সভাপতি
২।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর প্রধান	সদস্য
৫।	বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৭।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিদির শর্ত পূরণসাপেক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদাধীন অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/দপ্তরের ১ম শ্রেণীর পদে এডহক ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান।

(২) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণসাপেক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের আওতা বহির্ভূত ১ম শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান।

২। ২য় শ্রেণীর পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতা বহির্ভূত ২য় শ্রেণীর পদে নিয়োগ প্রদান বিষয়ক কমিটি।

(ক) **কমিটির গঠন ঃ**

১।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব	সভাপতি
২।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	অর্থ বিভাগের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের উপ-পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৭।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব/সম পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণসাপেক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদাধীন অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/দপ্তরের ২য় শ্রেণীর পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান।

(২) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণসাপেক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাবহির্ভূত ২য় শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান।

৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অনুসরণ এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার অনুরোধ করা হইল।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা।

(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-৪৫** তারিখ ঃ ১৪ মাঘ ১৪১৭ / ২৭ জানুয়ারি ২০১১

পরিপত্র

বিষয় ঃ **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ(অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ) এর ৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের এবং দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি।**

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০৬-১১-১৯৯১ খ্রিঃ তারিখের সম/আর-১/এম-১৯/৯১-৩১২(২৫০) নং স্মারকটি বতিলপূর্বক নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হইলঃ

(১) ৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটিঃ

(ক) **কমিটি গঠন ঃ**

১।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/অতিরিক্ত সচিব	সভাপতি
২।	সংস্থাপন মন্ত্রণালযের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	অর্থ মন্ত্রণালযের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর প্রধান	সদস্য
৫।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(অ) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত ৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদানের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান।

(আ) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত বিধায় ২য় হইতে ১ম বা ৩য় হইতে ১ম শ্রেণীর পদে বা গ্রেডে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ বা সরাসরি নিয়োগের বিষয় সরকারি কর্ম কমিশনের আওতামুক্ত। এই জাতীয় নিয়োগ (পদোন্নতির মাধ্যমে বা সরাসরি) কমিটির আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

(২) দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/ উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি ঃ

(ক) কমিটির গঠন ঃ

১।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব	সভাপতি
২।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(অ) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণসাপেক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদাধীন অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/দপ্তরের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গ্রেডের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদানের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান।

(আ) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ কমিশনের আওতাভুক্ত বিধায় ৩য় হইতে ২য় শ্রেণীর পদে বা গ্রেডে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ বা সরাসরি নিয়োগের বিষয় করকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত। এই জাতীয় নিয়োগ (পদোন্নতির মাধ্যমে বা সরাসরি) আলোচ্য কমিটির আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

(ই) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ এর ৮নং বিধি মোতাবেক একই শ্রেণীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকমিশনের পরামর্শ নিস্প্রয়োজন বিধায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এক পদ হইতে অপর পদে পদোন্নতির বিষয় আলোচ্য কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

২। অনুচ্ছেদ ১(১) ও ১(২) মতে গঠিত কমিটিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র অফিস আদেশের অনুলিপি অত্র মন্ত্রণালয়ের অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার অনুরোধ করা হইল।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের পত্র প্রতিস্থাপিত হবে]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

[www.moestab.gov.bd]

০৫.১১০.৩৬.০৪.০০.১৭.২০০৭-৩০৭ তারিখ ঃ ০২ ফাল্গুন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

অফিস আদেশ

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৩-২০০৪ তারিখে সম (প্রঃ-১)-১০২/৯৯-২৪৯ সংখ্যক অফিস আদেশ বাতিলক্রমে বিধি অনুবিভাগের ২৭-০১-২০১১ তারিখের০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-৪৫ নম্বর পরিপত্রের আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রালয়/বিভাগ (অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসহ)-এর দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভূক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদানে নিমিত্ত গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি/নির্বাচন কমিটেতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিম্নলিখিত উপ-সচিবগণকে তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত মন্ত্রাণালয়/বিভাগে এতদ্বারা মনোনয়ন প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	মনোনীত কর্মকর্তা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(১)	উপ-সচিব (প্রশাসন-১) ফোন ঃ ৭১৬৪৬৯২	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; (২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(২)	উপ-সচিব (বাজেট ব্যবস্থাপনা) ফোন ঃ ৭১৬৯৬৬৩	(১) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (২) তথ্য মন্ত্রণালয়।
(৩)	উপ-সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ) ফোন ঃ ৭১৬০৬১৮	(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৪)	উপ-সচিব (মুদ্রণ ও পরিবহণ) ফোন ঃ ৭১৬২১৪২	(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; (২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(৫)	উপ-সচিব (উনি) ফোন ঃ ৭১৬৮৩৫২	(১) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (ক) খাদ্য বিভাগ; (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ; (২) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
(৬)	উপ-সচিব (মাঠ প্রশাসন) ফোন ঃ৭১৬৯৭৩১	(১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়:
(৭)	উপ-সচিব (নব নিয়োগ ও বৈদেশিক নিয়োগ) ফোন ঃ ৭১৬৮৩৪২	(১) অর্থ মন্ত্রণালয়ঃ (ক) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; (খ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; (২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(৮)	উপ-সচিব (শৃঙ্খলা-১) ফোন ঃ৭১৬০০৭৮	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যণালয়; (২) বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক নং	মনোনীত কর্মকর্তা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(৯)	উপ-সচিব (শৃঙ্খলা-২) ফোন ঃ ৭১৬৫৫০৬	(১) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়; (২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
(১০)	উপ-সচিব (তদন্ত-১) ফোন ঃ ৭১৭৬২৬৫	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ঃ (ক) জন বিভাগ; (খ) আপন বিভাগ;
(১১)	উপ-সচিব (তদন্ত-২) ফোন ঃ ৭১৬৩৫৪২	(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; (২) বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়।
(১২)	উপ-সচিব (আইন কোষ) ফোন ঃ ৭১৬৪৯২৯	(১) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; (২) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(১৩)	উপ-সচিব (আইন কর্মকর্তা/উপ-সচিব) ফোন ঃ ৭১৬৩৫৪২	(১) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়; (২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
(১৪)	উপ-সচিব (বিধি-১) ফোন ঃ ৭১৬৫৪৭২	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ক) আইন ও বিচার বিভাগ; (খ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (গ) জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
(১৫)	উপ-সচিব (বিধি-২) ফোন ঃ ৭১৬৩১৭৪	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ঃ (ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ; (খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
(১৬)	উপ-সচিব (বাবাকো) ফোন ঃ ৭১৬৬১৩৯	অর্থ মন্ত্রণালয় ঃ (ক) অর্থ বিভাগ; (খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
(১৭)	উপ-সচিব (সওব্য-১) ফোন ঃ ৭১৬৩১৭৪	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঃ (ক) পরিকল্পনা বিভাগ; (খ) পরিসংখ্যান বিভাগ; (গ) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(১৮)	উপ-সচিব (সওব্য-২) ফোন ঃ ৭১৬২৬০৯	(১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; (২) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
(১৯)	উপ-সচিব (সওব্য-৩) ফোন ঃ ৭১৬২৬০৯	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঃ (ক) সড়ক ও রেলপথ বিভাগ; (খ) সেতু বিভাগ।
(২০)	উপ-সচিব (উদ্বৃত্ত) ফোন ঃ ৭১৬৪২০১	(১) ভূমি মন্ত্রণালয়; (২) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(২১)	উপ-সচিব (সিপি) ফোন ঃ ৯৫৭০৬৬৪	(১) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (২) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(২২)	উপ-সচিব (বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ) ফোন ঃ ৭১৬৪৬৯৬	(১) শিল্প মন্ত্রণালয়; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক নং	মনোনীত কর্মকর্তা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(২৩)	সিনিয়র সিস্টেমস্ এনালিস্ট/উপ-সচিব ফোন ঃ ৭১৬২৫১২	(১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (২) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
(২৪)	উপ-সচিব (সিআর) ফোন ঃ ৭১৬৫৯৭১	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ (১) বিদ্যুৎ বিভাগ; (২) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
(২৫)	উপ-সচিব (উন্নয়ন) ফোন ঃ ৭১৬৯২৩২	(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; (২) কৃষি মন্ত্রণালয়।

(১) বিধি অনুবিভাগের ২৭-০১-২০১১ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-৪৫ নম্বর পরিপত্রে উল্লেখিত কার্যপরিধি অপরিবর্তিত থাকবে।

(২) মনোনীত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধিনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তরের নিয়োগ, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাসহ অন্যান্য সভায়ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(৩) স্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কোন কমিটিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণের বাধ্যবাধকতা নেই।

(৪) প্রকল্পের নিয়োগ/পদোন্নতি কমিটিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণের বাধ্যবাধকতা নেই।

(৫) বিধিগত মতামত, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন/প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে মতামত/সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় বিধায় এ ধরনের কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

(৬) কোন বিশেষ দিনে বা অনিবার্য কারণবশতঃ বিভাগীয় পদোন্নতি/নির্বাচন কমিটির নির্ধারিত সভায় যদি কোন মনোনীত কর্মকর্তা উপস্থিত হতে অপারগ হন তবে ছুটিকালীন বিকল্প কর্মকর্তা সভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিব অন্য কোন কর্মকর্তাকে সভায় প্রতিনিধিত্ব করার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(৭) বিভাগীয় পদোন্নতি/নির্বাচন কমিটির সভার নোটিশ অন্তত ৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পূর্বে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য মনোনীত অফিসার এর নিকট সভার নোটিশ সরাসরি পৌঁছাতে হবে।

(৮) সভা সংক্রান্ত নোটিশ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ, প্রশাসন অধিশাখা বা প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার প্রয়োজন নেই।

আলী আহমেদ
উপ-সচিব(প্রশাসন-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

নং সম(প্রঃ-১)৫৭/২০০৭-১৫২২ তারিখ ঃ ১৮ কার্তিক ১৪১৫ / ০২ নভেম্বর ২০০৮

পরিপত্র

বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৬ এর তফসিল ১ এর ক্রমিক ৪ এ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ক্রমিক ৫ এ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা উভয় পদের ফিডার পদ হিসাবে সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটর পদ অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। নিয়োগ বিধিমালায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এ দুইটি পদের যেকোন একটিতে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার ক্ষেত্রে সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটরদের পদোন্নতির বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

(ক) যেক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার যেকোন একটি ক্যাটাগরির পদ শূন্য হয় সেক্ষেত্রে সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটরদের অনুমোদিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রদান করতে হবে।

(খ) যেক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার উভয় ক্যাটাগরির পদ শূন্য হয় এবং সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/কম্পিউটার অপারেটরদের একই সময়ে পদোন্নতি দেয়ার প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ উভয় পদের জন্য উপযুক্ত ফিডার পদধারীদের পৃথক তালিকা প্রণয়ন করবে। তবে এরূপ তালিকা প্রণয়নের সময় ফিডার পদধারীদের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা ও উপযুক্ততাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এভাবে প্রণীত তালিকা অনুযায়ী পদোন্নতির প্রস্তাব প্রদান করতে হবে।

মাইন উদ্দিন খন্দকার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সচিবালয় শাখা
(www.moestab.gov.bd)

নং ০৫.১২২.০২২.০৬.০০.০০৮.২০০৯-৩৭৭ তারিখ ঃ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৭ / ৩০ নভেম্বর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৬ এর ৫(৩) বিধি অনুসারে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে ক্যাডার বহির্ভূত সহকারী সচিবদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ সিলেবাস প্রণয়ন করিলেন ঃ—

১ম পত্র

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ এবং সম্প্রতিক বিশ্ব।**

১ম অংশ ঃ বাংলাদেশ বিষয়াবলী

১। বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমস্যাসমূহ ঃ-
(ক) বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা,
(খ) সংস্কৃতি,
(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ,
(ঘ) কৃষি,
(ঙ) শিল্প বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প,
(চ) রপ্তানীযোগ্য পণ্য,
(ছ) পর্যটন শিল্প,
(জ) উপজাতিসমূহ,
(ঝ) নগরায়ন সমস্যা,
(ঞ) জনসংখ্যা সমস্যা,
(ট) নিরক্ষতা-সরকারের সাক্ষরতা কর্মসূচী,
(ঠ) বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

২। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ঃ
(ক) বাংলাদেশের সংবিধান-নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ,
(খ) সচিবালয়,
(গ) প্রশাসনিক বিভাগ,
(ঘ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।

২য় অংশ ঃ **সাম্প্রতিক বিশ্ব**

(ক) জাতিসংঘ এবং এর অন্যান্য সংস্থাসমূহ।

(খ) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঃ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি।

(গ) ইসলামী সম্মেলন সংস্থা।

(ঘ) সার্ক ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি।

(ঙ) আশিয়ান।

(চ) স্বল্পোন্নত দেশসমূহ।

(ছ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-বিশ্ব ব্যাংক, আই,এম,এফ।

(জ) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

২য় পত্র

বিষয় ঃ **সরকারি অফিসে প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান।**

(১) The Government Servants (Conduct) Rules, 1979

(২) The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985

(৩) Bangladesh Public Service Commission (consultation) Regulations, 1979

(৪) বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১ এবং পার্ট-২)

(৫) আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation) এবং আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ (Sub-delegation)

(৬) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪

(৭) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬

(৮) The Public Servant (Retirement) Act, 1974

(৯) বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭

(১০) The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985

(১১) The Government Servants (Special Provisions) Ordinance, 1979

(১২) The Public Employees Discipline (Punctual Attendance) Ordinance, 1982

(১৩) The General Provident Fund Rules, 1979 এবং The contributory Provident Fund Rules, 1979

(১৪) Right to Information Act, 2009.

৩য় পত্র

বিষয় ঃ **সচিবালয় ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, প্রশাসন ও জরুরী ব্যবস্থাপনা।**

(ক) সচিবালয় নির্দেশমালা-

১. Rules of Business এবং Allocation of Business.
২. সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮
৩. মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহের মধ্যে সম্পর্ক/ক্ষমতা বন্টন
৪. সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ
৫. পত্র লিখন
৬. আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ, সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ
৭. সভার সিদ্ধান্ত লিখন
৮. স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন
৯. বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতকরণ
১০. অর্থ অবমুক্তিকরণ
১১. আইন ও বিধি প্রণয়নের পদ্ধতি।

(খ) উন্নয়ন প্রশাসন-

(১) প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা
(২) উন্নয়ন সমন্বয়
(৩) উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকী ও মূল্যায়ন
(৪) গ্রাম উন্নয়নের সংজ্ঞা ও বর্তমানে দেশে গৃহীত প্রধান প্রধান ধারার গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ
(৫) সমাজকর্ম, ক্রীড়া ও বিনোদন নিয়ন্ত্রণ।

(গ) জরুরী ব্যবস্থাপনা-

১. দুর্যোগ মোকাবেলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
২. নির্বাচন ব্যবস্থাপনা
৩. বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহঃ মাহবুবর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬০১০৭
e-mail : sassecretariat@moestab.gov.bd

[একই নম্বর ও তারিখে জারীকৃত স্মারক নম্বর স্থলাভিসিক্ত]

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি শাখা-৫

অফিস স্মারক

নং অম/অবি/বিধি-৫/রেমি-১০/৯৯/২৫ তারিখ ঃ ১০-০৩-২০০২ খ্রিঃ / ২৬-১১-১৪০৮ বঃ

বিষয় ঃ **পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে বেতন ভাতা প্রদান প্রসংগে**।

লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক পদোন্নতি প্রদান ও পদস্থাপনের প্রচলিত বিধি-বিধান অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ না করিয়া কোন কোন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়া সরাসরি প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এমনকি, কোন কোন প্রেষণরত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়া প্রেষণেই পদস্থাপন করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর করিয়া পদোন্নতির আদেশ জারী করা হয়। এই সকল ক্ষেত্রে পদোন্নতির আদেশ মোতাবেক পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের সুযোগ না থাকায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের বেতন নির্ধারণ ও প্রদানে জটিলতা সৃষ্টি হয়। উক্ত জটিলতা নিরসনকল্পে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ

(ক) শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি দিতে হইবে এবং পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রচলিত বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করিবে।

(খ) প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান ব্যতিত পদোন্নতি কার্যকর হইবে না। পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ হইতে ঐ পদের বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে, প্রেষণ ব্যতিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভুতাপেক্ষ পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে পদোন্নতি কার্যকর করার তারিখ হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু উক্ত পদে যোগদানের তারিখের পূর্বের কোন বকেয়া প্রদেয় হইবে না।

(গ) প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাকে পদস্থাপন করার ক্ষেত্রে নতুন প্রেষণ পদে যোগদানের পূর্বে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মূল পদে যোগদান করিতে হইবে নতুবা পদোন্নতি কার্যকর হইবে না। কোন কর্মকর্তা প্রেষণরত অবস্থায় পদোন্নতি পাইয়া সরাসরি একই প্রেষণ পদে অথবা অপর একটি প্রেষণ পদে যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রেষণে থাকাকালে বেতন ভাতা প্রদান করা হয় মূল পদের বেতন ভাতার ভিত্তিতে বিধায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের বেতন ভাতা পাইতে হইলে প্রথমে মূল পদে যোগদান করিয়া ইহার পর প্রেষণের পদে যোগদান করিতে হইবে। মূল পদে যোগদানের তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের বেতন স্কেল প্রাপ্য হইবেন।

(এ, কে, এম ওয়ালিউল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ।

সচিবের দপ্তর
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

নং **সসম-১/২০০৬-১০৩** তারিখ ঃ ১৬ শ্রাবণ ১৪১৪ / ৩১ জুলাই ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ **পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল/দক্ষতাসীমা অতিক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের মতামত।**

সূত্র ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/কঃবিঃশাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-৩/২০০৬-১৫০, তারিখঃ ৩০-০৭-২০০৭।

সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল সংস্থার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সংক্রান্ত সমন্বিত প্রতিবেদন আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে যা কর্মকর্তাদের কেবলমাত্র পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২। সমন্বিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নতুন করে তদন্তযোগ্য অভিযোগ উত্থাপিত হলে/তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে/দুর্নীতির কারণে মামলা দায়ের হলে দুর্নীতি দমন কমিশন তা জরুরী ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এ বিষয়ে অবহিত করবে।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সমন্বিত প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র পদোন্নতির ক্ষেত্রে কমিশন হতে দুর্নীতি সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণের শর্তটি বহাল থাকবে।

৪। এখন থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল সংস্থার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টাইমস্কেল মঞ্জুর, দক্ষতাসীমা অতিক্রম ও সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

৫। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৭ আগস্ট, ২০০৫ খ্রিঃ তারিখের সম(বিধি-২)/পদোন্নতি-২৫/২০০৫-১০৮ নং পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৬। জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

মোঃ আব্দুস সালাম খান
সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।
(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৭০.০২২.০৭.০১.১২৪.২০১০-২৬** তারিখ ঃ ০৩ মাঘ ১৪১৭ বঃ / ১৬ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **মুক্তিযোদ্ধার সন্তানগণসহ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অন্তর্ভুক্তকরণ।**

সরকার উপরোক্ত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৩-১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখের সম(বিধি-১)/এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০) নং স্মারকের ১ নং অনুচ্ছেদের সারণীর 'বিভিন্ন ধরনের কোটা' সংক্রান্ত কলামের ৩(ক) নং ক্রমিক অংশ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করিল ঃ

''(ক) মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা''

২। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।

নং সম(বিধি-১)এস-১১/৯৫-২০৭ (৫০০) তারিখ ঃ ০৬ই আশ্বিন ১৪০৫ / ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

পরিপত্র

বিষয় ঃ **বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়িত্তশাসিত/জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধীনে বিভিন্ন চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা।**

সম্প্রতি সরকার ১৭ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখের স্মারক নং সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬ (৫০০) এর মাধ্যমে চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০% কোটা মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী না পাওয়ার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের অনুকূলে বরাদ্দ করেন। উক্ত স্মারক মূলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের অনুকূলে কোটা বরাদ্দ করা হইলেও চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি না করায় ১৭ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখের পূর্বেই যে সকল মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের বয়স চাকুরীতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহারা সংরক্ষিত কোটার এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে।

২। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনান্তে সরকার এক্ষণে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চাকুরীতে প্রবেশকালে বয়সের উচ্চসীমা মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের ন্যায় ৩২ (বত্রিশ) বৎসর নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাঁহাদের অধীনস্থ সকল পর্যায়ের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ জানানো হইল।

(ডঃ শাহ্ মোহম্মদ ফরিদ)
সচিব,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।
(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৭০.০২২.০৭.০৪.০৬৮.২০১০-১৫০** তারিখ ঃ ২২ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ০৫ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **সরকারি/আধা-সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দপ্তরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয়) পদ্ধতির সংশোধন।**

সরকার উল্লিখিত বিষয়ে পূর্বের সিদ্ধান্তসমূহের আংশিক সংশোধন করিয়া নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ

১। সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দপ্তরে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার বিশেষ কোটার (মুক্তিযোদ্ধা ৩০%, মহিলা ১০% ও উপজাতীয় ৫%) শূন্য পদসমূহ প্রথমে জনসংখ্যাভিত্তিক জেলা কোটা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। জেলা কোটার সকল পদ সংশ্লিষ্ট জেলার প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব না হইলে শূন্য পদসমূহ সংশ্লিষ্ট কোটার জাতীয় মেধাতালিকা হইতে পূরণ করিতে হইবে।

২। বিভিন্ন জেলার বিশেষ কোটার অধীন বিতরণকৃত পদসংখ্যার স্বল্পতার কারণে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন নাই, নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এরূপ বিশেষ কোটার প্রার্থীদের নিয়ে বিশেষ কোটাভিত্তিক অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয়দের জন্য পৃথক পৃথকভাবে জাতীয়ভিত্তিক মেধাতালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। অতঃপর বিশেষ কোটার অধীন কোন জেলার বিতরণকৃত পদের সংখ্যা হইতে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা কম হইলে উক্ত বিশেষ কোটার অপূর্ণ পদসমূহ জাতীয়ভিত্তিক স্ব স্ব বিশেষ কোটার অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয়দের জন্য প্রণীত উল্লিখিত জাতীয় মেধাতালিকা হইতে পূরণ করিতে হইবে।

৩। কোটা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ অপরিবর্তিত থাকিবে।

৪। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

১২৫—

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা।

(www.moestab.gov.bd)

নং **০৫.১৭০.০২২.০৭.০১.০২০.২০১০-৫৯** তারিখ ঃ ০৪ ফাল্গুন ১৪১৬বঃ / ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বিষয় ঃ **সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুসরণ।**

সকল সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা অনুসরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ

(ক) সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হইলে উক্তপদগুলি পূরণ করা সংক্রান্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখের সম(বিধি-১)এস-১৪/৯৯-২৮৪ নং স্মারক এবং ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখের সম (বিধি-১)এস-১৪/৯৯-৩৬(২৫০) নং স্মারকের নির্দেশনা বাতিল করা হইল।

(খ) সকল সরকারি/আধা সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হইলে উক্ত পদগুলি খালি রাখিতে হইবে।

(গ) বিচার বিভাগীয় পদসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোটা পদ্ধতির অনুরূপ কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হইলে উক্ত পদগুলি খালি রাখতে হইবে।

ইকবাল মাহমুদ

সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।

নং **সম (বিধি-১)এস-১০/২০০৯-৩৫৫(১০০)** তারিখ ঃ ০৩ কার্তিক ১৪১৬বঃ / ১৮ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **চাকুরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ৩০% কোটা যথাযথভাবে বলবৎকরণ।**

সুত্রঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০), তারিখ ঃ ১৭/০৩/১৯৯৭ খ্রিঃ।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত স্মারকের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযুদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে ৩০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২। সরকার ঘোষিত কোটা ভিত্তিক নিয়োগ নীতি অনুসরণ করা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার জন্য বাধ্যতামূলক। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত উক্ত কোটা এমনভাবে পূরণ করা প্রয়োজন যাতে কোন অবস্থাতেই উক্ত কোটার কোন যোগ্য প্রার্থী এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ৩০% কোটা যথাযথভাবে বলবৎ করার জন্য সরকারি কর্ম কমিশনসহ সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কার্পোরেশনের সকল পর্যায়ের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা।

নং **সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৫(২৫০)** তারিখ ঃ ৩০-০৩-৯৫ ইং / ১৬-১২-১৪০১ বং

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ প্রসংগে।**

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৫-৯-৭২ ইং তারিখের স্মারক নং এষ্টাব/আর-১/আর-৭৩/৭২-১০৯(৫০০) এর অনুচ্ছেদ ২ও ৬ এর বিধান মোতাবেক শূন্য পদের সংখ্যা ০৪ (চার) এর কম হইলে এবং জনসংখ্যানুপাতে পদ বিভাজনের ক্ষেত্রে যে ভগ্নাংশ আসে, উক্ত ভগ্নাংশ পুনঃ বিভাজনের জন্য সংশ্লিষ্ট চাকুরীতে যে বিভাগের প্রতিনিধিত্ব সর্বাপেক্ষা কম, উক্ত বিভাগকে গুরুত্ব প্রদান করিতে হয়। অপরদিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৭-৮৫ ইং তারিখের স্মারক নং এমইআর/আর-১/এস-১৩/৮৪-১৪৯(২৫০)এর (ঘ) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক কোন বিশেষ কোটার অধীন কোন জেলার বিতরণকৃত পদের সংখ্যা হইতে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা কম হইলে সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন বৃহত্তর জেলার অন্তর্ভূক্ত সেই জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হইতে ঐ শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে যে জেলার চাকুরীজীবির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন বৃহত্তর জেলার অন্তর্ভূক্ত কোন জেলা হইতে উপরোক্তভাবে বিশেষ কোটার শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভূক্ত সেই জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ঐ শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে যে জেলার চাকুরীজীবির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম।

২। উল্লেখিত স্মারকদ্বয়ের উদ্ধৃত উক্ত বিধান অনুসরণের জন্য শূন্য পদের সংখ্যা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট চাকুরীতে বর্তমানে কর্মরত চাকুরীজীবির জেলাওয়ারী এবং বিভাগওয়ারী সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধঃস্তন অফিসসমূহ শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট রিকুইজিশন পাঠানোর সময় উক্ত তথ্যাদি রিকুইজিশনের সহিত প্রেরণ করে না মর্মে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জানানো হইয়াছে।

৩। এমতাবস্থায়, শূন্য পদ পূরণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট রিকুইজিশন প্রেরণের সময় শূন্যপদের সংখ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট চাকুরীতে কর্মরত চাকুরীজীবির জেলাওয়ারী ও বিভাগওয়ারী সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধঃস্তন অফিসসমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

হাবিবুর রহমান
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণলয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১ শাখা।

নং সম(বিধি-১)এস-০৯/২০০৯-৪৪২ তারিখ ঃ ০৬ পৌষ ১৪১৬ বঃ / ২০ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দফতরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার সর্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার নির্ধারণ।**

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং সম/বিধি-১/এস-২/৯০-৪৭(১৫০), তারিখ ২১-০৩-৯৩ ইং এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৯১ সনের আদমশুমারীর রিপোর্টে বর্ণিত জেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ২০০১ সনের আদমশুমারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় এবং বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় জেলাওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার সংশোধনের প্রয়োজন।

২। তৎপ্রেক্ষিতে ২১-৩-৯৩ তারিখের উল্লেখিত পরিপত্রটি বাতিলকরতঃ ২০০১ ইং সনের আদমশুমারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারী পদ নির্ধারণের সংশোধিত হার পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত করা হইল।

৩। এই সংশোধিত হার অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাহাদের অধীনস্থ সকল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করিতে অনুরোধসহ আলোচ্য পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে অনুরোধ করা হইল।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

পরিশিষ্ট-ক

সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার পদ বিতরণের শতকরা হার

ক্রমিক নং	জেলা	জনসংখ্যা	শতকরা হার
১	২	৩	৪
	ঢাকা বিভাগ	**৩,৮৯,৮৭,১৪০**	**৩১.৪৮**
১	ঢাকা	৮৬,১৮.৭০০	৬.৯৬
২	গাজীপুর	২০,২৩,২৬০	১.৬৩
৩	মানিকগঞ্জ	১৩,০১,৯০০	১.০৫
৪	মুন্সীগঞ্জ	১২,৮৯,১০০	১.০৪
৫	নারায়ণগঞ্জ	২১,৭০,৭৪০	১.৭৫
৬	নরসিংদী	১৯,০১,৮৪০	১.৫৪
৭	ফরিদপুর	১৭,৪২,৭২০	১.৪১
৮	গোপালগঞ্জ	১১,৫১,৮০০	০.৯৩
৯	মাদারীপুর	১১,২৯,৯৪০	০.৯১
১০	রাজবাড়ী	৯,৫২,২৮০	০.৭৭
১১	শরিয়তপুর	১০,৮০,৬৮০	০.৮৭
১২	জামালপুর	২১,০৬,০৪০	১.৭০
১৩	শেরপুর	১২,৬৭,৯৪০	১.০২
১৪	কিশোরগঞ্জ	২৫,৫৭,২৪০	২.০৭
১৫	নেত্রকোনা	১৯,৭১,২৪০	১.৬০
১৬	ময়মনসিংহ	৪৪,৬০,১২০	৩.৬০
১৭	টাংগাইল	৩২,৬১,৬০০	২.৬৩
	চট্টগ্রাম বিভাগ	**২,৪১,১৯,৬৬০**	**১৯.৪৭**
১	চট্টগ্রাম	৬৫,৪৩,৮৬০	৫.২৮
২	কক্সবাজার	১৭,৫৯,৫৬০	১.৪২
৩	খাগড়াছড়ি	৫,১৬,৯০০	০.৪২
৪	বান্দর বান	৩,০০,৭৪০	০.২৪
৫	রাংগামাটি	৫,২৫,১০০	০.৪২
৬	কুমিল্লা	৪৫,৯১,৩৪০	৩.৭১
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৩,৭৭,৯৮০	১.৯২
৮	চাঁদপুর	২২,৪১,০২০	১.৮১
৯	নোয়াখালী	২৫,৭০,৬৪০	২.০৮
১০	ফেনী	১২,০৫,৯৮০	০.৯৭
১১	লক্ষ্মীপুর	১৪,৮৬,৫৪০	১.২০

১	২	৩	৪
	রাজশাহী বিভাগ	**৩,০০,৮৮,৭৪০**	**২৪.২৯**
১	বগুড়া	৩০,১৫,৪০০	২.৪৩
২	জয়পুরহাট	৮,৫৬,৫৬০	০.৬৯
৩	দিনাজপুর	২৬,৪০,৯৪০	২.১৩
৪	পঞ্চগড়	৮,৩৭,৯৮০	০.৬৮
৫	ঠাকুরগাঁও	১২,১৪,৬৬০	০.৯৮
৬	পাবনা	২১,৬৪,৯৬০	১.৭৫
৭	সিরাজগঞ্জ	২৬,৭৩,০৬০	২.১৬
৮	রাজশাহী	২২,৭৪,৩৪০	১.৮৪
৯	নওগাঁ	২৩,৮৫,৯০০	১.৯৩
১০	নাটোর	১৫,১৭,০০০	১.২২
১১	নবাবগঞ্জ	১৪,২১,৭৪০	১.১৫
১২	রংপুর	২৫,২৭,০৬০	২.০৪
১৩	গাইবান্ধা	২১,২৯,৭০০	১.৭২
১৪	লালমনিরহাট	১১,০৪,৩৬০	০.৮৯
১৫	কুড়িগ্রাম	১৭,৬২,৯২০	১.৪২
১৬	নীলফামারী	১৫,৬২,১৬০	১.২৬
	খুলনা বিভাগ	**১,৪৬,০৪,৯০০**	**১১.৭৯**
১	খুলনা	২৩,৫৭,৯৪০	১.৯০
২	বাগেরহাট	১৫,১৬,৮২০	১.২২
৩	সাতক্ষীরা	১৮,৪৫,১২০	১.৪৯
৪	যশোর	২৪,৬৯,৬৮০	২.০০
৫	ঝিনাইদহ	১৫,৬৮,৪৪০	১.২৭
৬	মাগুড়া	৮,২১,৮৪০	০.৬৬
৭	নড়াইল	৬,৯৪,৯০০	০.৫৬
৮	কুষ্টিয়া	১৭,৩৭,৩৬০	১.৪০
৯	চুয়াডাঙ্গা	১০,০৫,১৮০	০.৮১
১০	মেহেরপুর	৫,৮৭,৬২০	০.৪৭
	বরিশাল বিভাগ	**৮১,৫৩,৯৬০**	**৬.৫৯**
১	বরিশাল	২৩,৪৮,৪৪০	১.৯০
২	ভোলা	১৭,০৩,২০০	১.৩৮
৩	ঝালকাঠি	৬,৯২,৬৮০	০.৫৬
৪	পিরোজপুর	১০,৯৯,৭৮০	০.৮৯
৫	বরগুনা	৮,৪৫,০৬০	০.৬৮
৬	পটুয়াখালী	১৪,৬৪,৮০০	১.১৮
	সিলেট বিভাগ	**৭৮,৯৬,৭২০**	**৬.৩৮**
১	সিলেট	২৫,৪৭,৩২০	২.০৬
২	হবিগঞ্জ	১৭,৫০,১৮০	১.৪১
৩	মৌলভীবাজার	১৬,০৮,৮৬০	১.৩০
৪	সুনামগঞ্জ	১৯,৯০,৩৬০	১.৬১
	বাংলাদেশ ঃ	**১২,৩৮,৫১,১২০**	**১০০.০০**

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
শাখা (বিধি-১)

নং সঃমঃ/আর-১/এস-২২/৮৫-২২০(১৫০, তারিখ ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৫ই।

বিষয়ঃ **বিভিন্ন সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধীনে বিভিন্ন চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা নির্ধারণ।**

ইতিপূর্বে চাকুরীতে প্রবেশকালে বয়সের উচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া যে সকল আদেশ জারী করা হইয়াছে উহার আংশিক সংশোধনক্রমে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, কোন নিয়োগ বিধিতে চাকুরীতে প্রবেশের জন্য আরও উচ্চতর বয়স সীমা নির্ধারণ করা না থাকিলে এবং এই ব্যাপারে পুনরায় আদেশ জারী না করা পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত বয়স সীমা বলবৎ থাকিবে ঃ

(ক) বি, সি, এস, (শিক্ষাঃ সাধারণ শিক্ষা), বি, সি, এস (শিক্ষাঃ কারিগরি শিক্ষা,) বি, সি, এস (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাঃ স্বাস্থ্য) এবং বি, সি, এস (জুডিসিয়াল) ক্যাডারে নিয়োগকালে বয়সের উচ্চ সীমা হইবে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর এবং বাকী সকল বি, সি, এস, ক্যাডারে নিয়োগকালে বয়সের উচ্চ সীমা হইবে ২৭ (সাতাশ) বৎসর (বিজ্ঞপ্তি নং এস, আর, ও, ৪৩৪-এল/৮৫/এমই/নিয়োগ/১-৫১(অংশ-২)/৮৩, তারিখ ৮-১০-৮৫ দ্রষ্টব্য)।

(খ) নন-ক্যাডার, গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড সরকারি পদে এবং আধাসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধীনের বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োগের জন্য বয়সের উচ্চ সীমা হইবে ২৭ (সাতাশ) বৎসর (মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও উপজাতীয় প্রার্থী বাদে)।

(গ) মহিলাদের ক্ষেত্রে সরকারি দফতরে/স্বায়ত্বশাসিত/আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনে চাকুরীতে যোগদানের জন্য সর্বোচ্চ বয়স সীমা The Recruitment of Women in the Service of the Republic (Age Limit) Rules, 1979 এর ৩ নং বিধি অনুযায়ী ৩০ (ত্রিশ) বৎসর বলবৎ থাকিবে।

(ঘ) উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি দফতরে/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায়/আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় এবং বিভিন্ন কার্পোরেশনে চাকুরীতে যোগদানের জন্য সর্বোচ্চ বয়স সীমা বর্তমানে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ৩০ (ত্রিশ) বৎসর বলবৎ থাকিবে।

(ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স সীমা ৩২ (বত্রিশ) বৎসর যাহা ইতিমধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৮-৭-৮৫ তারিখের এমই/আর-১/এস-২৯/৮৩-১৫০(২৫০) নং স্মারক জানানো হইয়াছে, উহাই বলবৎ থাকিবে।

২। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাহাদের অধীনস্থ সকল নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে অনুরোধ করা হইল।

৩। এই আদেশের প্রাপ্তি স্বীকারেরও অনুরোধ করা হইল।

তারিখঃ ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৫।

মোঃ শামসুল হক চিশ্‌তী
সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

Extract taken from Ministry of Finence (Implementation Cell)
O.M. No. MF(IC)-2/73/3, deted 21.3.74

*** *** ***

(b) The National pay Commission has recommended the following direct entry requirements of minimum educational qualification for the grades mentioned below—

Grade V .....* Bachelor's degree for recruitment through open competitive examination; First class Mester's degree or Second class mester's degree with Second class in Honours for recruitment throuhg competitive interview for specialised and teaching posts; Technical degree such as M.B.B.S (Agricultrure), etc. for technical posts and double graduation requiring at least two years of study after the basic degree for relevant professional posts.

Grade VI ..... Graduation, or technical diploma such as LMF, LCE Diploma in Agriculture, etc., for relevant technical posts.

Grade VIII.... H.S.C. and/or Trade or Vocational equivelent passed.

Grade IX..... S.S.C. and/or Trade or Vocational equivelent passed.

***Grade X... Primary (class V) passed.

The above qualification in matter of direct recruitment for posts in the respective grade should be enforced by the appointing authorities and Ministries concerned.

(c) Stenotypists shall be allowed to cross the effieiency bar in their respective National Scales only on qualifying at 100 words per minuts speed in the Stenographers' test by the P.S.C. standard. Those who fail to qualify at such tests shall be held up ... at the next efficiency bar at Tk. 400/-. If they qualify at any of the three successive attempts they shall be allowed to cross the efficiency bar from the date of the test at which they qualify,"

Note : * Bachelor's Degree for recruitment through open competitive examination is applicable for recruitment in B.S.S. Cadre Services only through competitive examination to be conducted by Bangladesh Public Service Commission.

** Competitive interview may be written and oral.

*** As per latest decision of the government requisites educational qualification for appointment to all Class IV posts in Class VIII and his as being followed in all government offices.

পরিশিষ্ট-গ

Extract taken from the Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and Allowances) order, 1978 (vide Ministry of Finance, Implementation Division Notification No. MF(ID)1-5/78/1186 dated 30.10.78)

*** *** ***

9. Conditions for full pay of a post.-(1) Full pay of the post shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the number of years of service as shown in the table below:—

	Scale		Minimum number of years of service recuired for full pay.
	Tk. 3000(Fixed)	**	20 years
	Tk. 2850(Fixed)	**	17 years
	Tk. 2350-100-2750	**	14 years
	Tk. 2100-100-2600	**	12 years
	Tk. 1850-75-2375	**	10 years
*	Tk. 1400-75-2225	**	10 years
**	Tk. 1150-65-1800	**	5 years
***	Tk. 900-55-1285-65-1610	**	5 years

Explanation – For the purpose of this sub-paragraph the years of service shall be total of-

(i) The actual period of service in a post which was places in National Grade V between the Ist July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post placed in the New Scale of Tk. 750-1470 or above after the Ist July, 1977, plus

(ii) half the actual period of service in the a post in a post palced in National Grade VI between the Ist July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post placed in New Scale of Tk. 625-1315, Tk.470-1135 or Tk. 425-1035 after the Ist July, 1977, plus

(iii) one-forth of the actual period of service in other posts.

(2) 20% of the differente between the persent pay and the initial pay in the New Scale determined according to paragraph 5 shall be withheld for every year by which the length of service falls short of the required period :

Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case."

Note 1* On amendment under Ministry of Finance, Implementation Division Notification No. MF(ID_!-5/78/730, dated 17-6-81 æTk. 1400-2225 = 10 years" was substituted by æTk. 1400-2225 = 8 years" in sub-paragraph (1) of paragraph 9 in the services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1978. On another amendment under their Notification No. MF(Imp)-3-F(G)-2-83-25, dated 7-2-85 æTk. 1400-2225 = 8 years" was substituted by Tk. 1400-2225 = 7 years". Again, on further amendment under their notification No. MF-FD(Imp)-IF-5(G)/86/190, dated13-11-86 æTk. 1400-2225 = 7 years" in the aforesaid sub-paragraph (1) of paragraph 9 of the said Order has been substituted by Tk. 1400-2225 = 5 years."

** Tk. 1150-65-1800 = 5 years" has been substituted by Tk. 1150-65-1800 = 4 years" in sub-paragraph (1) of Paragraph 9 of Services (Public Bodies and Nationalised Enterpreses) (Pay and Allowances) Order, 1978 by a subsequest amendment mdde by the Ministry of Finance in their Notification No. MF(ID)1-5/78/730, dated 17-6-81.

*** Omitted by the subsequent amendment dated 17-6-81 quoted above.

Note 2 Length of Service indicated in the above table against different grades in the uniform length service required for promotion from one grade to another grade or from one pay scale to another payscale and the services rendered in Grade V and above are only countable for the purpose of promotion to different grades above grade V and the schedules of recruitment rules shall have to be prepared following this principle strictly.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
ESTABLISHMENT DIVISION
REGULATION WING
SECTION-1

NO. ED/RI/S-112/76-102 (150) **Dated, Dacca, the 9th Aug'77**

Subject : **Consultation with the Public Service Commission regarding appointment of outsiders or employees of the autonomous as Semi- autonomous bodies under the Government on contract basis as on duputation.**

A question has been raised as to whether consultation with the Public Service Commissions is necessary in the matter of appointment to Government service/posts of outsiders on contract basis and of employees of autonomous or semi- autonomous bodies either on contract basis or on deputation.

2. The matter has been examined in consultation with the ministry of law who have observed that according to clause (2) of article 140 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, subject to the provisions of any law made by the Parliament and any regulation (not inconsistent with such law) which may be made by the President after consultation with a commission, the President shall consult a commission with respect to matters specified in the clause which includes suitability of candidates for appointment in the service of the republic æservice of republic" means any service, post or office, whether in a civil or military capacity, in respect of the Government of Bangladesh, and any other service declared by law to be a service of the Republic. The word æappointment" in wide enough to include appointment on contract basis also. There is nothing in the Public Service Commissions Ordinance, 1977 (Ord. No VIII of 1977) or in the Public Service Commission Regulations, 1937 or in the central Service Commission Regulations, 1953 or in any other law or order as indicate that it shall not be necessary to consult the Public Service commission in/the case of appointment of an outsider or an employee of an autonomous or semi- autonomous body to a Government post, on contract basis. The commission shall have therefore to be consulted before making such appointment.

3. The Ministry of law have further observed that there is also no provision in the service rules which empowers the Government to-appoint employees of autonomous bodies to Government posts on deputation. The question of appointment of employees of autonomous bodies to Government post on deputation does not arise, Such employees can only be appointed to Government posts either on regular basis or on contract basis and in case of such appointment the same rule relating to consultation with the Public Service Commission as applies to other persons would apply.

4. It is requested that the legal position as stated above be brought to the notice of all appointing authorities under the administrative control of the Ministry/Divisions for guidance and strict compliance.

Joint Secretary
Establishment Division.

GOVERNMENT OF BANGLADESH
MINISTRY OF CABINET AFFAIRS
ESTABLISHMENT DIVISION
REGULATION WING
SECTION-1.

MEMORANDUM

No.Estb./R1/R-73/72-79(500) Dacca, the 21st June, 1972.

Subject : **Procedure regarding consultation with the Public Service Commission.**

It has been laid down in Articles 8 and 9 of the Bangladesh Public Service Commission Order, 1972 (President's Order No. 34 of 1972) that the Commission shall select such persons for appointment to certain gazetted and non-gazetted and Class I, II and III services and posts under the Govt. and the statutory bodies and also tender advance on certain other matters as specified therein. The cases of promotion and transfer from one Class of service or posts to another i.e, from Class III to Class II or from class II to Class I, as the case may be, shall also be referred to the Commission.

2. The recommendation of the Public Service Commission shall not however be necessary in the case of absorption of surplus employees of the erstwhile Govt. of Pakistan and the Mujibnagar appointees in the corresponding posts under the Government of Bangladesh.

3. The Admisistrative Ministries/Divisions/Statutory Bodies shall made direct correspondence with the Commission concerned in the form of an official letter with all relevant papers or copies of papers necessary for the purpose of selection of candidates for a service or post. While making referance to the Commission care should be taking to ensure that no particular candidate is recommended for a post.

4. Where promotion is involved a list of all eligible candidates should be sent to commission together with relevant documents like confidential character rolls etc. without any recommendation. In the case of selection of candidates through direct recruitment, the provisions of the relevant. Recruitment Rules shall be clearly stated in the reference to the Commission.

5. Procedure regarding appeals and Memorials:

When an appeal or memorials is received in any Ministry and it is found to be obligatory to refer it to the Commission the action to be taken is to see whether the papers are complete and in order and, in cases relating to disciplinary enquiries whether the statutory provisions relating to such disciplinary enquiries have been complied with. If necessary, the papers should be returned to the authority from whom they were received, with instructions that they should be duly complied with. This should be done immediately, and no examination of the merits of the case should be made at this stage.

6 The appointing authority may undertake examination after the case has been received back from the Commission in order to see whether any exceptional circumstances exist which would justify a departure in any respect for disagreeing with the advice of the Commission. It is essential that no delay should occur in the Ministry at any stage.

7. When the Ministry concerned has received the recommendations of the Commission and has arrived at their own conclusions as to the orders which should issue, they shall, before the issue of such order, in cases where any general principle arises with which the Establishment Division or another Ministry are concerned consult the Establishment Division or such Ministry or Division.

8. The Commission shall in all cases informed of the action taken on their recommendation. Ordinarily and endorsement forwarding copies of communication in which orders are conveyed, recommendations are made or other action taken will suffice.

9. When it is proposed not to accept any recommendation of the Commission, the Ministry/Division/Statutory body concerned shall consult the Commission again and if it is again proposed not to accept the subsequent recommendation of the Commission, the case will be submitted to the Prime Minister through the Establishment Division with reasons for the proposal.

10. Procedure regarding adhoc appointments;- There may however be circumstances when appointment to a post or service can not be made expeditiously through the Commission due to non-availability of suitable candidates or for any other reason In such circumstances the appointing authorities may make appointments on adhoc basis to the services or posts for a period not exceeding six months with the prior concurrence of the Public Service Commission. Within this period of six months all such posts should be filled up through PSC after, advertising in the leading dailies. After expiry of six months from date of appointments no such employee will be allowed by Accountant General, Bangladesh to draw any salary without a prior certificate from the P.S.C to the effect that the Commission (s) could not recommend any body for the post (s). In such cases the Commission should specifically recommend the period of further extension.

11. In the case of promotion or transfer from one Class of service/post to another on adhoc basis for a period not exceeding six months, the matter shall be placed before the Selection Committees constituted for the purpose at different levels before such appointment are made. It hardly needs to mention that this will ensure fair selection and save the appointing authorities from unnecessary criticism.

12. The period for which the appointment is made on adhoc basis shall be mentioned in each case. Appointment in all such cases shall be made on fixed pay (equal to the initial of the scale or equal to initial pay) admissible to the persons appointed on adhoc basis without mentioning the scale of pay in the appointment letter. Copies of such appointment letters shall invariably be endorsed to the Accountant General, Bangladesh and the Public Service Commission concerned. The Accountant General shall ensure that no payment is made the persons concerned on the expiry or the period for which they were appointed in adhoc basis without a certificate from the P.S.C. as mentioned in para 10.

13. Posts so far filled by adhoc appointment should immediately be referred to the Public Service Commission for regularization after inviting fresh applications through the leading dailies.

14. If any adhoc appointment is required to be made due to exigencies of circumstances a request has simultaneously to the Public Service Commission to recommend suitable persons. The Commission would no doubt consider among others the cases of adhoc appointment as well.

15. <u>No adhoc appointment should be made or continue without the consent of the relevant Public Service Commission.</u>

16. It is requested that above instructions be brought to the notice of all the appointing authorities including the statutory bodies under the Ministry/Division for strict compliance.

(M.M. ZAMAN)
Secretary
Establishment Division.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF CABINET AFFAIRS

ESTABLISHMENT DIVISION

REGULATION WING

SECTION-1

MEMORANDUM

No. Estb./R1/R-2/73/225 (250)

Dated, Dacca, the 23rd December, 1974

Subject :- **Procedure regarding consolation with the Public Service Commission.**

Reference:- This Division Memo. No. Estb/R1/R-73/72-79(500) Dated 21.6.72

In spite of the issue of several Instructions from time to time on the above subject some doubts and confusion still persist in the minds of certain appointing authorities regarding consultation with the Public Service Commission on the question of adhoc appointments and on the jurisdiction of the Commission.

The following detailed instructions are issued to remove any doubt or confusion in the matter.

2. It has been laid down in articles 5 and 6 of the Bangladesh Public Service Commission Order, 1973 (President order no. 25, 1973) that the Commission shall conduct tests and examinations for selection of suitable persons for appointment to the posts/services under the Republic and Statutory Bodies. It is, therefore clear that the Public Service Commission are the only authorities for selection of candidates for appointment to the posts and services under the Government and Statutory bodies.

3. A question has been raised as to whether the appointing authorities can make adhoc appointments in terms of Regulation 39 and 40 of the Public Service Commission Regulations 1937. Regulations 39 and 40 are reproduced below :-

(i) It shall not be necessary to consult the commission with respect to the filling of any officiating appointment when the period for which such appointment is made is not likely to exceed six months or, If the officer whom it is proposed to appoint has already been confirmed in a civil service or is already employed in a civil post on a contract, when such period is not likely to exceed one year.

(ii) It shall not be necessary to consult the Commission with respect to any appointment to a temporary post, the necessity for which is declared at the time of the creation to be unlikely to continue for more than a year, and which is filled by a person not already confirmed in a civil service or employed in a civil post on a contract.

These two regulations do not deal with adhoc appointments to any permanent or temporary posts likely to continue on year to year basis. The above regulations, however, empower the appointing authorities to make officiating appointments for a fixed period

not exceeding six months or make appointments to a temporary post, the life of which is only one year, as the case may be without consulting the Public Service Commission If the life of the appointment is likely to continue beyond six months prior concurrence of the Commission shall be necessary. In like manner, If the life of the temporary post is likely to continue for another year, prior concurrence of the Public Service Commission shall be necessary. Although adhoc appointment is to any permanent post or temporary posts likely to continue on year to year basis are not covered by these regulations, prior concurrence of the relevant Commission shall be necessary in making any adhoc appointments.

4. As regards services/posts under the then Central Government of Pakistan the procedure regarding consultation with the then Central Public Service Commission has been laid down in the Public Servants (Consultation by the Governor General) Regulations, 1953. The provisions made in the Central Regulations referred to above do not empower any appointing authority to make adhoc appointment without consultations with the Public Service Commission except in specific cases as mentioned therein.

5. It has been laid down in the Central Public Service Commission Memo. No. F. 2/8/60-R dated 31.5.1960 (copy enclosed) that appointing authorities can make adhoc appointments for six months when the Commission after being approached by the appointing authority are unable to recommend a candidate within 10 days. Similar provision has been made in para 8 of former S & G. A Department Memo. No 10-23/62 dated 25.8.62.

6. The matter has been further reviewed in consultation with the Ministry of Law who have observed that the Public Service Commission Regulations 1937 or 1953 do not contemplate any service or post under any Statutory Body. Before Liberation, Public Service Commissions were concerned with recruitment to Civil Service/Posts in connection with the affairs of the Government and obviously, therefore, the Public Service Commission Regulations have no reference to any service or post under any Statutory Body.

7. The current position, therefore, is that prior consultation with the Public Service Commissions shall be necessary in the matter of all appointments under the Republic and the Statutory Bodies until fresh Regulations have been made under Article 7(b) of the President Order No. 25 of the 1973, providing exemption of such references to the Public Service Commissions relating to any services/posts under the Government or a Statutory Body. Therefore, all such cases shall have to be regularised in consultation with relevant Public Service Commissions.

8. As a large number of such adhoc appointments might have been made before issue on this order it will entail hardship on the persons concerned if their pay is stopped forthwith Government have, therefore, decided that the persons appointed on adhoc basis shall continue to draw pay at the admissible rate provided their cases are cleared by the Commission within six months from the date of issue of this office Memorandum and that the appointing authorities shall be held responsible for securing such clearances from the competent Public Service Commissions within the specified period.

9. All appointing authorities should, therefore, immediately refer all cases of adhoc appointments to the Public Service Commissions for clearance with reference to the provisions of the relevant Recurrent Rules. If clearance has not already been taken, with regard to Class-1 and Class-II posts the appointing authority must make a definite referance to the Commission immediately after issue of the Memo. for selection of candidates for regular appointment with the relevant recruitment rules, full particulars and C. C. rolls (where necessary) in all cases in which such referance has not yet been made but adhoc appointment has been made.

10. Experience has shown that while making adhoc appointment, with the prior concurrence of the Public Service Commission, some appointing authorities, have appointed some candidates without the minimum requisite qualifications as prescribed in the Recruitment Rules. When such adhoc incumbents of the posts apply to the Commission in response to their advertisement they have to be ruled out by the Commission. This practice of making adhoc appointments from under-qualified persons not only places the Government and the Commission in an embarrassing position, but is also not quite fair to the appointees appointed on adhoc basis. While making adhoc appointment minimum qualifications standard must be adhered to.

11. This order shall not, however, be applicable to the cases of promotion on adhoc basis within the same class of service/post where reference to the Public Service Commission is not necessary.

12. The Cases of promotions from non-gazetted to gazetted rank or from one class to higher class shall have to be referred to the relevant Public Service Commission.

13. Reference to the public Service Commission shall not be necessary in the cases of absorption of Mujibnagar appointees and the Bangalee returnees from Pakistan in the corresponding or analogues posts under the Government of Bangladesh.

14. These instruction are, however, subject to review after the Government have taken decision on the report on the National pay Commission and the Administrative and Service Re-organisation Committee.

15. The Comptroller and Auditor-General and Accountant General, Bangladesh have been advised not to entertain any bill of adhoc appointees for any period beyond 6 months from the date of issue of this O.M. in respect of persons whose cases are to be referred to the public Service Commission under the provisions of the existing Regulations/Orders.

16. It is requested that the above instructions be brought to the notice of all appointing authorities including those in the Statutory Bodies under the Ministries/Divisions for strict compliance.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বিধি-৪

নম্বর অম(অবি)/বিধি-৪/প্রঃমঃ/পেন-১/৮৯/৪৭ তারিখ ঃ ৩১শে শ্রাবণ ১৩৯৭ / ১৬ই আগস্ট ১৯৯০

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত এবং সামরিক আইন আদেশানুযায়ী বেসামরিক সরকারী পদে ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, স্থানীয় সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মীকৃত প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্ব পাওনা ছুটি গণনা এবং ক্যাডারভুক্ত আত্মীকৃত পদ হইতে অবসর গ্রহণকালে অবসর প্রস্তুতি ছুটি প্রাপ্যতা প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত এবং সামরিক আইন আদেশানুযায়ী বেসামরিক সরকারী পদে ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, স্থানীয় সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মীকৃত প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকরণ পূর্ব চাকুরীকালের পাওনা ছুটি ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদের চাকুরীকালের ছুটি সহিত গণনা এবং ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদ হইতে ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ কালে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধির আওতায় অবসর প্রস্তুতি ছুটি প্রাপ্যত বিষয়াদি বেশ কিছুদিন যাবৎ সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। বিষয়টি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সরকার সদয় হইয়া বিষয়টির উপর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

(ক) ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকরণের তারিখের পূর্বের চাকুরীকালের পাওনা কোন ছুটি ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদের চাকুরীকালের অর্জিত ছুটির সহিত গণনা করা যাইবে না।

(খ) ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদে ৫৭ বৎসর পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ কালে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধির আওতায় প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অবসর প্রস্তুতি ছুটি প্রদান করা যাইতে পারে। তবে শর্ত এই যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণকালে ভোগকৃত অবসর প্রস্তুতি ছুটি এবং ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদে ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ কালে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধির আওতায় প্রাপ্য এবং মঞ্জুরীকৃত অবসর প্রস্তুতি ছুটির মোট পরিমাণ ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদের চাকুরীকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ৬ (ছয়) মাস গড় বেতনে ছুটিসহ সর্বোচ্চ ছুটি কাল ১ (এক) বৎসর এর ঊর্ধ্বে হইবে না।

মোঃ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া
উপ সচিব (বিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বিধি-৪

নম্বর ঃ অম(অবি)/বিধি-৪/প্রঃমঃ/পেন-৮/৮৯/৯২, তারিখ ঃ ১ লা অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ / ১৬ই নভেম্বর ১৯৯১

স্মারকলিপি

বিষয় ঃ **অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেসামরিক পদে ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত হওয়ার পর উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ কালে ছুটি নগদায়ন সুবিধা এবং তাহাদের সামরিক বাহিনী হইতে অবসর গ্রহণ ও বেসামরিক পদে যোগদান—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে চাকুরীর ছেদ (ব্রেক অব সার্ভিস) থাকিলে ঐ সময়কাল চাকুরীকাল হিসাবে গণনা প্রসংগে।**

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত এবং সামরিক আইন আদেশানুযায়ী বেসামরিক সরকারি পদে ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, স্থানীয় সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের পদে আত্মীকৃত প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদ হইতে অবসর গ্রহণ কালে ছুটি নগদায়ন সুবিধা (অর্থাৎ Left over ছুটির পরিবর্তে থোক বরাদ্দ) পাইবেন কি না এবং তাঁহাদের সামরিক বাহিনী হইতে অবসর গ্রহণ ও বেসমারিক পদে যোগদান—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে চাকুরীর ছেদ (ব্রেক অব সার্ভিস) থাকিলে ঐ সময়কাল কি ভাবে গণনা করা হইবে সেই প্রসংগে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল ঃ

(ক) ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদে ৫৭ বৎসর পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ কালে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধির আওতায় প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অর্থ বিভাগের ২১-১-৮৫ইং তারিখের এম এফ/এফডি/বিধি-২/ছুটি-১৬/৮৪/৯ নম্বর অফিস স্মারকে বর্ণিত সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'Left over' ছুটির পরিবর্তে থোক বরাদ্দ প্রাপ্য। তবে শর্ত এই যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ কালে গৃহীত থোক বরাদ্দের জন্য গণনাকৃত ছুটি সময় কাল এবং ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদে ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ কালে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধির আওতায় প্রাপ্য এবং মঞ্জুরীকৃত থোক বরাদ্দের জন্য গণনাকৃত ছুটি সময়কাল এর যোগফল ১২ (বার) মাসের উর্ধ্বে হইবে না।

(খ) প্রতিরক্ষা বাহিনী হইতে অবসর গ্রহণ ও বেসামরিক পদে যোগদান—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ছেদ (ব্রেক অব সার্ভিস) চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

২। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের—

(ক) ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকরণের তারিখের পূর্বের চাকুরীকালের পাওনা ছুটি গণনা ও ৫৭ বৎসর পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ কালে অবসর প্রস্তুতি ছুটি প্রাপ্যতা; এবং

(খ) ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃত পদে বেতন নির্দ্ধারণ ও ক্যাডারভুক্ত/আত্মীকৃতকরণের তারিখের পূর্বে চাকুরীকাল অবসর ভাতা/অবসর সুবিধাদি প্রাপ্যতা ক্ষেত্রে চাকুরীকাল গণনা প্রসংগে সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ যথাক্রমে অর্থ বিভাগের ১৬-৮-৯০ইং তারিখের অম(অবি)/বিধি-৪/প্রঃমঃ/পেন-১/৮৯/৪৭ এবং ১৯-৭-৮৭ইং তারিখের এম এফ/আর-৪/ডেফ/পি-১/৮৫/৬২, ১৭-৬-৮৮ইং তারিখের এম এফ/আর-৪/ডেফ/এবিএসপি-১/৮৫/১৮ ও ২৬-৬-৯০ইং তারিখের অম (অবি)/বিধি-৪ প্রঃ/মঃ/আত্মী-৩/৮৮/৩৩ নম্বর স্মারকসমূহে জারি করা হইয়াছে।

এইচ আর দত্ত
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

নং **০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০১.২০১১-৪৪(১)** তারিখ ঃ ২২ ফাল্গুন ১৪১৭ / ৬ মার্চ ২০১১

বিষয় ঃ **মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।**

মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গত ০৭ নভেম্বর, ২০১০ তারিখের ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা জারী করা হলো ঃ-

১। মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের সরকারি চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত যে নির্দেশনা রয়েছে তা বজায় থাকবে, তবে ঘোষণা সংক্রান্ত প্রমাণাদি যাচাই করে নিতে হবে ;

২। নির্দেশনায় বর্ণিত ২ এবং ৪নং মানদণ্ড বহাল থাকবে ;

৩। ইতঃপূর্বে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের ৩নং মানদণ্ডে বর্ণিত গেজেট নোটিফিকেশন যাচাই-বাছাই করতে হবে ;

৪। উল্লিখিত প্রমাণাদিসহ আরও প্রমাণ যদি থাকে তাও গ্রহণ করা হবে।

মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান
সচিব।

নং **০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬**— তারিখ ঃ ৭ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।**

বিভিন্ন নির্ভযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, সরকার কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর বয়সসীমা ২ (দুই) বৎসর বৃদ্ধির আদেশ জারী হবার পর এ সুবিধা নেয়ার জন্য অনেকেই নানা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবী করে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সনদ (Certificate) নেয়ার চেষ্টা করছে।

২। নিম্নে বর্ণিত মানদণ্ডের আলোকে কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

১. যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন;

অথবা

২. যাঁদের নাম মুক্তিবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল;

অথবা

৩. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল;

অথবা

৪. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত সনদ(Certificate) গ্রহণ করেছে।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় বা আবেদন করার সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেননি অথবা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত Certificate নেননি বা মুক্তিবার্তায়/গেজেটে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন বা Certificate নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ৫৭ বৎসর চাকুরীকাল পরবর্তী অতিরিক্ত ২ বৎসর বর্ধিত চাকুরীকাল প্রযোজ্য হবে না।

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত
০৭-১১-২০১০
(মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান)
সচিব
৮১৫৫৫০০

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

www.moestab.gov.bd

নং **০৫.১৭৩.০১৩.০৪.০০.০১৬.২০১০-৪৬০(১০০)** তারিখ ঃ ২৪ কার্তিক ১৪১৭ / ৮ নভেম্বর ২০১০

বিষয় ঃ **মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র সংখ্যা ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬ (কপি সংযুক্ত) এ প্রদত্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ও তাদের অধীনস্থ সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ফিরোজ মিয়া
যুগ্ম-সচিব (বিধি)
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ অধিশাখা

www.moestab.gov.bd

নং-সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৩৫/২০০৫-৪৯৩

তারিখ ঃ ১৭ পৌষ ১৪১৬ / ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি।

The Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধ্যাদেশ নং-৭, ২০০৯) দ্বারা The Public Servants (Retirement) Act, 1974 এ ধারা 4A সংযোজন ও ধারা ৭ প্রতিস্থাপন করা হয়। উক্ত আইনের 4A ধারায় মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর করা হইয়াছে এবং এলপিআর ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের পুনঃনিয়োগের বিধানা রাখা হইয়াছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হইল ঃ—

(১) কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণের জন্য উক্ত আইনের 4A ধারায় (3) উপধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী কর্তৃক দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট/পরিচিতি (certificate/identity) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট যাচাইয়ের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করিবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যাচাই অন্তে যথাযথ বলিয়া প্রমাণিত হইলে উক্ত মর্মে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে একটি প্রত্যয়ন পত্র দিবে। উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর সার্ভিস রেকর্ড/চাকরি বহিতে বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি লিপিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণ বয়স বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় যোগদানপত্র দাখিল করিবেন। উক্ত যোগদানপত্র প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত মতে সার্টিফিকেট/পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্তির পর বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর সার্ভিস রেকর্ড/চাকরি বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী অবসর প্রস্তুতি কালীন ছুটিতে (এলপিআর) যাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট পদে ইতোমধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীকে সুপারনিউমারারি/বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওএসডি) পদে পদায়ন করিতে হইবে। এইরূপ পদায়ন আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সুপারনিউমারারি/বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওএসডি) পদ তাৎক্ষণিকভাবে স্ব স্ব বেতন স্কেলে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সৃষ্টিকৃত পদটি সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারী উক্ত পদে বহাল থাকা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। অর্থাৎ যে কোন কারণে পদটি শূন্য হওয়ার তারিখ হইতে পদটি আপনা আপনি বিলুপ্ত হইবে।

(৪) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে (এলপিআর) যাওয়ার কারণে শূন্য পদটি ইতোমধ্যে নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ না করা হইয়া থাকিলে উপ-অনুচ্ছেদ (২) তে বর্ণিত মতে সার্টিফিকেট/পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্তির পর যোগদানের তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদানপূর্বক যোগদানকৃত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীর পদায়ন আদেশ জারি করিতে হইবে।

২ এল পি আর ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণ, যাহারা বয়স বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যোগদান করিবেন, তাহাদের যোগদানের পূর্ববর্তী চাকরিকাল ছুটি হিসাবে গণ্য করা, লাম্প গ্রান্ট ফেরত প্রদান/সমন্বয় পুনঃ অবসরের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অবসর গ্রহণ সুবিধাদির বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় পৃথকভাবে নির্দেশনা জারি করিবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি শাখা-১।

www. mof.gov.bd

নং-অম/অবি/প্রবি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ **তা**রিখ ঃ ২৩ চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ৬ এপ্রিল ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর 4 ও 7 ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষ্যে 7 ধারায় সংশোধনী আনয়নপূর্বক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি Leave Preparatory to Retirement) কে অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। মূলতঃ LPR সংক্রান্ত বিধি-বিধানের কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সে জন্যে বিষয়টি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো ঃ—

(ক) আইনের 4 ও 4A ধারার অধীনের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৭ বা ৫৯ বছর পূর্তির দিনটি সংশ্লিষ্ট গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের দিন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৯ এর বিধানমতে উক্ত দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত দিন হতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হবে তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের জন্য নির্ধারিত উক্ত দিনটির পরবর্তী দিন হতে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত একজন গণ কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়ের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় অবসর-উত্তর ছুটিকালীন সময়েও বহাল থাকবে।

২। এ নির্দেশনা ১৩-১২-২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৩। এ আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী আদেশ পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৬-৪-১০
(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৪ অধিশাখা
www. moestab.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৮-০২-২০১০ খ্রিঃ/২৬-১০-১৪১৬ বঃ

নং ০৫.১৭৩.০১৩.০৪.০০.০০৫.২০১০-৪৫—গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান মোতাবেক কোন গণকর্মচারীকে সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে অবসর প্রদানের আদেশ জারির বিষয়ে ২০ জুন, ১৯৭৫ তারিখের স্মারকলিপি নং সঃবিঃ(বিধি-৪)-১আর-৯/৭৫-১৪০ বাতিলপূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো ঃ—

(১) গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯ ধারায় (২) উপ-ধারার বিধানমতে কোন গণকর্মচারীর চাকরী ২৫ বছর পূর্ণ হলে জনস্বার্থে সরকার তাঁকে যে কোন সময়ে কোন কারণ না দর্শিয়ে চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করাতে পারেন। উক্ত ৯ (২) উপ-ধারায় প্রদত্ত এ ক্ষমতা সরকার ব্যতীত অন্যকোন অধঃস্তন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(২) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সরকার ব্যতীত এর অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থা বা এর কোন কর্মকর্তা, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যদি মনে করে যে, তদকর্তৃক নিযুক্ত কোন গণকর্মচারীর উক্ত আইনের বিধানমতে ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাঁকে জনস্বার্থে অবসর গ্রহণ করানো উচিত, তা হলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং এরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্মচারীদিগকে অবসর গ্রহণ করানোর বিষয়ের প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁর সদয় আদেশের জন্য পেশ করতে হবে।

(৪) ক্রমিক নং (১), (২) ও (৩) অনুযায়ী কোন গণকর্মচারীকে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, উক্ত অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আদেশ Rules of Business, 1996 এর Rule 5 (ii) এবং Schedule (ii) এ বর্ণিত যে কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারি করা যাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি শাখা-৪

নং সম(বিধি-৪)/বিবিধ-৫১/৮৮-১০৪(৩০০) তারিখ, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৯৫/১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

বিষয় ঃ **২৫ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন করার পরে সরকারি কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদেশক্রমে জানাইতেছে যে ১৯৭৪ সালের দি পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) আইনের ৯(১) ধারা অনুসারে (যাহা নিচে উদ্ধৃত হইল) উক্ত আইনে বর্ণিত একজন পাবলিক সার্ভেন্ট স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

æ9. **Optional Retirement**.—(1) A Public Servant may opt to retire from service at any time after he has completed twenty five years of service by giving notice in writing to the appointing authority at least thirty days prior to the date of his intended retirement :

Provided that such option once exercised shall be final and shall not be permitted to be modified or withdrawn."

২। আইনের উক্ত বিধান অনুসারে একজন পাবলিক সার্ভেন্ট স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করিলে উহা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিতে পারেন কি না এই প্রশ্নে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হইতে গত ৯-১০-১৯৮০ তারিখে স্মারক নং ইডি (আর-৭)-১ আর-৬/৮০-৬৩ দ্বারা আইনগত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়। উহার পরে ৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং এখনও একই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উক্ত স্মারক বলবৎ আছে কি না তাহা জানিতে চাওয়া হইতেছে।

৩। এই প্রসংগে উক্ত ৯-১০-১৯৮০ তারিখের স্মারকের একটি অনুলিপি প্রেরণ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উহা এখনও বলবৎ আছে।

৪। এই স্মারকের প্রাপ্তিস্বীকারের অনুরোধ করা হইল।

মোঃ শামসুজ্জোহা
উপ-সচিব (বিধি)।

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
ESTABLISHMENT DIVISION
Regulation wing
Section VII

OFFICE MEMORANDUM

No. ED(R-VII)IR-6/8063 **Dated 9th October, 1980**

Subject : Optional Retirement Of Public Servants Completion of 25 years of Service.

The undersigned is directed to refer to this Division O.M. No. ED(R-VII) IE-73/77-69 Dated 31-8-77 (copy enclosed) on the above subject and to say that the question as to whether the government have discretion to refuse to accept the option exercised by a public servant under section 9(1) of the Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) for retirement after completion of 25 years of service has been re-examined in this Division in consultation with the Ministry of Law. On such re-examination it is found that the said O.M. did not correctly reflect the legal position on the subject. The correct legal position thereon is as follows:

Section 9(1) of the Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974)gives an unqualified right to a public servant to opt to retire from service at any time after he has completed 25 years of service upon the only condition that he shall have to give a notice in writing to the appointing authority at least 30 days prior to the date of his intended retirement. So when a public servant, after he has completed 25 years of service, gives a notice in writing to the appointing authority opting to retire at least 30 days prior to the date of his intended retirement, he has an unfettered right to retire and the appointing authority is bound to accept the option and has no legal scope to refuse to accept the option.

2. It is requested that above legal position may please be brought to the notice of all concerned. This issued in super session of the said O.M. and all other Memos, and circulars on the subject.

A. A. Khan
Deputy Secretary
Establishment Division.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

নং সম(বিধি-৪)/বিবিধ-২৮/৮৮-৯২, তারিখ, ২৪শে শ্রাবণ ১৩৯৫/৮ই আগস্ট ১৯৮৮

বিষয় ঃ **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৫৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে অবসরগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা।**

সূত্র ঃ **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-১৩৯৩ বাং/১-৪-১৯৮৭ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন নং সম(বিধি-৪)-১ই-৪/৮৭-১৮(৪০০)।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদেশক্রমে জানাইতেছে যে, ১৯৭৪ সালের দি পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) আইনের (হালনাগাদ সংশোধিত কপি সংযুক্ত) ৪নং ধারা অনুসারে উক্ত আইনে বর্ণিত একজন পাবলিক সার্ভেন্ট এর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হইলে অবসরগ্রহণ বাধ্যতামূলক। আইনের এই বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইতিপূর্বে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হইতে একাধিকবার স্মারক জারী করা হইয়াছে । সূত্রে বর্ণিত ১-৪-৮৭ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করা হইল।

২। উপরোক্ত স্মারক জারী সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনের উক্ত বিধানের বরখেলাপ হইতেছে এবং ৫৭ বৎসর পার হইবার পরে অতিরিক্ত চাকুরীকালকে নিয়মিত করিবার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব আসিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ৫৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পরে কাজ করিবার প্রবণতা দেখা যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইলে প্রাপ্য পেনশনের কিছু অংশ কর্তন করিয়া শাস্তির বিধান করা হয়। ইহা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক।

৩। এমতাবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে তাহাদের প্রশাসনিক অধীনে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণের আদেশ যাহাতে ১৯৭৪ সনের পাবলিক সার্ভেন্টস (অবসর) আইনের বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে জারী করা হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাহাদের নিজ নিজ অবসরগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। এই স্মারকের প্রাপ্তিস্বীকার করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

মীর মোজাম্মেল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

নং সম(বিধি-৪)/১ই-৪/৮৭-১৮(৪০০), তারিখ, ১৭ই চৈত্র, ১৩৯৩/১লা এপ্রিল, ১৯৮৭

১৯৭৪ সনের পাবলিক সার্ভেন্টস (অবসর) আইনের (১৯৭৪ সনের ১২নং আইন) ৪নং সেকশন অনুযায়ী একজন পাবলিক সার্ভেন্টের পক্ষে সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে অবসর গ্রহণ বাধ্যতামূলক। মূলতঃ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ যথাসময়ে এই অবসর এবং অবসর প্রস্তুতির ছুটির আদেশ জারির জন্য দায়ি। কিন্তু যদি কোন কর্মচারী অথবা তাঁহার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তাঁহার সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্বে এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তথাপি উপরোক্ত আইন অনুযায়ী তিনি সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন এবং এই অবস্থা তাঁহাকে অবসর প্রস্তুতি ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়।

২। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কোন কোন কর্মচারী এফিডেভিটের মাধ্যমে জন্ম তারিখ পরিবর্তন করেন, যাহার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণের তারিখ সম্বন্ধে গোলযোগ হয়। উল্লেখ্য যে, এফিডেভিটের মাধ্যমে পরিবর্তিত জন্ম তারিখ চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। তাহা ছাড়া বিশেষ কোন কর্মচারীর পক্ষ হইতে যথাসময়ে উদ্যোগের অভাবে অথবা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নীরবতার কারণে অথবা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তার অসাবধানতার জন্য অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাবে সাতান্ন বৎসর বয়স সমাপ্তির পরেও তিনি চাকুরীতে বহাল থাকেন। পরবর্তীকালে কোনও এক সময় সাতান্ন বৎসর বয়সের পরে সম্পাদিত অতিরিক্ত চাকুরী নিয়মিত করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই কার্যক্রম একান্ত অবাঞ্ছিত।

৩। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আইন অনুযায়ী যথাসময়ে একজন কর্মচারীকে অবসর প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব। ইহা যথাযথ পালন না করা অসদাচরণ এবং অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী শাস্তি পাইবার যোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে তাহাদের প্রশাসনিক অধীনে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের আদেশ যাহাতে ১৯৭৪ সনের পাবলিক সার্ভেন্টস (অবসর) আইনের বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে জারি করা হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

মীর মোজাম্মেল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT
Regulation wing

NOTIFICATION

Dacca, the 8th January 1978

No. S.R.O.23-L/85/RI/R/64/84.—In pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, and in supersession of all rules and orders, the president, after consultation with the Bangladesh Public Service Commission is pleased to make the following rules, namely:—

THE MINISTRES AND DIVISIONS (UPPER DIVISION ASSISTANT AND SECTION ASSISTANT) RECRUITMENT RULES, 1984.

1. **Short title**.—These rules may be called The Ministries and Divisions (Upper Division Assistant and Section Assistant) Recruitment Rules, 1984.

2. **Definitions.—**In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context—

(a) æappointing authority" means the Government and includes any officer authorised in this behalf;

(b) æCommission" means the Bangladesh Public Service Commission;

(c) æExamination" means an examination to be conducted by the Commission for the purpse of recruitment to a post;

(d) æprobationer" means a person appointed on probation to post against a substantive vacancy;

(e) ærecognised University" means a University established by or under any Law for the time being in force and includes any other University declared by the Government in consultation with Commission to be a recognised University for the purpose of these rules.

(f) æschedule" means the Schedule annexed to these rules; and

(g) æspecified post" means the post of Upper Division Assistant and Section Assistant in the Ministries and Divisions.

3. **Procedure for Recruitment**.— Subject to the provisions of Schedule-I appointment to a specified post shall be made.—

(a) by promotion; and

(b) by direct recruitment.

4. **Appointment by promotion**.—Appointment by promotion shall be made from amongst the member of the following Pools as per provision of Schedule-I :—

(i) Pool 'A' consisting of Lower Division Assistants and Lower Division Assistant-cum-Typists of Ministries and Divisions.

(ii) Pool 'B' consisting of Typists and Typist-cum-Lower Division Assistants of Ministries and Divisions.

(iii) Pool 'C' consisting of steno-Typists of Ministries and Divisions:

Provided that—

(a) no person unless appointed on regular basis can be a member of any pool;

(b) no person shall be eligible for promotion if he has unsatisfactory records of service; and

(c) no promotion shall be made except on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted by the Government in this behalf.

5. **Appointment by Direct Recruitment**.—(1) Subject to the provision of Schedule-I, no appointment to a specified post by direct recruitment shall be made except upon the recommendation of the Commission.

(2) The commission shall make its recommendation on the basis of the competitive examination and test to be conducted as per rule 6 of these rules.

(3) No person shall be eligible for appointment to a post, if he—

(a) is not a citizen of Bangladesh or a permanent resident of, or domiciled in, Bangladesh;

(b) is married to, or has entered into a promise of marriage with, a person who is not a citizen of Bangladesh.

(4) No appointment to a post shall be made until the person selected for appointment is certified by an authorised medical officer not below the rank of Civil Surgeon to be medically fit for such appointment and that he is not suffering from any such organic defect as is likely to interfere with the discharge of the duties of the post.

6. **Examination**.—(1) For the purpose of recommending a candidate for appointment to a specified post by direct recruitment, the Commission shall conduct a competitive examination and test in the subjects as detailed in Schedule-II.

(2) A candidate who fails to secure minimum 45% marks in the aggregate shall be ineligible for appointment to the specified post:

Provided a candidate securing less than 25% marks in any subject shall be deemed to have secured no marks in that subject.

(3) The commission shall announce the date, time-table, place and such other particulars as it considers necessary for the examination.

(4) An application for admission to an examination shall be submitted to the commission on or before such date as the Commission may announce in this behalf.

(5) No person shall be eligible for an examination unless—

(a) he applied in such form, accompanied by such fee and on or before such date, as in notified by the Commission, while inviting application for the post; and

(b) in the case of a person already in government service or in the service of a local authority, he has applied through his official superior.

7. **Probation**.—(1) Persons selected for appointment to a specified post against a substantive vacancy shall be appointed on probation—

(a) in the case of direct recruitment, for a period of two years from the date of substantive appointment; and

(b) in the case of promotion for a period of one year from the date of such appointment:

Provided that the appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation by a period or periods so that the extended period does not exceed two years in aggregate.

(2) Where, during the period of probation of a probationer, the appointing authority is of opinion that his conduct and work is unsatisfactory or that he is not likely to become efficient, it may, before the expiry of that period,—

(a) in the case of direct recruitment, terminate his service, and

(b) in the case of promotion, revert him to the post from which he was promoted.

(3) After completion of the period of probation including the extended period if any, the appointing authority,—

(a) if it is satisfied that the conduct and work of the probationer during his period of probation has been satisfactory, shall, subject to the provisions of sub-rule (4), confirm him; and

(b) if it is of opinion that the conduct and work of the probationer during that period was not satisfactory, may,—

(i) in the case of direct recruitment, terminate his service; and

(ii) in the case of promotion, revert him to the post from which he was promoted.

(4) A probationer shall not be confirmed in a specified post until he has passed such examination and undergone such training as the Government may, from time to time, prescribe by order.

SCHEDULE I

Sl. No.	Name of the specified post	Age limit for direct recruitment	Method of recruitment	Qualification
1	2	3	4	5
1	Upper Division Assistant or section Assistant of Ministries and Division.	(1)(a)	25% of the vacancies in the specified post shall be filled up by promotion form amongst the members of Pool 'A' referred to in rule 4(i) of these rules on the basis of seniority-cum-merit. (b) 10% of the vacancies in the specified post shall be filled up by promotion from amongst the members of the Pool 'B' referred to in rules 4 (ii) of these rules on the basis of seniority-cum-merit. (c) 15% of the vacancies in the specified post shall be filled up by promotion from amongst the members of the Pool 'C' referred to in rule 4 (iii) of these rules on the basis of seniority-cum-merit.	(1) For Promotion: (i) 5 years service in a feeder posts or post and (ii) Successful completion of such training as may by prescribed by Government by order.
	Between 18 and 25 years	(2)	50% by direct recruitment	(2) for direct recruitment: Bachelor's degree from a recognised University.

SCHEDULE-II

Name of	Subjects	Total marks	Time
1. Bengali	(a) Essay-30 (b) Summary writing-20 (c) Translation English to Bengali-25 (d) Official and other correspondence-25.	100	3 (three) hours
2. English	(a) Essay-30 (b) Summary writing-20 (c) Translation Bengali to-25 English (d) Official and other correspondence-25.	100	3 (three) hours
3. Elementary Mathematics	(a) Arithmetic-50 (b) Arithmetical problems involving test of intelligence-50	100	3 (three) hours
4. General Paper	(a) General knowledge-50 (b) Elementary knowledge of Government Organisations including Autonomous and Semi-Autonomous Organisation-50	100	3 (three) hours

By order of the President

D.S.YUSUF HYDER
Secretary in-charge.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT

Regulation I

NOTIFICATION

Dhaka, the 17th December, 1986

No.S.R.O. 470-L/86/ME/RI/R-79/86.—In exercise of the powers conferred by the priviso to Article 133 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President, after consultation with the Bangladesh Public Service Commission as required by clause (2) of Article 140 of that Constitution, is pleased to make the following amendments in the Ministries and Divisions (Upper Division Assistant and Section Assistant) Recruitment Rules, 1984, namely:—

In the aforesaid Rules, in Schedule-I,—

(1) in column 3, for the words and figures æBetween 18 and 25 years" the words, figures and comma æBetween 18 and 27 years, relaxable upto 45 years for the members of the Pools referred to in rule 4" shall be substituted; and

(2) in column 4,—

(a) in serial No. (1), for the figure æ25%" the figure æ33%" shall be substituted;

(b) in serial No. 1 (b), for the figure æ10%" the figure æ13%" shall be substituted;

(c) in serial No. 1 (c), for the figure æ15%" the figure æ20%" shall be substituted; and

(d) in serial No. (2), for the figure æ50%" the figure æ34%" shall be substituted.

By order of the President

MD. SHAMSUL HAQUE CHISHTY
Secretary.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-১(৩) অধিশাখা

www.moestab.gov.bd

নং ০৫.১৭২.০২২.১১.০৭.০০৯.২০১০-২৮৭ তারিখ, ১৪ মাঘ ১৪১৭বঙ্গাব্দ / ২৭ জানুয়ারি ২০১১

পরিপত্র

বিষয় ঃ **২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৪ (চার) বৎসর চাকুরি পুর্তিতে সিলেকশন গ্রেড প্রদান।**

চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৭ এর উপানুচ্ছেদ ৯ এর বিধান অনুযায়ী সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিম্নোক্ত শর্তাধীনে ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হইবেন ঃ

(ক) চাকরিতে স্থায়ী হইতে হইবে;

(খ) ২য় শ্রেণীর পদে চাকরির মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর পূর্ণ হইতে হইবে; চাকরির মেয়াদকাল গণনার ক্ষেত্রে অস্থায়ী রাজস্বখাতভুক্ত পদের চাকরিকালও গণনাযোগ্য হইবে; এবং

(গ) চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক হইতে হইবে।

২। এই আদেশ ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/১৯৬ তারিখ, ১-১১-২০০৩ খ্রিঃ / ১৭-৭-১৪১০ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **সকল বিসিএস ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডে বেতন স্কেলভুক্ত পদের ৫০% পদের বিপরীতে ৫ম গ্রেডে বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রসংগে।**

বিভিন্ন বিসিএস ক্যাডারের বেতন স্কেলের অসামঞ্জস্য দূরীকরণের লক্ষ্যে The Services Re-organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) ধারা-৫ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিল ঃ

(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসভুক্ত সকল ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের বেতন স্কেলভুক্ত পদের ৫০% পদে ক্যাডারে ১০ (দশ) বৎসর চাকুরি পূর্তি, সন্তোষজনক চাকুরির রেকর্ড ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ৫ম গ্রেডের বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হইবেন।

(খ) যে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তা ইতোমধ্যে উক্ত সুবিধা পাইয়াছেন তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজ্য হইবে না।

(গ) এই আদেশ অনুযায়ী কোন ক্যাডারের কতগুলি পদের বিপরীতে এই সুবিধা প্রাপ্য হইবেন তাহা ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস এর অনুমোদিত ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ সংখ্যা ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্ধারণ করিয়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক সরকারি আদেশ জারি করিবেন।

(ঘ) পদের সংখ্যা বেজোড় (১ এর অধিক) হইলে ৫০% পদ হিসাবের সময় ১টা পদ বাদ দিতে হইবে। তবে, পদের সংখ্যা ১টি হইলে ব্যতিক্রম হিসাবে ১টি পদের বিপরীতে ১টি পদেই এই সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(ঙ) শূন্য পদের বিপরীতে এই সিলেকশন গ্রেড সুবিধা প্রদানের সময় গণনা করা যাইবে না অর্থাৎ কর্মরত পদ সংখ্যার ভিত্তিতে ৫০% গণনা করিয়া এই সিলেকশন গ্রেডের পদ সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(চ) এই প্রজ্ঞাপনটি জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও পরিঃ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১

নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩(অংশ-৩)/১০৯ তারিখ, ১৪ আষাঢ় ১৪১২ / ২৮ জুন ২০০৫

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ **বিসিএস ক্যাডারসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য ৬ষ্ঠ গ্রেডে বেতন স্কেল হইতে ৫ম গ্রেডের বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রসংগে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, The Services Re-organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা-৫ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১-১১-২০০৩ খ্রিস্টাব্দের প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-২৫/৯৩/১৯৬ বাতিলপূর্বক নং এস, আর, ও ১১৯-আইন/২০০৫/অম/অবি (বাস্ত-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-১/২০০৫/৭৩ এর নং অনুচ্ছেদের (৭) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসরণে বিসিএস ক্যাডারসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রসঙ্গে সরকার নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি জারি করিল ঃ

(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারসমূহের সকল পদে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫-এর ৬ষ্ঠ স্কেলভুক্ত কর্মরত কর্মকর্তাগণ ১০০%, ১০ (দশ) বৎসর চাকুরি পূর্তি,ও সন্তোষজনক চাকুরির রেকর্ডের ভিত্তিতে ৫ম গ্রেডের বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্য হইবেন। স্থায়ী পদে কর্মরত পদসংখ্যার ভিত্তিতে এই সিলেকশন গ্রেডের পদসংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) যে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তা ইতোমধ্যে উক্ত সুবিধা পাইয়াছেন অথবা ১০ (দশ) বৎসর চাকুরি পূর্তিতে বা তাহার পূর্বে ৫ম গ্রেডের বেতনস্কেলভুক্ত পদে পদোন্নতি পাইয়াছেন তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজ্য হইবে না।

(গ) এই আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রনালয়/বিভাগ Composition and Cadre Rules-এর অনুমোদিত ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ সংখ্যা নির্ণয় করিয়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক সরকারি আদেশ জারি করিবে।

(ঘ) যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে যাহারা যোগ্য বিবেচিত হইবেন তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে।

(ঙ) এই বিজ্ঞপ্তিটি ১-১-২০০৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

মোহাম্মদ আলী খান
যুগ্ম-সচিব (বাস্তঃ ও প্রবিধি)
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

শাখা-৩

নং অম/অবি/বাস্ত-৩/টাইম স্কেল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) তারিখ ঃ ১০-১১-১৯৯৭ খ্রি

বিষয় ঃ **সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) যুগপৎভাবে প্রদান সংক্রান্ত।**

অর্থ বিভাগের ১-৫-৮৪ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন নং MF/FD(Imp)-III-R(G)-12/83/79-তে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী কোন কর্মচারীকে, পদোন্নতি ব্যতিরেকে, পদের মূল স্কেল অপেক্ষা ৩টির বেশী উচ্চতর স্কেল প্রদেয় নহে। অপরদিকে, অর্থ বিভাগের ৫-৮-৮৫ তারিখের স্মারক নং অম/অবি(বা)-৩-আর(জি)-১-৮৪(অংশ-৪)-১২৫তে ৮ অথবা ১২ অথবা ১৫ বৎসর চাকুরি পূর্তির পর সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে, সিলেকশন গ্রেডের জন্য নির্ধারিত স্কেল অপেক্ষা উচ্চতর স্কেল ব্যক্তিগত স্কেল হিসাবে প্রদানের বিধান রাখা হইয়াছে। এই প্রেক্ষিতে উক্ত রূপে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত স্কেল কোন পদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চতর স্কেলের (টাইম-স্কেল) মধ্যে গণ্য করা হইবে কিনা সেই সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত সংশয় নিরসনের লক্ষ্যে আদিষ্ট হইয়া এতদ্বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা জারি করা হইল ঃ—

"যে সকল পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল এবং উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) এর উভয় প্রকার সুবিধা বিদ্যমান, সেই সকল সেই পদে একজন কর্মচারী প্রচলিত বিধান মোতাবেক প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সিলেকশন গ্রেডের অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) এর সুবিধা প্রাপ্য হইবেন, অর্থাৎ কোন কর্মচারী নির্ধারিত স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হইলে বা নির্ধারিত স্কেলে সিলেকশন গ্রেড না পাওয়ার কারণে ব্যক্তিগত স্কেল হিসাবে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হইলে, উহা নির্ধারিত সংখ্যক টাইম স্কেলের মধ্যে গণ্য হইবে না। এই ক্ষেত্রে, প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অবশিষ্ট উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উক্তরূপে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত স্কেল কোন অন্তরায় হইবে না এবং কোন কর্মচারীই পদের জন্য নির্ধারিত সিলেকশন গ্রেড স্কেলের পরবর্তী তিনটি উচ্চতর স্কেল এর বেশি উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) হিসাবে প্রাপ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, একই গ্রেডেশন তালিকাভুক্ত কোন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকারের মধ্যে বেতন স্কেলের বৈষম্য দেখা দিলে, সেই ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ৭-৬-৯৫ তারিখের স্মারক নং অম/অবি(বা)-৩-সি-১/৯২/২২তে বর্ণিত বিধান প্রয়োগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সাঁটলিপিকারের বেতন স্কেলের সমতা আনয়ন করা যাইবে।"

]

আবু বকর সিদ্দিক
উপ-সচিব-২(বাস্তবায়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন-২ শাখা

আদেশ

ঢাকা, ২৬ পৌষ, ১৪০০/৯ জানুয়ারি, ১৯৯৪

নং এস, আর, ও-১১-আইন/৯৪/সম (উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন-২)৭৩/৯৩-০১-Services (Reorganisation and Condition) Act, 1975, (XXXII of 1975) Section 5(1)—এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিল ঃ—

(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসভুক্ত সকল ক্যাডার এবং সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রথম শ্রেণীর মোট নিম্নতম পদ অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ এর ২৮৫০—৫১৫৫ টাকা স্কেল বিশিষ্ট মোট পদের ৫০% ভাগ পদের বিপরীতে সিলেকশন গ্রেড অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১ এর ৪১০০-(১৬×১৫০)—৬৫০০ টাকার স্কেল প্রদান করা হইবে; এবং

(খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত সিলেকশন গ্রেড প্রদানের কারণে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের জন্য অনুমোদিত বিদ্যমান কাঠামোর মোট পদসংখ্যা পরিবর্তন করা যাইবে না;

(গ) ইতঃপূর্বে কোন ক্যাডার/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের প্রথম শ্রেণীর মোট নিম্নতম পদের ৫০% ভাগ বা ততোধিক পদের বিপরীতে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হইয়া থাকিলে নূতনভাবে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করার ক্ষেত্রে উক্ত ৫০% ভাগ অতিক্রম করা যাইবে না;

(ঘ) এই আদেশ অনুযায়ী কোন ক্যাডার/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের কতটি পদের বিপরীতে সিলেকশন গ্রেড প্রদেয় হইবে তাহা উক্ত ক্যাডার/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে অর্থাৎ অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর মোট নিম্নতম পদসংখ্যা এবং সিলেকশন গ্রেড প্রদানযোগ্য পদসংখ্যার ভিত্তিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ/মঞ্জুরি আদেশ জারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে।

২। সরকারি গেজেট জারির তারিখে এই আদেশ কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাবিবুর রহমান
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

প্রবিধি শাখা-২

নং অম(অবি)/প্রবি-২/ছুটি-৬/৮৬/২৮ তারিখ ৬ই চৈত্র ১৩৯৫/২০শে মার্চ ১৯৮৯

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, অত্র বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১৭-৩-১৯৭৯ইং তারিখের এস, আর, ও নং ৬১-এল/৭৯ এম এফ (আর-।।/এল-১/৭৮/৭১ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রাপ্যতার ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত চার ধরনের তথ্য বিবেচনা করা হয় বলিয়া সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে ঃ—

(১) চাকুরীতে নিয়োগের তারিখ;

(২) বিগত শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি শুরুর তারিখ;

(৩) ছুটি শেষ হওয়ার পরের দিনের তারিখ;

(৪) আবেদনপত্রের তারিখ।

এই চার ধরনের গণনার দরুন সম্ভাব্য বিভ্রান্ত দূরীকরণার্থে নিম্নবর্ণিত স্পষ্টীকরণ প্রদান করা হইল ঃ

(ক) ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আবেদনকারীর আবেদনের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর হিসাব করিতে হইবে;

(খ) কোন কর্মচারী যে মাসে ছুটিতে যাইবেন সেই মাসে যে মূল বেতন পাইবেন উহাই তাঁহার চিত্ত বিনোদন ছুটির বিধি সম্মত একমাসের বেতন বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

শাখা বিধি-৫

পরিপত্র

তারিখ, ১৩ই ফাল্গুন ১৩৯৩/১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

নং সম(বিধি-৫)১ডি-১/৮৭-৩০(৫০)—সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী/(শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার আওতায় বিভাগীয় শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ করার সময় পদ্ধতিগত কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে, অনেক সময় কেসের আইনগত ভিত্তি নষ্ট হয় এবং কেসের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার নিরসনকল্পে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায় ঃ

(১) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে লঘুদন্ড প্রদানের জন্য অভিযোগনামা (চার্জ-শীট) তৈরী করার প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র অভিযোগসমূহ অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিত করিয়া কৈফিয়ত চাওয়া যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত যথাযথ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ বিধি সম্মত। এই কৈফিয়ত বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন (শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য)।

(২) লঘুদন্ড আরোপের জন্য পদ্ধতিগত বিধান অনুসরণ করিয়া গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না । তবে, গুরুদন্ড আরোপের বিধান অনুসরণ করিয়া লঘুদন্ড প্রদান করিতে বিধিগত অসুবিধা নাই (বিধি ৭(২)বি দ্রষ্টব্য)।

(৩) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গুরুদন্ড আরোপের জন্য প্রথম কৈফিয়ত তলবের সময় অভিযোগনামার সাথে অভিযোগের বিবরণীও প্রেরণ করিতে হয় এবং কৈফিয়ত তলবকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ত পেশ করিবার জন্য বলিতে হয়। কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন (বিধি ৭(১) ও (২) দ্রষ্টব্য)।

(৪) গুরুদন্ড আরোপের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড গঠন করিতে হয়। তদন্ত বোর্ড তিন সদস্যবিশিষ্ট হইবে (বিধি ৯(১০) দ্রষ্টব্য)। তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে তদন্ত চলাকালীন দৈনন্দিন কার্য-বিবরণী, সাক্ষীগণের লিপিবদ্ধ জবানবন্দী ইত্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের সাথে একমত পোষণ করিতে বাধ্য

নয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ডের সাথে তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে দ্বিমতের কারণে ভিন্ন তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা বিধি সম্মত নয়। তবে, তদন্তকালে কোন বিষয় বাদ পড়িলে বা কোন বিষয় নূতনভাবে কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আসিলে,একই তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা পুনঃ তদন্ত করানো যায় (নং ইডি(রেগ-৬)এস-১২৮-৭৮/১৮(৫০০), তারিখ ঃ ৩-৭-১৯৭৯)।

(৫) বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হইতেই তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা বিধি সম্মত (নং ইডি (বিধি-৪)১-৭৯/৮৩-৭০, তারিখ ঃ ৩১-৩-৮৩)। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৪-৬-৮৬ তারিখের এমই (রেগ-৫)১ডি-১১/৮৬/৭৪ নং বিজ্ঞপ্তি অনুসরণীয়।

(৬) একই অভিযোগে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে একাধিকবার মামলা রজু করা বিধি সংগত নয় এবং একাধিকবার শাস্তি প্রদান বিধি বহির্ভূত (সংবিধানের ৩৫(২) ধারা)।

মোঃ শাসমুজ্জোহা
উপ-সচিব (বিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-৫
www.mof.gov.bd

নং ০৫.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭(অংশ)/২০৩ তারিখ ঃ ০৯-০৯-২০১০ খ্রিঃ / ২৫-০৫-১৪১৭ বঃ

বিষয় ঃ **একই সাথে বৈদেশিক ভাতা ও প্রেষণ ভাতা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ (ক) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-০৫.১৭২.০২২.০৬.০০.০১৪.২০১০.৯৩ তারিখঃ ২ জুন/ ২০১০ ইং

(খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-বাম/সিই/১(৫৮)/২০০৭-র-৩/১৩৫ তারিখ ঃ ০২-০৯-১০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের বিভিন্ন উইং-এ কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ একই সাথে 'বৈদেশিক ভাতা' ও 'প্রেষণ ভাতা' প্রাপ্য হবেন না। তাঁরা শুধুমাত্র 'বৈদেশিক ভাতা' প্রাপ্য হবেন।

মাহবুবা আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
শাখা-৪

নং অম/অবি/প্রবি-৪/প্রঃ তাঃ-১/২০০৪/১৮ তারিখ ঃ ৯-০৩-২০০৪ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০০৩ অনুযায়ী সরকার পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত অফিসারদের মূল বেতনের ৩০% ভাগ হারে বিশেষ ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-সম/নথি ও তাঃ প্রঃ-১/জপ্রপ্রনী-৩৪/২০০৩/২১/তারিখঃ-১৪-২-২০০৪ ইং**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ২২-৫-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত "ঙ" নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "Public Administration Training Policy-2003" এর নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ ৯.০(ii) বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্থ বিভাগের ঘটনোত্তর সম্মতি জ্ঞাপন করা হ'ল" ঃ—

9.0 (ii) Special Allowance. Officers on deputation selected from the pool (8.3) to training institutions will be entitled to special allowance @ of 30 p.c. of basic pay.

মোঃ শরাফত আলী
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১(৩) অধিশাখা

নং ০৫.১৭২.০২২.০৬.০০.০১৪.২০১০.৯৩, তারিখ ঃ ০২ জুন ২০১০ খ্রিঃ / ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ বঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সামরিক/বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের মূল বেতনের ২০% প্রেষণভাতা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা।**

সকল সরকারি (সামরিক/বেসামরিক) কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মকালীন মূল বেতনের ২০% প্রেষণভাতা প্রাপ্ত হবেন মর্মে অর্থ বিভাগের ০৭-০৪-২০০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/প্রবিধি-৬/প্রঃমঃ/ভাতা ৬/২০০৭(অংশ)/৩১ জারি করা হয়। কিন্তু প্রেষণ ভাতার জন্য কোন কোন নিয়োগ/পদায়নকে প্রেষণ হিসেবে গণ্য করা হবে, এ সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান কোন নির্দেশনা না থাকায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত প্রেষণভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হল ঃ

১। সকল সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তা নিম্নোক্ত পদসমূহে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত-ভাবে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে প্রেষণভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

(ক) সরকারি কর্মকর্তাগণের স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রেষণে পূরণযোগ্য পদসমূহে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে ;

(খ) সরকারের এক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রেষণে পূরণযোগ্য পদসমূহে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে ;

(গ) নিয়োগবিধিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের বিধান থাকার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে ;

(ঘ) স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পের পিপি/ডিপিপিতে যে সকল পদে প্রেষণে নিয়োগের বিধান রয়েছে ঐ সকল পদে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে ;

(ঙ) বেসামরিক পদের সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে যে সকল পদে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগের বিধান রয়েছে উক্তরূপ পদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের ক্ষেত্রে।

২। প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হবে তাঁকে সেই প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধিবিধান পালন করতে হবে।

৩। প্রেষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

৪। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে এবং এ নির্দেশনা ০৭-০৪-২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৬ শাখা

নং-অম/অবি/প্রবিধি-৬/প্রঃমঃ/ভাতা-৬/২০০৭(অংশ)/৩১ তারিখ ঃ ২৪-১২-১৪১৪ বঃ / ০৭-০৪-২০০৮ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **সামরিক/বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের ২০% প্রেষণ ভাতা প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র ঃ (১) সংস্থাপন বিভাগ এর অফিস স্মারক নং R II/IC-I/72-63 তারিখ- ২৫.০৫.১৯৭২।

(২) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং Pay-25/82/D-19 তারিখ- ১৪.৭.১৯৮৩।

সরকার প্রেষণে কর্মকালীন সময়ে সকল সামরিক/বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তার জন্য প্রেষণভাতা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

১। সকল সরকারি (সামরিক/বেসামরিক) কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মকালীন সময়ে মূল বেতনের ২০% প্রেষণ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

২। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর ক্ষতিপূরণ ভাতা, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর) এর বিশেষ গার্ড ভাতা, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) এর র‍্যাব ভাতা এবং সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাতা যথারীতি বহাল থাকবে। এ সব ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবর্তিত প্রেষণ ভাতা প্রযোজ্য হবে না।

৩। প্রেষণে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য অর্থ বিভাগ হতে ইতিপূর্বে জারিকৃত মূল বেতনের ২০% ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদানের অফিস স্মারকসমূহ বাতিল করা হল। তদস্থলে উক্ত কর্মকর্তাগণ প্রেষণে কর্মকালীন সময়ে মূল বেতনের ২০% প্রেষণ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

ফজলে কবির
অতিরিক্ত সচিব(ব্যঃ নিঃ ও প্রবিধি)।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১(৩) অধিশাখা

নং ০৫.১৭২.০২২.০৬.০০.০১৪.২০১০.১৮৯, তারিখ ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রিঃ / ০৮ আশ্বিন ১৪১৭ বঃ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন, নিয়ম শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধি বিধান প্রতিপালন।**

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ০৫.১৭২.০২২.০৬.০০.০১৪.২০১০-৯৩ তারিখঃ ০২ জুন ২০১০।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক। সূত্রোক্ত পরিপত্রে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দকে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হবে তাদেরকে সেই প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধি-বিধান পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ মন্ত্রণালয় অবগত হয়েছে যে প্রেষণে কর্মরত কোন কোন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন না। সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন না করা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণের সামিল এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর পরিপন্থী।

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো এবং প্রেষণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন, নিয়ম শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-৬

নং অম/অবি/প্রবিধি-৬ প্রঃমঃ/ভাতা-১১/২০০৭/১৩০ তারিখ ঃ ১৪-০৮-১৪১৪বঃ / ২৮-১১-২০০৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

বিষয় ঃ **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক ভাতা (Daily Allowance) এর হার সংশোধন।**

সূত্র ঃ অম/অবি/(প্রবি-৪)/টিএ/ডিএ-১/২০০০/১৭৬ তারিখঃ ২৩-১-২০০৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের আদেশ সংশোধনক্রমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক ভাতার হার নিম্নরূপে পরিবর্তন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

১। **দৈনিক ভাতা ঃ**

ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত সাধারণ বিধিমালা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বেসামরিক/সামরিক প্রশাসনের আওতাধীন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নরূপ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ

শ্রেণী বিন্যাস	মূল বেতন	সাধারণ হার	ব্যয় বহুল স্থানের উপর হার (অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট শহরের জন্য)
ক-শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তা।	(১) ৬৮০০ হতে ৯০০০ টাকা পর্যন্ত	২০০ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩% অধিক।
	(২) ৯০০১ টাকা হতে ১৪৯৯৯ টাকা পর্যন্ত	২৫০ টাকা	
	(৩) ১৫০০০ টাকা হতে ২০৬৯৯ টাকা পর্যন্ত	৩০০ টাকা	
	(৪) ২০৭০০ টাকা হতে ২২৬৯৯ টাকা পর্যন্ত	৩৫০ টাকা	
	(৫) ২৩০০০ টাকা (নির্ধারিত) ও তদূর্ধ্ব	৪০০ টাকা	
খ-শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী।	(১) ৬৮০০ টাকার কম মূল বেতন গ্রহণকারী সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা।	১৪০ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩% অধিক।
	(২) ৪,৮০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল বেতনের সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী।	১২০ টাকা	
গ-শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী।	খ ও ঘ শ্রেণী ব্যতিরেকে সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী।	১০০ টাকা	সাধারণ হারের ৩৩% অধিক।
ঘ-শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী।	ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টেবল (প্রধান কনস্টেবল ব্যতীত) জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Borstal School) এর দ্বাররক্ষী এবং সকল চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।	৮০ টাকা।	

২। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথ ভাড়া ভাতার হার এবং বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা ১-৮-১৯৯২ তারিখের অম/অবি(প্রবি-২)/টি,এ/ডি,এ-১৭/৮৫-৪০ নং অফিস স্মারক অনুসারে নির্ধারিত হবে। তবে, বদলীজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ২২ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩। পথ ভাড়া ভাতা নির্ণয়ের জন্য এবং বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২৩-১-২০০৩ তারিখের অম/অবি(প্রবি-৪)/টিএ/ডিএ-১/২০০০/১৭৬ স্মারকের অনুচ্ছেদ ৩, ৪ ও ৫ এর বিধানাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাজিয়া বেগম, এন,ডি,সি
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্রবিধি)।

SERVICES AND GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Regulation Branch
Section-I

No.SGA/RI/IS-33/69/71 (350), dated Dacca, the 28th March, 1969

Subject : **Conversion of temporary posts into permanent ones and contingent and work-charged staff into regular establishment.**

In supersession of all previous orders on the subject noted above, Government have been pleased to decide in consultation with the Finance Department as follows:

(1) All temporary class III and class IV posts of permanent nature which have been in existence for five years or more may be converted into permanent ones in consultation with the Finance Department.

(2) All posts in class III and class IV which are paid from contingency and continuing for ten years or more may be brought into regular establishment in consultation with Finance Department.

(3) Fifty percent of the non-gazetted posts in the work-charged establishment existing for ten years or more may be brought into regular establishment in consultation with Finance Department.

All Departments and Directorates are requested to take up the question of converting the temporary posts into permanent ones and bringing the posts paid from contingency and 50% of the posts in the work-charged establishment into regular establishment on the principle enunciated in items 1,2 and 3 repectively in consultation with the Finance Department.

L.R. KHAN
Deputy Secretary

GOVERNMENT OF BANGLADESH
MINISTRY OF CABINET AFFAIRS
Establishment Division
Regulation Wing-I.

Memo. No. Estb./RI/S-46/72/55, dated, Dacca, 21st April, 1972.

Subject : **Conversion of temporary posts into permanent ones and contingent and work-charged staff into regular establishment.**

The Government under Memo. No. SGA/RI/IS-33/69/71 (350), dated 28th March, 1969 (copy enclosed) issued orders for conversion of certain temporary posts into permanent ones and contingent and workcharged staff into regular establishment. It appears that these decisions have not been fully implemented as a result of which the employees concerned have not yet, got the benefit of the said decisions. It has, therefore, been decided that the decisions referred to above should be implemented immediately. It has further been decided that the conversion, as decided earlier, of the posts which have been in existence for 5/10 years or more, should be done with effect from the date the posts were created and the employees should be absorbed against the posts with effect from the date of their appointment. In absorbing the employees the persons who have the longest period of service and are retiring or are on the verge of retirement should be given preference so that they get retirement benefit on retirement under the President's Order No. 14 of 1972.

2. The persons who have already retired since the promulgation of the President's Order No. 14 of 1972 should also be given the benefit of absorption into regular establishement by issue of orders retrospectively and giving retirement benefits provided they had the prescribed length of service.

3. The Ministry of Finance has been consulted.

M.M. ZAMAN
Secretary

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF CABINET AFFAIRS

Establishment Division

Regulation Wing-I.

Section-IV

No.ED(RV)IP-75/73-387, dated Dacca the 8th October, 1974.

SUBJECT : Gr**ant of pension to the Contingent & Workcharged employees who have been brought into regular establishment.**

The undersigned is directed to refer to the Establishment Division O.M. No Estb/RI/S-46/72-55, dated 21st. April, 1972 regarding conversion of temporary posts into permanent ones and contingent and workcharged staff into regular establishment and to state that it has been decided by the Government that the Contingent/Workcharged employees who are absorbed into regular establishment in terms of the order contained in the said memo. shall be entitled to retirement and pensionary benefits even if their posts are included in the list of non-pensionable posts in schedule I of B.S.R. Pt. 1.

2. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance.

A B M MOTAHAR HUSSAIN
Joint Secretary

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৩ শাখা।

নং-সম(বিধি-৩)-কন্টিন-৩/২০০৬-৩২ তারিখ ঃ ১৬ কার্তিক ১৪১৩ বঙ্গাব্দ / ৩১ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড/কন্টিনজেন্ট কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত।**

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড/কন্টিনজেন্ট কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়মিতকরণের বিষয়টি বিদ্যমান সরকারি সার্কুলার ও বিধি-বিধানসমূহের আলোকে পর্যালোচনাপূর্বক অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ঃ—

(ক) ২৩ জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তার পূর্বে নিয়োগকৃত ও যোগদানকৃত ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তার পূর্বে নিয়োগকৃত ও যোগদানকৃত কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদেরকে বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়ন করা যাবে।

(খ) নিয়মিতকরণযোগ্য ওয়ার্কচার্জড ও কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের সর্ম্পকে প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি ছাড়াও কর্মচারীর নাম ও পদবি, পিতার নাম, নিয়োগের তারিখ, যোগদানের তারিখ, যোগদানের তারিখে বয়স, কী পদ্ধতিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, কোন বিধি/বিধান/আদেশ বলে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, নিজ জেলা, বেতন ভাতা পরিশোধের খাত, বর্তমান মূল বেতন, মোট বেতন, নিয়োগকালীন সময় বেতন স্কেল, যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন ইত্যাদির আলোকে নিয়মিতকরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ একটি তথ্য ছক প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(গ) দশ বছর বা তদূর্ধ্ব সময় চলমান সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ওয়ার্কচার্জড পদের শতকরা ৫০ ভাগ নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়ন করা যেতে পারে। কর্মচারীদেরকে নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়নের ক্ষেত্রে ২১ এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখের No.Estb/RI/S-46/72/55 স্মারকের নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে। এ নিয়মিতকরণ কেবলমাত্র ২৩ জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তার পূর্বে নিয়োগকৃত ও যোগদানকৃতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইতোমধ্যে নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়নকৃতদের শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে মোট সংখ্যা হতে বাদ দিয়ে অবশিষ্টদের নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়ন করা যাবে। শতকরা ৫০ ভাগের এই হিসাব কেবলমাত্র একবারের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ৬ আগস্ট, ১৯৭৩ তারিখের No.ED(R-IV)-IR-27/72-195 স্মারক প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তার পূর্বে নিয়োগকৃত ও যোগদানকৃত কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের সকলেই নিয়মিতকরণের আওতায় আসবেন।

(ঙ) ৮ অক্টোবর, ১৯৭৪ তারিখের No.ED(RV)IP-75/73-387 স্মারক অনুযায়ী যে সকল কন্টিনজেন্ট/ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীকে নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়ন করা হবে তারা অবসর ও পেনশন সুবিধা পাবেন।

(চ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০৫/০৯/৮৯ তারিখের সম/সওব্য(সমন্বয়)-১৪৮/৮৫-৪৫৩(৪৬) নং স্মারক অনুযায়ী পদ সংরক্ষণ করতে হবে। তবে এ ধরনের পদে নিয়মিতকৃত কর্মচারীদের পদত্যাগ, মৃত্যু, অবসর ইত্যাদিজনিত কারণে পদ শূন্য হলে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে।

(ছ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (সওব্য) এর সভাপতিত্বে ২৮ জুলাই, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি যথা পদ্ধতিতে ওয়ার্কচার্জড/কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

০২। ওয়ার্কচার্জড/কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে তাঁদের সঠিকভাবে সনাক্তকরণের স্বার্থে অনুচ্ছেদ ১ (খ)-এ বর্ণিত শর্তাদি আবশ্যিকভাবে পালনযোগ্য।

সামসুদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

এসপি শাখা

নং-সম(এসপি-ডি,এ)-১/৮৪-৩৮ (১০০) তারিখ ঃ ১৩-৩-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

নির্দেশ মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-১-৮৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের এমইআর (এসপি/ বিএইচটি এর ইউনিটি)-৩১/৮৩-১৫ নং তার বার্তার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। জেলা, মহকুমা ও উপজেলার উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের সমন্বয়/ আত্মীকরণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে ঃ

(১) কোন মহিলা কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা যাইবে না।

(২) চাকুরিতে সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল উদ্বৃত্ত ঘোষিত হইবেন। এই ব্যাপারে কোন প্রকারের কোটা বা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচিত হইবে না।

(৩) নিজস্ব জেলার মধ্যেই উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকই তাহার জেলায় বা উপজেলায় অন্যান্য অফিসের উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের আত্মীকরণের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৪) এক জেলার লোককে অন্য জেলায় আত্মীয়করণের ক্ষমতা কোন জেলা প্রশাসকেরই থাকিবে না এরূপ ক্ষেত্রে নিজস্ব জেলায় সমন্বয়/আত্মীকরণের পরে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নামের তালিকা সংলগ্ন ছকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে (উদ্বৃত্ত শাখায়) পাঠাইতে হইবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আন্ত:জেলা সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৫) আত্মীকৃত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত কর্মচারী তাহার নিজস্ব অফিস হইতেই বেতন ভাতা ইত্যাদি পাইতে থাকিবেন।

(৬) আত্মীকরণ কেবলমাত্র সম স্কেলেই হইবে। অর্থাৎ ৩০০-৫৪০/- টাকা স্কেলের উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র ৩০০-৫৪০/- টাকা স্কেলেই আত্মীকৃত হইবে। নিম্নতর বা উচ্চতর কোন পদের জন্যই বিবেচিত হইবেন না।

সৈয়দ নূরুল ইসলাম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা

স্মারক নং-ইডি(এসপি)-৬৯/৮৩-১৯৪(৩) তারিখ, ১৬-৩-৮৭ খ্রিস্টাব্দ/১-১২-৯৩ বঙ্গাব্দ

প্রেরক ঃ মোঃ সাইফুল হাসিব,
সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ (১) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (বেসামরিক)
(২) সকল প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

বিষয় ঃ **উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ।**

উদ্বৃত্ত কর্মচারী আত্মীকরণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ নং ২৪) এর ৬ নং ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যথাযথ বিবেচনান্তে সরকার নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

(ক) উদ্বৃত্ত কর্মচারীগণের মূল বেতন স্কেলের বিপরীতেই তাঁহাদিগকে আত্মীকরণ করিতে হইবে এবং উদ্বৃত্ত থাকাকালে যদি তাঁহাদের সিলেকশন গ্রেড কিংবা টাইমস্কেল প্রাপ্য হইয়া থাকে তাহা তাঁহারা ঐ প্রাপ্য সিলেকশন গ্রেড অথবা টাইমস্কেলেই বেতন আহরণ করিবেন।

(খ) সমস্কেলের পদ শূন্য না থাকায় যদি কোনো উদ্বৃত্ত কর্মচারী নিম্নতর বেতনস্কেলে আত্মীকৃত হইয়া থাকেন তবে তিনি উদ্বৃত্ত থাকাকালীন বেতনস্কেলেই আত্মীকরণকারী দপ্তর হইতে মূল বেতন আহরণ করিবেন। উদ্বৃত্ত থাকাকালীন বেতন স্কেলে তিনি সিলেকশন গ্রেড এবং টাইমস্কেলে সুবিধা পাইবেন।

(গ) আত্মীকৃত কর্মচারীগণ উদ্বৃত্ত থাকাকালীন সময়ে সিলেকশন গ্রেড/টইিমস্কেল প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে আত্মীকরণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা উহাদের অধীনস্থ দপ্তরে যদি সমমানের পদে সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেলের ব্যবস্থা থাকে তবে তাঁহাদিগকে মূল বেতন স্কেলের বিপরীতে আত্মীকরণ না করিয়া সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেলে আত্মীকরণ করিতে হইবে।

(ঘ) উপর্যুক্ত প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের ফলে আত্মীকৃত সরকারি কর্মচারীদের সকল প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধ করিতে হইবে।

২। ইহা অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন উইং এর সম্মতিক্রমে জারি করা হইল।

আপনার অনুগত,

মোঃ সাইফুল হাসিব
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-৪ শাখা
তারিখ, ৬ই শ্রাবণ ১৩৯৭/২২শে জুলাই ১৯৯১
অফিস স্মারক

নং সম/ডি৪ (আচরণ)-৭/৯০-২৬৮(১৫০)—

বিষয় ঃ **অফিস সময়ে অফিস বহির্ভূত কাজ হইতে বিরত থাকা প্রসংগে।**

সরকার গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে, সরকারী/আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অফিস চলাকালীন সময়ে অফিস ত্যাগ করিয়া সভা সমিতিতে যোগদান করেন। এমন কি কখনো কখনো অফিস অংগনেও বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য মিছিল, শ্লোগান এবং সভায় মাইক যোগে সমাবেশের আয়োজন করেন। এ ধরণের কার্যকলাপ একদিকে যেমন অফিসের কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অপরদিকে তেমনি ইহা অফিস শৃংখলার পরিপন্থীও বটে। অধিকন্তু তাহাদের এহেন কার্যকলাপে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

২। এমতাস্থায় সরকার আশা করেন যে, সকল সরকারী/আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জনস্বার্থে এ ধরনের কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবেন।

৩। এ বিষয়ে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

মো ঃ হাসিনুর রহমান
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিদেশ প্রশিক্ষণ শাখা
তারিখ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪০০/১১ই অক্টোবর, ১৯৯৩

ন-সম(বিঃপ্রঃ)-৯৪/৯৩-৪৬২—

বিষয় ঃ **স্কাউট এর সভা-সমাবেশে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তাদের যোগদানের ব্যয় বহন প্রসংগে।**

সুত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নং-সম(বিঃপ্রঃ)-৩০/৯৩-১৫৮, তাং ৮-৩-১৪০০বাং/২২-৬-৯৩ইং।

(২) বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্মারক নং-বাঃস্কাঃ (আন্তর্জাতিক)-২১৯-৪২৩৮, তারিখ ১-৯-৯৩ইং।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, স্কাউটস এর বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তাদের যোগদানের জন্য মনোনয়ন ও ব্যয় বহন সম্পর্কে মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত নীতি গ্রহণ করেছে ঃ

ক. কোন কর্মকর্তাকে স্কাউটস এর কোন সভা/সেমিনারে স্কাউটস কর্তৃপক্ষ মনোনয়ন দিতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে;

খ. সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় অনুমোদনের কাগজপত্র তাঁর নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

গ. সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতীত স্কাউট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তার ব্যয় সরকার বহন করবে না।

মুজতাবা রিজওয়ান
সহকারী সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-৪ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯শে ডিসেম্বর ২০০২/১৫ই পৌষ ১৪০৯

এস, আর, ও নং ৩৬৮-আইন/২০০২/সম(বিধি-৪)/শৃঃআঃ-১/২০০২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, Government Servants (Conducts) Rules, 1979-এ নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর—

(ক) rule 13 এর sub-rule (1) এর—

(অ) æTaka 10,000 (Taka ten thousand)", দুইবার উল্লিখিত, সংখ্যা ও শব্দগুলির পরিবর্তে উভয় স্থানে; æTaka 50,000 (Taka fifty thousand)" সংখ্যা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) Sub-rule (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rule (2) এবং (3) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

æ(2) Every government servant shall, after every five years, in the month of December, submit to the Government, through usual channel, a return of his assets showing any increase or decrease of his property as shown in the declaration made under sub-rule (1) or in the last five years return, as the case may be.

(3) The Government may, by order published in the official gazette, prescribe the manner for submission of the return of assets under this rule and the authority to which the return is to be submitted";

(খ) rule 25 এর—

(অ) sub-rule (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rule (1) প্রতিস্থাপিত হইবে যথাঃ—

æ(1) No government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or, any organization affiliated to any political party, or shall take part, or assist, in any manner, in any political activity in Bangladesh or abroad.";

(আ) sub-rule (4) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) rule 27 এর পর নিম্নরূপ rule 27A ও 27B সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"27A. **Conduct towards female colleagues:**—No Government servants shall use any language or behave with his female colleagues, in any manner, which is improper and goes against the official decorum and dignity of female colleagues.;

27B **Conflict of Interest**.—(1) where a Government servant while discharging his official duty, finds—

(a) that any person who is a member of his family or his first degree relative is interested in any matter pending with him, relating to any contract with any company or firm or to any other person;

(b) that any person who is a member of his family or his first degree relative is employed in such company or firm or under such person,

he shall not deal with the matter and sent the same to his higher authority for decision .

Explanation :—For the purpose of this rule family and first-degree relatives include—

wife, husband, parents, son, daughter, brother, sister and person wholly dependent upon the concerned Government servant.

(2) Where the spouse of a Government servant is a member of any political party or involved in any political activity in any manner, the concerned Government servant shall at once, in writing, report it to the Government.";

(ঘ) rule 30 এর পর নিম্নরূপ rule 30A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"30A. **Government decisions, orders etc**.—No Government servant shall—

(a) oppose in public or impede in any manner, compliance with any order or decision of the Government or authority or incite or abet others to do so;

(b) express in public any dissatisfaction or resentment or participate in any agitation or abet others to participate in any agitation against any order or decision of the Government or authority or abet others to do so;

(c) exert any undue influence or pressure on the Government or authority to change, modify, revise or cancel any order or decision;

(d) create or attempt to create or abet others to create any dissatisfaction, misunderstanding or hatred in any manner, among the Government servants or group of Government servants.";

(ঙ) rule 32 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ rule 32 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"32. **Contravention of rules**.—Contravention of any provision of these rules shall be construed as misconduct within the meaning of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 and if a Government servant is found guilty of such contravention he shall be liable to disciplinary action for misconduct under the aforesaid Rules."

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, বি, চৌধুরী
সচিব।

Extract from Establishment Manual 1947-67(p-92)

Acceptance of resignation during pendency of disciplinary proceedings:

Sl. No. 62:

The instructions contained in the Establishment Division Office Memorandum No. 5/3-A/52-ME, dated the 6th January, 1953 (Annex.) can be interpreted to mean that the resignation of a government servant whose conduct is under enquiry can be accepted and the orders of dismissal or discharge can be passed in due course. The legal position, however, is that any orders of dismissal or discharge passed after retirement or resignation will be void, and inoperative on the ground that the person concerned does no remain in service as soon as his resignation has been accepted. The instructions contained in the Office Memorandum, dated the 6th January, 1953, have, therefore, been considered further by the Establishment Division in consultation with the Ministry of Law and the following clarification is issued for the guidance of the Ministries, etc.:-

(a) Service of a temporary Government servant who has signed the undertaking laid down in the Establishment Division Office Memorandum No. 5/13/48-Ests.(ME), dated the 8th September, 1948, read with the Office Memorandum of the same number, dated the 3rd August, 1949, can be terminated by the Government on 14 days' notice.

(b) If such a Government servant wants to terminate his employment, he should give 14 days' notice of his intention to resign to his employer;

(c) On the 14th day he should submit his resignation;

(d) The employer may or may not accept his resignation;

(e) If his resignation is not accepted on any ground, including the ground of disciplinary action outstanding against him, he continues to be in service inspite of his having given 14 days' notice of his intention to do so;

(f) He should not absent himself from office without leave;

(g) If his resignation is accepted, he does not continue his service, and his presence in office should not be insisted upon;

(h) In the event of his resignation having been accepted the disciplinary action standing against him, should not be proceeded with as he cannot be punished for the reason that he does not continue in service;

(i) The undertaking prescribed for temporary employees in the Establishment Division Office Memorandum No. 5/13/48-ME dated the 8th September, 1948 read with the Office Memorandum of the same number, dated the 3rd August, 1949 does not reserve any right in a temporary Government servant to terminate his employment by mere notice. He has to resign his post on the expire of the notice and the resignation does not become effective unless is accepted by Government.

(Establishment Division O. M. No. 1/34/57-ME, dated the 7th November, 1957 read with O. M. No. 1/34/57-ME. dated the 9th May. 1958.)

* * * * * * * * * *

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

নং-সম(বিধি-৪)-আর-১১/৯১-১৩৫ (২০০) তারিখ ঃ ২৮-৯-৯৮ খ্রিঃ / ১৩-৬-১৪০৫

বিষয় ঃ- **বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (১ম খন্ড) এর বিধি-৩৪ এর বিধান অনুসারে চাকুরীর অবসান।**

বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (প্রথম খন্ড) এর ৩৪ নং বিধি নীচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ-

"34. Unless Government in view of special circumstances of the case, shall otherwise determine, after five years' continuous absence from duty, elsewhere than on foreign service in Bangladesh, whether with or without leave, a Government servant ceases to be in Government employ."

২। উক্ত বিধি হতে দেখা যাবে যে, দেশের মধ্যে 'ফরেন সার্ভিস' এ কর্মরত থাকার ক্ষেত্র ব্যতীত, ছুটিসহ বা ছুটি ব্যতিরেকে এক নাগাড়ে ৫(পাঁচ) বছর কর্তব্য (ডিউটি) হতে অনুপস্থিত থাকলে একজন সরকারী কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হয়, যদি সরকার বিশেষ অবস্থা বিচেনায় অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে।

৩। বর্ণিত চাকুরীর অবসান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঘটে। সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে কিছু করণীয় নেই। তবে সঠিক রেকর্ডের স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃপক্ষ এইরূপ চাকুরীর অবসানের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃপক্ষ এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জারী করেন, আবার অনেকে করেন না। বর্ণিত বিজ্ঞপ্তি জারী করা না হলে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাঁর সুবিধা মতো যেকোন সময় এসে যোগদানপত্র পেশ করেন এবং চাকুরীতে তাঁর স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। তাঁর আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিধিগত মতামত গ্রহণ ইত্যাদি কাজে অযথা সময় নষ্ট হয়।

৪। এইরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিহারের লক্ষ্যে এবং সঠিক রেকর্ডের স্বার্থে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন কর্মচারীর ক্ষেত্রে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এক নাগাড়ে ৫(পাঁচ) বছর বা ততোধিক কাল কর্তব্য (ডিউটি) হতে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (প্রথম খন্ড) এর বিধি-৩৪ এর বিধান মোতাবেক তাঁর চাকুরীর অবসান হয়েছে, যদি সরকার ইতোমধ্যে বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকে।

মিজানুর রহমান
উপ-সচিব (বিধি-২)

১০৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-২(৪) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪/১০ ডিসেম্বর, ২০০৭

প্রজ্ঞাপন নং-সম (বিধি-৪)-শৃঃ আঃ ৪১/২০০৭-২১৫ সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩(৩) উপবিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত বিধিমালার ১৩(১) ও ১৩(২) উপবিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে চাকুরীতে প্রবেশের সময় তাঁর সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের ঘোষণা দিয়ে এবং প্রতি ৫(পাঁচ) বছর অন্তর ডিসেম্বর মাসে পূর্ব ঘোষিত সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি উল্লেখ করে ছক-ক ও খ মারফত সরকারের নিকট সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিলের জন্য নির্দেশনা জারী করলেন।

১। ক্যাডার/প্রথম শ্রেণীর নন ক্যাডার কর্মকর্তা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নিকট তাঁর সম্পদের হিসাব বিবরণী নির্ধারিত সময়ে দাখিল করবেন।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড/নন গেজেটেড কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর সম্পদের হিসাব বিবরণী নির্ধারিত সময়ে দাখিল করবেন।

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্ত সরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ তাঁদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের সম্পদের হিসাব বিবরণী নির্ধারিত সময়ে দাখিল করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুস সালাম খান
সচিব

সম্পদের হিসাব বিবরণী

(স্থাবর)

সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩(১) বিধি

আমি.....পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে).....পদবী ঃ.....চাকুরীতে যোগদানের তারিখঃ.....

বর্তমান কর্মস্থল ঃ..... এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার/আমার পরিবারের সদস্যগণের নামে চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত সম্পদ/সম্পত্তি বিদ্যমান আছে ঃ

সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ	সম্পদ অর্জনের তারিখ	যার নামে অর্জিত	সম্পদ/সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থান	সম্পত্তির পরিমাণ	কিভাবে অর্জিত ও অর্জনের তারিখে মূল্য	ক্রয় হলে অর্থের উৎস	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১) জমি(কৃষি/অকৃষি) ২) ইমারত ৩) বসতবাড়ী ৪) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান							
মোট							

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্পদের হিসাব বিবরণী
(অস্থাবর)

সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ	সম্পদ অর্জনের তারিখ	যার নামে অর্জিত	সম্পদের প্রকৃতি ও অবস্থান	সম্পদের পরিমাণ	কিভাবে অর্জিত ও অর্জনের তারিখে মূল্য	ক্রয় হলে অর্থের উৎস	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১) অলংকারাদি ২) স্টকস, ৩) শেয়ার ৪) বীমা ৫) নগদ/ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ৬) মোটর ভেহীকলস্ ৭) ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্র (কম্পিউটার, টেলিভিশন, এয়ারকুলার, রেফ্রিজারেটর, ওভেন ইত্যাদি)							
মোট							

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত সম্পদ/সম্পত্তির (স্থাবর/অস্থাবর) বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। এমন কোন সম্পদ/সম্পত্তির (স্থাবর/অস্থাবর) বিবরণ এ হিসাব বিবরণী হতে গোপন করা হয়নি, যাতে আমার নিজের অথবা আমার পরিবারের সদস্যগণের মাধ্যমে আমার স্বার্থ নিহিত আছে।

স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ

সম্পদের হিসাব বিবরণী
(স্থাবর)
সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩(২) বিধি

আমি.....পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে).....পদবীঃ.....চাকুরিতে যোগদানের তারিখঃ.....

বর্তমান কর্মস্থল ঃ.....এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার/আমার পরিবারের সদস্যগণের নামে.....তারিখে ঘোষিত সম্পদ/সম্পত্তির নিম্নরূপ বৃদ্ধি/হ্রাস হয়েছে ঃ

সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ	অর্জনের তারিখ	যার নামে অর্জিত	সম্পদ/সম্পত্তির প্রকৃতি, অবস্থান ও পরিমাণ	কিভাবে অর্জিত ও অর্জনের তারিখে মূল্য	ক্রয় হলে অর্থের উৎস	চাকুরিতে প্রবেশের সময় সম্পদ/সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য	বিক্রয়/হস্তান্তরকৃত সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ ও মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১) জমি(কৃষি/অকৃষি) ২) ইমারত ৩) বসতবাড়ী ৪) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান								

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্পদের হিসাব বিবরণী
(অস্থাবর)

সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ	অর্জনের তারিখ	যার নামে অর্জিত	সম্পদের প্রকৃতি, অবস্থান ও পরিমাণ	কিভাবে অর্জিত ও অর্জনের তারিখে মূল্য	ক্রয় হলে অর্থের উৎস	চাকুরিতে প্রবেশের সময় সম্পদ/সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য	বিক্রয়/হস্তান্তরকৃত সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ ও মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১) অলংকারাদি ২) স্টকস, ৩) শেয়ার ৪) বীমা ৫) নগদ/ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ৬) মোটর ভেহীকলস্ ৭) ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্র (কম্পিউটার, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, ওভেন ইত্যাদি)								

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত সম্পদ/সম্পত্তির (স্থাবর/অস্থাবর) বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। এমন কোন সম্পদ/সম্পত্তির (স্থারব/অস্থাবর) বিবরণ এ হিসাব বিবরণী হতে গোপন করা হয়নি, যাতে আমার নিজের বা আমার পরিবারের সদস্যগণের মাধ্যমে আমার স্বার্থ নিহিত আছে।

স্বাক্ষর ঃ

বিঃ দ্রঃ সম্পত্তি অর্জনের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অবগতি/অনুমতির কপি সংযোজন করতে হবে।

নাম ঃ

পদবী ঃ

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLEC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
Establishment Division
Regulation Wing
Section VI

OFFICE MEMORANDUM

No. ED (Reg. VI)S/123/78-115(500), Dated the 21st November,1978

SUBJECT : **Status of an accused Govt. Servant who is granted bail by the court.**

In terms of Note 2 under rule 73 of BSR, Part 1, a Government servant Committed to prison either for debt or on a criminal charge should be considered as under suspension from the date of his arrest, and should be allowed the subsistence grant laid down in rule 71 until the termination of the proceedings against him. Further, as provided in Note I under the said rule 73 the term "Committed to prison" as used in this rule should be deemed to include cases of persons "taken into custody".

2. A question has arisen as to the status of an accused Government servant against whom a warrant of arrest is issued but he absconds to avoid arrest, subsequently surrenders before the court, and thereafter is granted bail by the Court. The matter has been examined by the Government. The legal position is that when an accused Government Servant surrenders before the Court and is thereafter granted bail by the Court, he shall be deemed to have been taken into custody and should be considered as under suspension as per Notes 1 and 2 under 73 of the BSR. Part 1. Similarly, in any other cases of release on bail also, the Government servant concerned should be considered as under suspension within the meaning of Note 2 under the said rule 73.

3. All appointing authorities are, however, advised that as soon as a Government servant is committed to prison, which includes taken 'into custody' formal orders should be issued placing the Government Servant concerned under suspension, so as to avoid any complication which may arise due to the absence of such orders.

4. All concerned may be informed accordingly for information and guidance.

A. A. Khan
Deputy Secretary (R-11)

১০৫৬

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
ESTABLISHMENT DIVISION
OFFICE MEMORANDUM

NO. ED (Reg-VI)/5-128/78-18(500). dated Dhaka, the 7th March, 1979

SUBJECT: **Holding of further inquiry in departmental proceedings Appointing of Inquiry Officer under Rule 10 of the Government servants (Discipline and Appeal) Rules, 1976.**

The undersinged is directed to say that departmental proceedings are initiated under rule 7 of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1976; if the authority is of the opinion that the allegations, if established, would call for a major penally. Detailed inquiry procedure has been laid down in Rule 7. The authority appoints Inquiry Officer under Rule 10. The Inquiry Officer after holding inquiry in accordance with the provision of the Rules submits report with recommendation, if any, to the authority and the authority in consideration of the report under Rule 7(5) takes action under Rule 7(6). In this connection, a question has arisen as to whether the authority may direct to hold further enquiry on the ground that he does; not agree with the findings of the Inquiry Officer who held the inquiry.

2. The matter has been examined in this Division in consultation with the Ministry of Law. The legal position is explained below.

Under the Rules the power of the authority is wide enough to come to an independent decision either in agreement or in disagreement with the findings of the Inquiry Officer. The authority is not bound to accept the report of the Inquiry Officer with his findings in toto. While considering the report of the Inquiry Officer, the authority if it finds that there should be further inquiry on certain points with a view to arriving at a firm decision, may direct to hold further inquiry on the specific points by the same Inquiry Officer. The authority cannot direct further inquiry by appointing a new Inquiry Officer simply because the authority does not agree with the findings of the Inquiry Officer who held the inquiry. The principle is that no one should be vexed twice on the self-same ground. Where the aothenty can legally disagree with the findings of the Inquiry Officer and come to his own decision there is no reason to hold further inquiry by another Inquiry Officer.

3. It is requested that the legal position as explained in para 2 above may be brought to the notice of the concerned for information and guidance.

SD FAYEZUDDIN AHMED
SECRETARY
ESTABLISHMENT DIVISION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।
(www.moestab.gov.bd)

পরিপত্র

নং ০৫.১৭০.০২২.১৪.০০.১১১.২০১০-৩৭৩ তারিখ ঃ ২৬ আশ্বিন ১৪১৭ বঃ / ১১ অক্টোবর ২০১০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫ এর অধীনে নিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের তারিখ স্পষ্টীকরণ।**

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫ এর ৪নং বিধির অধীনে নিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের তারিখ নির্ধারণ সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসানকল্পে নিম্নরূপ ব্যাখ্যাসহ স্পষ্টীকরণ করা হইল ঃ

উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর অধীনে রাজস্ব বাজেটের কোন পদে সাময়িকভাবে পদস্থ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত থাকিলে অথবা অবসর গ্রহণের বয়স উত্তীর্ণ হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে ভূতাপেক্ষভাবে ক্ষেত্রমত, অবসর-উত্তর ছুটি বা বয়স উত্তীর্ণ বা মৃত্যুবরণের তারিখের পূর্ব তারিখে কার্যকারিতা প্রদান করিয়া নিয়মিত করা যায়। কোন কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে নিয়মিতকরণের কোন বিধান এই বিধিমালায় নাই। যাহার কারণে বিধি ৪ এর উপ-বিধি(১)এর অধীনে কোন কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে নিয়মিতকরণের কোন বিধান এই বিধিমালার বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। ইহা ছাড়া, নিয়মিতকরণের সহিত জ্যেষ্ঠতার প্রশ্ন জড়িত থাকায় ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে নিয়মিত করা হইলে ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে জ্যেষ্ঠতা গণনার সুযোগ পাইবে। কিন্তু বিধিমালার বিধি ৪ ও ৫ বিশ্লেষণে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এই বিধিমালায় ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে জ্যেষ্ঠতা গণনার কোন সুযোগ নাই। যাহার কারণে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়মিতকরণের আদেশ জারির তারিখ নিয়মিতকরণের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

২। এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত ব্যাখ্যা সকলকে অনুসরণ করিবার এবং উক্ত ব্যাখ্যার সহিত সংগতিপূর্ণ নয় এমন সকল নিয়মিতকরণ আদেশ সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সওব্য শাখা-১

পরিপত্র

নং ০৫.১৬১.০১৫.০০.০০.০০৭.২০০৯-৭৮(ক) তারিখ ঃ ০২ বৈশাখ ১৪১৭ / ১৫ এপ্রিল ২০১০

বিষয় ঃ **উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর অত্যাবশ্যকীয়/অপরিহার্য পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর।**

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০০৮ তারিখের স্মারক নং সম(সওব্য-৪)-১প-১/২০০৮-২৫৫ মূলে জারীকৃত পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ০১ জানুয়ারী ২০০৯ হতে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে তাতে প্রকল্প চলাকালীন প্রয়োজনীয় পদের পাশাপাশি প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত যে সব পদ অপরিহার্য বলে গণ্য হবে, সে সকল পদের চাহিদাও একই পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করে উন্নয়ন প্রকল্প ছক (DPP)-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতঃপর DPP-তে উক্তরূপে অন্তর্ভুক্ত অত্যাবশ্যকীয়/অপরিহার্য পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

২। কিন্তু উক্ত পরিপত্রটি জারীর পর উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিপত্রটির বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনামতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য অপরিহার্য পদের দাহিদা DPP-তে অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্বখাতে স্থানান্তরযোগ্য অপরিহার্য পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের নিমিত্ত কোন প্রস্তাব অদ্যাবধি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অত্যাবশ্যকীয়/অপরিহার্য পদসমূহ যথাসময়ে এবং যথাযথ উপায়ে DPP-তে অন্তর্ভুক্ত না করা হলে অপরিহার্য পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

৩। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০০৮ তারিখের ২৫৫ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনাগুলো আগামী ০১ জুলাই ২০১০ হতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২-০১-২০০৩ তারিখের স্মারক নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/মক-০১/২০০০/২৮ এর আলোকে গঠিত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি সরকারের উক্তরূপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৫। অর্থবিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগ ভবিষ্যতে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অত্যাবশ্যকীয়/অপরিহার্য পদসমূহ DPP-তে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আগামী ১ জুলাই ২০১০ হতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ
(www.moestab.gov.bd)

পরিপত্র

নং ০৫.২০৬.০০০.০০.০০.০০৪.২০০৯-৫১ তারিখ ঃ ১০-১১- ১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ২২-০২-২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন-এর বিদ্যমান জনবল ও অফিস সরঞ্জামাদি সরেজমিনে পরিদর্শন।**

একটি দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য সুষম মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সেবাধর্মী গতিশীল জনপ্রশাসন অত্যাবশ্যক। জনকল্যাণমুখী মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনপ্রশাসন নিশ্চিত করতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

২। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (ওএন্ডএম) অনুবিভাগ হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশন-এর নতুন সাংগঠনিক কাঠামো গঠন/পুনর্গঠন, পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদ স্থায়ীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের সুষম জনবল ব্যবস্থাপনা এবং হালনাগাদ অফিস সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা ও সাফল্য নির্ভর করে।

৩। সরকারের Rules of Business এর Shedule-1(Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বসমূহের ২২নং ক্রমিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন অফিস পরিদর্শন বিষয়ে নিম্নরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ঃ

> æPeriodical inspection and review of staff position in ministries, divisions, attached and subordinate offices for optimum utilization of manpower."

৪। Allocation of Business মোতাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন-এর বিদ্যমান জনবল ও অফিস সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন ও মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ পরিদর্শন সরকারের জনবল কাঠামোর সঠিক আকার যাচাই, জনবলের সুষম বন্টন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

৫। এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনসমূহকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা-বৃন্দকে পরিদর্শনকালে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার কার্যকর নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা।
দূরালাপনীঃ ৩১৭১১২

নং ৭১৬১/কমন/বাস্তবায়ন-৩ তারিখঃ ৯ নভেম্বর ১৯৮৬

বিতরণ দেখুন ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন অফিস এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা (স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা) অনুরূপ সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো।

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন অফিস এবং বিধিবদ্ধ (স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা) এবং অনুরূপ সংস্থাসমূহের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং ওএসডি পদ/অস্থায়ী পদ/সুপারনিউমেরারি পদ সৃজনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত অনিয়ম অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু বিভ্রান্তি দূরীকরণার্থে এখন হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে ঃ

ক। **সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয় ঃ**

(১) আইন, অধ্যাদেশ বা কোন আদেশবলে রাজস্বখাতের আওতায় সৃষ্টিতব্য কোন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সুপারিশকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অনুমোদনের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করিতে হইবে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর যথা নিয়মে পদ সৃষ্টির আদেশ জারি করিতে হইবে। কেবল অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী এবং সরকারের আরোপিত বিভিন্ন বিধি নিষেধ মানিয়া কাঠামোর অন্তর্গত এই সমস্ত পদ পূরণ করা যাইবে।

(২) যে সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো এনাম কমিটির কার্যকালীন সময়ে বিদ্যমান ছিল কিন্তু সামরিক আইন কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা করিয়া অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ তাহাদের সুপারিশকৃত কাঠামো মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অনুমোদনের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করিবে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পদ সংরক্ষণ/সৃষ্টি সংক্রান্ত মঞ্জুরি আদেশ জারি ও অনুমোদিত পদসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে উপরে 'ক' উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণীয়।

(৩) বিভিন্ন প্রশাসনিক কারণে ইতঃপূর্বে ক্যাডারভুক্ত/ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের মন্ত্রণালয়ের সহিত বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওএসডি) হিসাবে সংযুক্ত করা হইত। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইতঃপূর্বে অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে সংযুক্তিকালের বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইত। প্রকৃতপক্ষে এই

ধরনের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির ফলে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটিত না। কিন্তু সম্প্রতি এক সরকারি নির্দেশবলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এই ধরনের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির ক্ষমতা রহিত করা হয়। এখন হইতে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ (ওএসডি) শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা যাইবেঃ

(ক) দুই মাসের অধিক ছুটি ভোগকারী/প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তা।

(খ) পুরাতন পদ/বৈদেশিক চাকুরি হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হইতে প্রত্যাগত এবং নূতন পদে যোগদানের জন্য অপেক্ষমান কর্মকর্তা(অনূর্ধ্ব ১ মাস ১৫ দিন)।

(গ) বৈদেশিক চাকুরিতে যোগদানের জন্য/বৈদেশিক প্রশিক্ষণে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা (Foreign Language Course) লাভের জন্য অপেক্ষমান কর্মকর্তা (অনূর্ধ্ব ৩ মাস)।

(ঘ) দুর্নীতি শৃঙ্খলাজনিত কারণ, অসদাচরণ ও অযোগ্যতার জন্য প্রত্যাহৃত (Withdrawn) কর্মকর্তা (অনূর্ধ্ব একশ পঞ্চাশ দিন)।

(ঙ) প্রশাসনিক/অনিবার্য কারণে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে (আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় ব্যতীত) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা যাইবে। তবে এই ধরনের কর্মকর্তাদের তালিকা মাসিক প্রতিবেদন হিসাবে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণকে কেবল বেতন/ভাতা প্রদানের জন্যই বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ঘোষণা করা যাইবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদসৃষ্টি/বেতন ভাতা প্রদানের নির্দেশ/ভিত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসাবে সংযুক্তকালে তাহার স্থলে অতিরিক্ত নূতন পদ সৃষ্টি করা যাইবে না।

২। এই নির্দেশ জারির পর এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনামা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

সাদিকুর রহমান চৌধুরী
মেজর জেনারেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
নিকার শাখা।

নং মপবি/নিকার/৪(৩)/২০০৪-১৪৬ তারিখ ঃ ১ আশ্বিন ১৪১১ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪

বিষয় ঃ **উপজেলা/জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নিম্ন শ্রেণীর পদকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, নতুন পদ সৃজন/বিলোপ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আধাসরকারী পত্র সংখ্যা-সম/সওব্য/টিম-২(১)১ন-২/৯৪(অংশ-১)-৮৮, তারিখ ১৮-০৮-০৪।**

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নিম্নশ্রেণীর পদ উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ এবং নতুন পদ সৃজন বা বিলুপ্ত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় নিকার এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব নিকার সভায় অনুমোদনের পূর্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে আলোচনা/সুপারিশ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

কে এফ এম পারভীন আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

পরিপত্র

নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-১/২০০৯-১৩৯ তারিখ ঃ ০১-০৩-১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ১৫-০৬-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নিম্ন শ্রেণীর পদকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, নতুন পদ সৃজন বা বিলুপ্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রসংগে।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬-০৯-২০০৪ তারিখের মপবি/নিকার/৪(৩)/২০০৪-১৪৬ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নিম্ন শ্রেণীর পদকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, নতুন পদ সৃজন বা বিলুপ্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি 'নিকার' এর কার্যপরিধির আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১১-০৬-২০০৯ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-১/২০০৯-১৩৭ নম্বর স্মারকমূলে 'নিকার'-এর কার্য-পরিধি বাস্তবতার নিরীখে সংশোধনক্রমে নিম্নরূপ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

'নিকার' এর কার্যপরিধি ঃ

(১) নতুন বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও থানা গঠন/স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা।

(২) বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও থানার সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা।

এ প্রেক্ষিতে 'নিকার' এর সংশোধিত কার্যপরিধি অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬-০৯-২০০৪ তারিখের মপবি/নিকার/৪(৩)/২০০৪-১৪৬ নম্বর স্মারকে বর্ণিত নিয়মাবলী বর্তমানে 'নিকার' এর কার্যপরিধির আওতাভুক্ত নয়।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত স্মারকে বর্ণিত জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নিম্ন শ্রেণী পদকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, নতুন পদ সৃজন বা পদ বিলুপ্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব এখন থেকে পূর্বের ন্যায় প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি-তে বিবেচিত হবে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশক্রমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদ্যমান বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মতিয়ার রহমান
যুগ্ম-সচিব
কমিটি ও উন্নয়ন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
পরিবহন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪১৭/১৪ মার্চ ২০১১

বিষয় ঃ **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১১।**

নং **০৫.১২১,০২৬.০০.০০.০৫৮.২০০৪(অংশ-১)-৮৮**—উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—(১) এ নীতিমালা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হবে।

(২) এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়,—

(ক) **"গাড়ী"** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের তারিখের পূর্ববর্তী তিন বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত সেডান কার বা জীপ যা ইতোপূর্বে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশন এবং ব্যবহৃত হয়নি ;

(খ) **"গাড়ি সেবা নগদায়ন"** অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে বিশেষ সুদমুক্ত অগ্রিমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি ;

(গ) **"প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ—

(অ) সরকারের যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব,

(আ) বি.সি.এস (ইকনমিক) ক্যাডারের যুগ্ম-প্রধান বা তদূর্ধ্ব

কর্মকর্তা যারা কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল হতে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য গাড়ির সুবিধা প্রাপ্ত তবে উল্লিখিত পদসমূহে চুক্তিতে বা প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না,

(ঘ) **"বিশেষ ভাতা"** অর্থ এ নীতিমালার ১০ এর (১) এ বর্ণিত বিশেষ ভাতা ;

(ঙ) **"বিশেষ অগ্রিম"** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ; এবং

(চ) **"সরকারি দাবী আদায় আইন"** অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913)।

৩। **নীতিপ্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

৪। **বিশেষ অগ্রিম সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—(১) এ নীতিমালার অধীন বিশেষ অগ্রিম সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একবার গাড়ি সেবা নগদায়ন করলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

(৩) নীতিমালার (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ অগ্রিম সুবিধা পাবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রাধিকার অর্জনের অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে গাড়ি সেবা নগদায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণ বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে না পারেন তবে তিনি কারণ ও তদ্‌সমর্থনে কাগজাদি দাখিল সাপেক্ষে অনতিবিলম্বে আবেদন করতে পারবেন ;

(খ) নীতিমালা জারীর সময়ে পরিবহন পুল হতে গাড়ির সুবিধা ভোগকারী প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা গাড়ি সেবা নগদায়নে ইচ্ছুক হলে, এ নীতিমালা জারীর তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে গাড়ি সেবা নগদায়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং নগদায়নের সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদ্‌কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারি গাড়ি কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে ; এবং

(গ) নীতিমালা জারীর পর, কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পর কমপক্ষে দুই বছর পূর্ণ না হলে তিনি এ নীতিমালার অধীন গাড়ি সুবিধা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন না।

৫। **বিশেষ অগ্রিম গ্রহণের অযোগ্যতা।**—কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর—

(ক) কমপক্ষে ০১ (এক) বছর চাকুরী না থাকে ; এবং

(খ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত বিশেষ অগ্রিমের টাকা আদায় করা সম্ভব না হয়।

৬। **বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরের শর্ত।**—(১) সরকারের পক্ষে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে অগ্রিমের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতিমালা (১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

(৪) সরকার একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষাঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন, রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স-টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য এককালীন সুদমুক্ত অগ্রিম হিসেবে সর্বোচ্চ ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ) টাকা প্রদান করতে পারবে।

(৫) নীতিমালা (২) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার অগ্রিম টাকা প্রদান করবে।

(৬) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিশেষ অগ্রিমের আবেদন করার তারিখ হতে অগ্রিম প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কালে কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল হতে গাড়ি সুবিধা পেতে থাকবেন।

(৭) নীতিমালা (২) এর অধীন আবেদনকারীদের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে অবসর গমনের বা পি.আর.এল নিকটবর্তী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(৮) সরকার কর্তৃক নীতিমালার (৫) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অগ্রিমের টাকা প্রদান করা সম্ভব না হলে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুকূলে কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল হতে কোন গাড়ি বরাদ্দ না থাকলে গাড়ি সেবা নগদায়নের জন্য আবেদনকারী কর্মকর্তা নীতিমালা ১০ এর (১) অনুসারে মাসিক বিশেষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(৯) কোন কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকুরীকালে ১ (এক) বারের বেশী এ নীতিমালার অধীন কোন অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন না।

৭। **ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত।**—(১) অগ্রিম টাকা উত্তোলনের অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবী করতে পারবেন না।

৮। **চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক।**—(১) বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরীর অর্থ উত্তোলনকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-'খ' ফরম মোতাবেক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(২) বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরীকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-'গ' ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) বিশেষ মঞ্জুরীকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-'ঘ' ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে।

৯। **গাড়ির বীমা।**—প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির জন্য ফাস্ট পার্টি ইন্সুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। **বিশেষ ভাতা।**—(১) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়ি সেবা গ্রহণের পরিবর্তে বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন, ইত্যাদি বাবদ মাসিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রাপ্ত হবেন, যা উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন।

(২) পরিবহন পুলের গাড়ি ব্যবহারকারী প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারি গাড়ি কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করে এবং সে বিষয়ে পরিবহন কমিশনারের নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণের পর বিশেষ ভাতা প্রাপ্য হবে।

(৩) নীতিমালা ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ ক্ষিধির অধীনে কোন ভাতা পাবেন না।

(৪) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পি.আর.এল শুরুর তারিখ হতে এ ভাতা প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে।

(৫) নীতিমালার ১০ এর (৪) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের সচিববৃন্দ এ সুযোগ পি.আর.এল শুরুর পর হতে এক বছর পর্যন্ত ভোগ করতে পারবেন এবং সচিবের পদমর্যাদানুসারে প্রাপ্ত গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা এক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে।

(৬) বিশেষ অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানী, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোন প্রকার মেরামতের জন্য কোন রকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কারসেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোন প্রকার সুবিধা পাবেন না।

(৭) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়ি সেবা বা বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ না করলেও সরকারের অনুমতিক্রমে বিশেষ ভাতা প্রাপ্য হবে।

১১। **অগ্রিম অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়**।—(১) অগ্রিমের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বকেয়া অগ্রিম জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক পনের (১৫) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নীতিমালা ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর শতকরা পনের শতাংশ হারে সুদ আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা ঃ—

(ক) বকেয়া অগ্রিম অপেক্ষা নতুন গাড়ি মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে ;

(খ) বকেয়া অগ্রিম পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে ; এবং

(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফাস্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। **গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি**।—গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিশেষ ভাতা প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫% শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি পরিবহন পুল হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা**।—গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় অগ্রিমের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। **গাড়ি ব্যবহার**।—(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোন কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার আট (৮) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোন টি. এ/ডি. এ দাবী করতে পারবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আট (৮) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোন সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি. এ/ডি. এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যাঃ কোন কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা চাকুরীতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পরে গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

১৫। **বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগ**।—(১) বিশেষ অগ্রিম প্রাপ্ত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকুরীতে গমণ করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন বিধায় উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত বিশেষ ভাতা প্রদান স্থগিত থাকবে।

(২) নীতিমালা ১৫ এর (১) অনুসারে বিশেষ ভাতা প্রদান স্থগিত থাকলেও অগ্রিমের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

১৬। **প্রেষণ**।—(১) বিশেষ অগ্রিম প্রাপ্ত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রেষণে পদায়ন করা হলে উক্ত পদে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে তিনি শতকরা ১০০ ভাগ বিশেষ ভাতা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রাপ্য হবেন।

(২) প্রেষণ পদে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা থাকলে উক্ত কর্মকর্তা নিজ গাড়ি সচল রাখার প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন বাবদ প্রাপ্য বিশেষ ভাতার ২৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রাপ্য হবেন।

১৭। **সরকারি গাড়ি রিকুইজিশন নিষিদ্ধ**।—বিশেষ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণকারী কোন কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোন গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন, তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে বিশেষ ভাতা কর্তনযোগ্য হবে।

১৮। **বিশেষ অগ্রিম আদায় পদ্ধতি**।—(১) বিশেষ অগ্রিম সর্বোচ্চ ১২০টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে এবং অগ্রিম উত্তোলনের পরবর্তী মাসের বেতন হতে কর্তন শুরু করা হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোন সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন।

(৩) চাকুরীর মেয়াদকালে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথাঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে ;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন হবে ;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন; অথবা

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোন কর্মকর্তাকে চাকুরী হতে অপসারণ বা বরখাস্ত বা চাকুরীচ্যুত করা হলে, সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক এর অগ্রিম সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতিমালা ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক অগ্রিম সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) অগ্রিম গ্রহীতার মৃত্যু হলে, সে ক্ষেত্রে—

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা হবে ;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে ;

(গ) গ্র্যাচুয়িটি ও পারিবারিক পেনশন হতে কর্তনের পরও অপরিশোধিত অগ্রিম থাকলে অথবা কোন কারণে পারিবারিক পেনশন হতে আদায় সম্ভব না হলে বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে ;

(ঘ) দফা (ক) (খ) ও (গ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে অগ্রিম গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের নিকট হতে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

১৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—এ নীতিমালায় কোন কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

মাহমুদা খাতুন
উপ-সচিব।

পরিশিষ্ট-"ক"

সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় ঃ **প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের অগ্রিমের জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমি সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুল থেকে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ির সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১১ অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ী ক্রয়ের জন্য.....(কথায়).....টাকা বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম ঃ—

(১) নাম ও পরিচিত নম্বর ঃ

(২) পদবী ঃ

(৩) কর্মস্থল ঃ

(৪) জন্ম তারিখ ঃ

(৫) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

(৬) প্রাধিকার অর্জনের তারিখ ঃ

(৭) পি.আর.এল. শুরুর তারিখ ঃ

(৮) মূল বেতন ঃ

(৯) ইতোপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য ঃ
(গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার)

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(১০) বিশেষ অগ্রিম পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

প্রার্থিত অগ্রিমের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকুরীরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

(১১) গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(ক) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুল/..... ঃ

সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করি/করিনা

(খ) গাড়ি নম্বর.....(গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) ঃ

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় ঃ

(১২) আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত অগ্রিম মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করব না। মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত

স্থান ঃ

স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

ঠিকানা ঃ

(১৩) ঊর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ ঃ

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

ঠিকানা ঃ

পরিশিষ্ট-"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম.....সনের.....

মাসের..... তারিখে একপক্ষে.....(পরবর্তীতে ঋণগ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু, ঋণগ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে (পরবর্তীতে বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য.....টাকা অগ্রিমের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলীতে এ অগ্রিম প্রদানের সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক অগ্রিম গ্রহীতাকে .....টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১১ মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ অর্থ তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন ;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখের তিন মাসের মধ্যে তিনি এ অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ যদি অগ্রিম অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন ; এবং

(৩) প্রদত্ত অগ্রিম ও তজ্জনিত সুদের টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেব মোটরগাড়ি প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালায় বর্ণিত ফরমে সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকুরি ত্যাগ করেন বা মৃত্যুবরণ করেন, তবে অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা এবং দেয় হবে।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লেখিত সন ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন ঃ—

১ম সাক্ষী ঃ..... গ্রহীতার স্বাক্ষর

ঠিকানা ঃ.....

পেশা ঃ.....

২য় সাক্ষী ঃ..... সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ঠিকানা ঃ.....

পেশা ঃ.....

পরিশিষ্ট-"গ"

মোটরগাড়ি অগ্রিমের জন্য বন্ধকী ফরম

এ চুক্তিপত্র.....সনের.....মাসের.....তারিখে একপক্ষে.....(পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, ঋণ গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা (পরবর্তীতে বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটরগাড়ি ক্রয় করার জন্য.....টাকা অগ্রিম মঞ্জুরির আবেদন করেছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু বর্ণিত অগ্রিম মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত অগ্রিমের জামানত হিসেবে অগ্রিম গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রদত্ত অগ্রিম বা তার অংশবিশেষ দ্বারা মোটরগাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্ধৃত হলো ঃ—

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের বয়ান এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে.....টাকা প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত অগ্রিম এবং তার উপর সঞ্চিত সুদের জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটরগাড়ি ক্রয় মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেননি এবং বর্ণিত অগ্রিম বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোন অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ি মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোন কিস্তি অথবা তার সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোন সময়ে সরকারি চাকুরিতে রত না থাকেন, অথবা যদি অগ্রিম গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক অথবা দেউলিয়া হন, অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোন ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোন ব্যক্তি অগ্রিম গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনা অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত সুদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোন একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তাঁর মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত অগ্রিম পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তাঁর অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোন অর্থ থাকলে অগ্রিম গ্রহীতা, তার উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ি স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য অগ্রিম গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকারের নিকট কোন অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন অগ্রিম গ্রহীতা কোনরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বীমা কোম্পানীতে বীমা করবেন এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এ মর্মে প্রমাণ দাখিল করতে হবে যে, সরকারের এ বীমাতে স্বার্থ রয়েছে যা বীমা কোম্পানী জ্ঞাত হয়েছে।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরো স্বীকৃত হচ্ছে যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোন অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে অগ্রিম গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত বয়ানের সাক্ষ্যস্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটরগাড়ির বিবরণ ঃ—

প্রস্তুতকারীর নাম—

বর্ণনা

সিলিন্ডারের সংখ্যা

ইঞ্জিন নম্বর

চেসিস নম্বর

ক্রয় মূল্য

.....এর উপস্থিতিতে অগ্রিম গ্রহীতা

.....স্বাক্ষর করলেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-৬

নং অম/অবি/বা-৬/০৯৩৮-৬২০১(১)/০৬/৮৭১ তারিখ ঃ ২৮-০৩-২০০৭খ্রিঃ/১৪-১২-১৪১৩বঃ

বিষয়ঃ—**চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উত্তরাধীকারীর নিকট অথবা সম্পূর্ণ মানসিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু হয়ে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে অনাদায়ী এবং সহজে আদায়যোগ্য নয় এমন গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত, মোটরকার, মটরসাইকেল, বাই-সাইকেল এবং কম্পিউটার ঋণের অপরিশোধিত অংশ, সুদ বা দণ্ড সুদ মওকুফ সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৯-০৭-০২ইং তারিখে অম/অবি/বা-২/০৯৩৮-৬২০১(১৩)/২০০১/৭৮০(১০০) নং স্মারকমূলে জারীকৃত চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী অথবা অক্ষমতা জনিত কারণে অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার ঋণ ও অগ্রিমের অপরিশোধিত আসল ও সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নীতিমালা নির্দেশক্রমে কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপে জারী করা হলোঃ

নীতিমালা ঃ

(ক) ঋণ গ্রহীতা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা অক্ষমতা জনিত কারণে অবসর গ্রহণ করলে গৃহীত ঋণের অপরিশোধিত আসল ও সুদ মওকুফের বিষয় বিবেচনাযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতি ছুটি কালও (এলপিআর) এক্ষেত্রে চাকুরীকাল হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্য পেনশন বিষয়াদি মৃত্যুর পূর্বে নিষ্পত্তি হয়ে থাকলে তাদের ক্ষেত্রে মওকুফের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না।

(গ) আবেদনপত্রসমূহে এককালীন প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি পরিশোধ করা হয়েছে কিনা উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সুপারিশসহ প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়দেনাগ্রস্ত নিঃস্ব পরিবার পরিজন রেখে মৃত্যুবরণ করলে অথবা সম্পূর্ণ মানসিক প্রতিবন্ধি বা পঙ্গু হয়ে অবসর গ্রহণ করলে তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সরকারি সুবিধাদি বিবেচনাক্রমে সুদ ও আসল মওকুফযোগ্য হবে।

(ঙ) দুস্থ/অসহায় পরিবার পরিজন রেখে চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী/অক্ষমতাজনিত কারণে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে অপরিশোধিত সুদ সম্পূর্ণ মওকুফযোগ্য হবে।

(চ) সুদ ও আসল মওকুফের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ

(১)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	সভাপতি
(২)	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	সদস্য
(৩)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
(৪)	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	উপ-সচিব (বাজেট-২)	সদস্য
(৭)	সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-৬)	সদস্য সচিব

(ছ) সুদ ও আসল মওকুফের হিসাব একটি রেজিস্টারে রাখতে হবে। কোন অর্থ বছরে মওকুফের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দকৃত অঙ্কের অতিরিক্ত হবে না। কমিটি প্রতি মাসে একটি সভা করবে।

(জ) আসল মওকুফের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনসৃত হবেঃ

(১) সরকার থেকে প্রাপ্য এককালীন আর্থিক সুবিধাদি মোট ৬.৭৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব হলে (ঘ)তে উল্লেখিত অবস্থা ব্যতীত সাধারণভাবে আসল মওকুফ বিবেচনায় আনা হবে না;

(২) অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ অবসরজনিত এককালীন প্রাপ্যের অর্ধেক বা বেশী হলে সম্পূর্ণ আসল মওকুফের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ অবসরজনিত এককালীণ প্রাপ্যের অর্ধেকের কম হলে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য সংখ্যা, ছেলে-মেয়েদের বয়স, লেখাপড়া ও আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কমিটি আসল মওকুফের সিদ্ধান্ত নিবে।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখ-১

নং অম/অবি/বা-১/বিবিধ(৪৭)/২০০৭/১০৫৫ তারিখ ঃ ০৪-১২-২০০৭ খ্রিঃ / ২০-০৮-১৪১৪ বঃ

বিষয়ঃ **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ/মটর গাড়ী/মটর সাইকেল/কম্পিউটার/বাই সাইকেল ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত।**

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ/মটর গাড়ী/মটর সাইকেল/কম্পিউটার/বাই সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অপরিবর্তিত রেখে মঞ্জুরি আদেশ জারীর সুবিধার্থে সরকার চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছর হতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম/মটর গাড়ী অগ্রিম/মটর সাইকেল অগ্রিম/কম্পিউটার অগ্রিম/বাই সাইকেল অগ্রিমের বিপরীতে প্রদর্শিত # # (ডাবল হ্যাস) চিহ্ন প্রত্যাহার করা হল;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভাজনপূর্বক অধীনস্থ দপ্তর/বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ন্যস্ত করতে পারবে;

(গ) বিভিন্ন প্রকার ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত মঞ্জুরি আদেশসমূহ পৃষ্ঠাংকণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে না;

(ঘ) ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান ও নিয়মাচার যথাযথভাবে প্রতিপালন করে মঞ্জুরি আদেশ জারী করতে হবে;

(ঙ) কোন অবস্থাতেই বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত মঞ্জুরি আদেশ জারী করা যাবে না। সর্বমোট মঞ্জুরি বাজেটে প্রাক্কলিত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; এবং

(চ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মঞ্জুরি প্রদানকৃত অর্থের হিসাব পরবর্তীতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আবদুর রহিম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
কল্যাণ শাখা

নং ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.৯৬(অংশ)-৪৫২ তারিখ ঃ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ২৪ নভেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় ঃ **চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ-পোষাকের প্রাপ্যতা ও মূল্য পুনঃনির্ধারণ।**

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ-পোষাকের প্রাপ্যতা ও মূল্য সংক্রান্ত পূর্বে জারীকৃত সকল পরিপত্র/অফিস স্মারক বাতিলপূর্বক সরকার সাজ-পোষাকের প্রাপ্যতা ও মূল্য নিম্নলিখিতভাবে পুনঃনির্ধারণ করেছে ঃ

(ক) পুরুষ কর্মচারীদের জন্য ঃ

গ্রীষ্মকালীন ঃ

ক্রমিক নং	সাজ পোষাকের নাম ও সংখ্যা	সময়	রং ও মূল্য	মন্তব্য
১.	ফুল সাফারী ১ সেট	প্রতি ২ বৎসরের জন্য	অফিস প্রধানের পছন্দ অনুযায়ী রং। প্রতি সেট মজুরীসহ ১,৬০০/- টাকা	
২.	হাফ সাফারী ১ সেট	প্রতি ২ বৎসরের জন্য	অফিস প্রধানের পছন্দ অনুযায়ী রং। প্রতি সেট মজুরীসহ ১,৫০০/- টাকা	
৩.	জুতা ১(এক) জোড়া	প্রতি ১ বৎসরের জন্য	বাটা কালো অক্সফোর্ড সু। প্রতি জোড়া ১০০০/- টাকা	
৪.	মোজা ২ (দুই) জোড়া	প্রতি ১ বৎসরের জন্য	কালো রং এর প্রতি জোড়া ১০০/- টাকা	
৫.	ছাতা ১ (এক) টি	প্রতি ১ বৎসরের জন্য	কালো রং এর ১টি ২০০/- টাকা	
৬.	নাম ফলক ১ (এক) টি	প্রতি ২ বৎসরের জন্য	মূল্য ১টি ১০০/- টাকা।	নাম ফলকের পরিবর্তে নামের ব্যাজ/ নামের ট্যাগ প্রাসঙ্গিক।

ক্রমিক নং	সাজ পোষাকের নাম ও সংখ্যা	সময়	রং ও মূল্য	মন্তব্য

শীতকালীন ঃ

১.	ভি গলা ফুল সোয়েটার	প্রতি ৪ বৎসরের জন্য	নেভিব্লু রং এর দেশীয় সোয়েটার ১টি ৬০০/- টাকা	ভি গলা ঐচ্ছিক
২.	ফুল শার্ট ১ (এক) টি	ঐ	সাদা ফুল শার্ট ১টি মূল্য ৪০০/- টাকা	

(খ) মহিলা কর্মচারীর জন্য ঃ

১.	শাড়ী (ক) জর্জেট ২টি (খ) সূতী ২টি	প্রতি ২ বৎসর পর	(ক) মহিলা কর্মচারীদের পছন্দ অনুযায়ী রং। জর্জেট এবং সুতী শাড়ীর মূল্য প্রতিটি যথাক্রমে ৬৫০/- এবং ৩৫০/- টাকা।	(ক) জর্জেট/সিল্ক/ সমমানের
২.	ব্লাউজ ৪(চার) টি	প্রতি ২ বৎসর পর	শাড়ীর সাথে মিলিয়ে (ক) হাইনেক ফুলহাতা ব্লাউজ ২টি, প্রতিটি মজুরীসহ ২০০/- টাকা। (খ) হাফ হাতা ব্লাউজ ২টি, প্রতিটি মজুরীসহ ১৫০/- টাকা।	
৩.	পেটিকোট ৪(চার) টি	প্রতি ২ বৎসরের জন্য	শাড়ীর সাথে মিলিয়ে পেটিকোট প্রতিটি মজুরীসহ ২০০/- টাকা।	
৪.	স্যান্ডেল/জুতা ২ জোড়া	প্রতি বৎসর	প্রতি ইউনিট ৪৫০/- টাকা	
৫.	মোজা ২ জোড়া	প্রতি ১ বৎসরের জন্য	কালো রং এর প্রতি জোড়া ১০০/- টাকা	
৬.	ছাতা ১ (এক) টি	প্রতি বৎসর	রঙিন ছাতা প্রতিটির মূল্য ২০০/- টাকা।	
৭.	নাম ফলক ১ (এক) টি	প্রতি ২ বৎসরের জন্য	১টি ১০০/- টাকা।	নাম ফলকের পরিবর্তে নামের ব্যাজ/ নামের ট্যাগ প্রাসঙ্গিক।
৮.	শাল অথবা সোয়েটার ১ (এক) টি	প্রতি ৪ বৎসর পর	প্রতিটি শাল/সোয়েটারের মূল্য ৭০০/- টাকা।	

ক্রমিক নং	সাজ পোষাকের নাম ও সংখ্যা	সময়	রং ও মূল্য	মন্তব্য

(গ) ডেসপ্যাচ রাইডারগণের প্রাপ্যতা ঃ

		রং ও মূল্য
ডেসপ্যাচ রাইডারগণ চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের অনুরূপ পোষাক পাবেন তবে রং ভিন্ন হতে পারে।		**(ক) গ্রীষ্মকালীন ঃ** (১) ফুল সাফারী এক সেট ১৬০০/- টাকা মজুরীসহ (২) হাফ সাফারী এক সেট মুজুরীসহ ১৫০০/- টাকা (৩) জুতা ১ জোড়া (বাটা) মূল্য ১০০০/- টাকা (৪) মোজা ২ জোড়া ১০০/- টাকা হিসাবে ১০০×২=২০০/- টাকা (৫) নামফলক ১টি ১০০/- টাকা **(খ) শীতকালীন ঃ** (১) ভি গলা ফুল সোয়েটার ১টি ৬০০/- (ভি গলা ঐচ্ছিক) (২) ফুল শার্ট ১টি ৪০০/- টাকা
রেইন কোট ১টি (ছাতার পরিবর্তে রেইন কোট পাবে	প্রতি ৩ বৎসরের জন্য	ছাই/কালো রং এর মূল্য ১টি ১০০০/- টাকা।
হেলমেট ১টি	প্রতি ৫ বৎসরের জন্য	১টি ১২০০/- টাকা

২। সাজ-পোষাক ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি/বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৩। সাজ-পোষাক প্রাপ্যতার জন্য ১৭-১১-১৯৭২ খ্রিঃ তারিখের GI/IL-3/72-552 নং স্মারক অনুযায়ী চাকুরীতে যোগদানের পর চাকুরীর সময়সীমা একাধারে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসর হতে হবে।

৪। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এ পরিপত্র জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোকাম্মেল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
কল্যাণ শাখা

০৫.১২৩.০৩০.০০.০০.০০১.২০০৫(অংশ)-৩৫১

তারিখঃ ১৫ ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
৩০ আগস্ট ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের অফিস আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারী দ্রব্যাদি ও ক্রোকারিজের প্রাপ্যতার প্রাধিকার যুগোপযোগীকরণ।**

মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অফিস আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারী দ্রব্যাদি ও ক্রোকারিজের প্রাপ্যতার প্রাধিকার যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বে জারীকৃত সকল পরিপত্র/অফিস স্মারক বাতিলপূর্বক সরকার অফিস আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারী দ্রব্যাদি ও ক্রোকারিজের প্রাপ্যতা নিম্নলিখিতভাবে পুনঃনির্ধারণ করেছে ঃ

(ক) অফিস আসবাবপত্র

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল/হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১টি এল আকৃতির সাইজ ৬×৪ ফুঃ টাইপ টি-১	১টি এল আকৃতির সাইজ ৬×৪ ফুঃ টাইপ টি-১	১টি সাইজ ৫×৩ ফুঃ টাইপ টি-২	১টি সাইজ ৫×৩ ফুঃ টাইপ টি-৩	১টি সাইজ ৪.৬×২.৬ ফুঃ টাইপ টি-৪	(ক) প্রাধিকার অনুযায়ী কর্মকর্তার কক্ষের সাইজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুন/মেহগুনী কাঠের/ পার্টিকেল বোর্ড/লেমিনেটেড বোর্ড/ মেলামাইন বোর্ড ইত্যাদির তৈরী আসবাবপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই প্রাধিকারে বর্ণিত আসবাবপত্রের মূল্য প্রচলিত বাজার মূল্য সীমা অতিক্রম করবে না।
ইউটিলিটি টেবিল (অনুরোধে)	১টি (টাইপ-টি-১০)	১টি (টাইপ-বি-১০)	১টি (টাইপ-টি-১০)	-	-	
আর্মড কুশন চেয়ার/রিভলভিং চেয়ার/কাঠের চেয়ার	১টি (টাইপ-সি-১)	১টি (টাইপ-সি-২)	১টি (টাইপ-সি-২)	১টি (টাইপ-সি-৩)	১টি (টাইপ-সি-৩)	
আর্মড কুশন/কেন সিটেড চেয়ার	৫টি (টাইপ-সি-২)	৪টি (টাইপ-সি-৩)	৪টি (টাইপ-সি-৩)	৩টি (টাইপ-সি-৪)	১টি (টাইপ-সি-২)	

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
সোফা সেট	১টি (টাইপ-এস-১)	১টি (টাইপ-এস-১)	-	-	-	(খ) রিভলভিং চেয়ার দেয়া হলে উচ্চতা এবং পার্শ্বে বাড়ানো এবং কমানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। (গ) স্টীল ফাইল কেবিনেট, স্টীল আলমিরা, বুকসেলফ, পা-দানী, ফাইল রাখার র‍্যাক ও দেয়াল আয়না কর্মকর্তার অনুরোধে সরবরাহ করা যেতে পারে। (ঘ) স্টীল ফাইল কেবিনেট সচিব, অতিরিক্ত সচিবদের কক্ষে না রেখে তাঁদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের কক্ষে রাখা যেতে পারে। **নোট ঃ প্রতি দপ্তরে এসব মালামালের রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।**
বুকসেলফ (অনুরোধে)	১টি	১টি	১টি	১টি	-	
স্টীল ফাইল কেবিনেট	১টি (টাইপ-এসসি-১)	১টি (টাইপ-এসসি-১)	১টি (টাইপ-এসসি-১)	১টি (টাইপ-এসসি-১)	-	
স্টীল আলমিরা	১টি (টাইপ-এসএ-২)	১টি (টাইপ-এসএ-২)	১টি (টাইপ-এসএ-২)	১টি (টাইপ-এসএ-২)	১টি (টাইপ-এসএ-২)	
পা-দানী	১টি (টাইপ-এফটি-১)	১টি (টাইপ-এফটি-১)	১টি (টাইপ-এফটি-১)	১টি (টাইপ-এফটি-১)	১টি (টাইপ-এফটি-১)	
ফাইল রাখার র‍্যাক	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
দেয়াল আয়না	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	

(খ) অফিস স্টেশনারী/অফিস সরঞ্জাম

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
পেন ষ্ট্যান্ড কলমসহ	চাহিদা অনুযায়ী	১টি	১টি	১টি	১টি	(ক) প্রাধিকার অনুযায়ী অফিস সরঞ্জামাদি কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করা যেতে পারে। (খ) কলিং বেল ম্যানুয়াল, ইলেকট্রিক অথবা রিমোট কন্ট্রোলড হতে পারে। (গ) পেপার ওয়েট হিসেবে গ্লাসবল যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে। (ঘ) টেবিল ল্যাম্পের পরিবর্তে যুগ্ম-সচিব হতে সচিব পর্যায় পর্যন্ত চার্জার সরবরাহ করা যেতে পারে। (ঙ) প্রতিটি দপ্তরের কয়েকটি পয়েন্টে ওয়াটার ফিল্টার থাকতে পারে।
মার্কার পেন	চাহিদা অনুযায়ী	১টি	১টি	১টি	১টি	
স্ট্যাপলার মেশিন	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
পাঞ্চিং মেশিন (এক ছিদ্র, দুই ছিদ্র)	১+১টি	১+১টি	১+১টি	১+১টি	১+১টি	
পেন পট	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
পেপার ওয়েট	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	
পেন্সিল কাটার	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
পেন্সিল	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
ইরেজার (রাবার)	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
রাবার ষ্ট্যাম্প/ফ্ল্যাক্সোসীল	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
কলিং বেল	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
দরজা জানালার পর্দা	কক্ষের দরজা জানালা অনুযায়ী	কক্ষের দরজা জানালা অনুযায়ী	কক্ষের দরজা জানালা অনুযায়ী	কক্ষের দরজা জানালা অনুযায়ী	কক্ষের দরজা জানালা অনুযায়ী	
জেমস্ ক্লীপ	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
টেবিল ল্যাম্প	১টি	১টি	-	-	-	(চ) গাড়ির প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়িতে ব্যবহারের জন্য ছাতা সরবরাহ করা যেতে পারে। (ছ) গাড়ির প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়িতে ব্যবহারের জন্য মাসে আরও একটি টিস্যু বক্স সরবরাহ করা যেতে পারে।
তোয়ালে (বড়/ছোট)	২টি	২টি	২টি (মধ্যম)	১টি	১টি	
সাবান	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
সাবান কেস	১টি	১টি	১টি	-	-	
ডেস্ক ক্যালেন্ডার	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
বৈদ্যুতিক পাখা/ প্যাডেল ষ্ট্যান্ড ফ্যান/ ওয়াল ফ্যান (প্রয়োজন অনুযায়ী)	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
ফুলদানি	১টি	১টি	-	-	-	
দেয়াল ঘড়ি	১টি	১টি	১টি	১টি	-	
টিস্যু পেপার	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	মাসে ১টি	মাসে ১টি	মাসে ১টি	
টয়লেট পেপার (টয়লেট থাকলে)	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	
ক্যালকুলেটর	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
লিকুইড সোপ (স্প্রেসহ)	১টি	১টি	১টি	১টি	-	

অফিস স্টেশনারী/অফিস সরঞ্জাম

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
টিউব গাম/ ষ্টীক/পেন গাম	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	(জ) বর্তমানে স্টেশনারী দ্রব্যের পরিবর্তনশীলতা এবং দপ্তরের চাহিদা/উপযোগিতার উপর নির্ভর করে দপ্তরের দৈনন্দিন কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন স্টেশনারী দ্রব্য বাজেট থাকা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে প্রচলিত বাজার মূল্যে ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে। (ঝ) জনস্বার্থে ও জরুরী সরকারি প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে উপসচিবদের কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার হতে পারে। নোট ঃ **প্রতি দপ্তরে এসব মালামালের রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।**
প্লাষ্টিক বালতি (টয়লেট থাকলে)	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
প্লাষ্টিক মগ (টয়লেট থাকলে)	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
প্লাষ্টিক বদনা (টয়লেট থাকলে)	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
প্লাষ্টিকের গামলা	১টি	১টি	১টি	১টি	-	
পেপার বাস্কেট	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
স্কচ্ টেপ	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	
গার্ড ফাইল	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	
সিগনেচার পেন	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
পাপোষ	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
পেপার ক্র্যাশার	১টি	১টি	১টি	-	-	
কম্পিউটার/ল্যাপটপ	১টি	১টি	১টি (কম্পিউটার)	১টি (কম্পিউটার)	-	
পেনড্রাইভ	১টি	১টি	১টি	১টি	-	
ব্লাঙ্ক সিডি (রি-রাইটেবল)	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	
ব্লাঙ্ক সিডি (রাইটেবল)	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
ইন্টারনেট	সংযোগ থাকবে	সংযোগ থাকবে	সংযোগ থাকবে	সংযোগ থাকবে	-	
মাউস প্যাড	১টি	১টি	১টি	১টি	-	
ফ্যাক্স	১টি	১টি	-	-	-	
রঙ্গিন টিভি	১টি	-	-	-	-	
টিভি কার্ড	-	১টি	-	-	-	
ফ্রিজ (ছোট)	১টি	-	-	-	-	
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	১টি	১টি	-	-	-	
কোট হ্যাঙ্গার/স্ট্যান্ড	১টি/১টি	১টি/১টি	১টি/১টি	১টি/১টি	-	
পার্টিসন ফোল্ডিং/ ডিভাইডার	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	
কম্পিউটার টেবিল/ চেয়ার	১টি/১টি	১টি/১টি	১টি/১টি	১টি/১টি	-	
টিভি স্ট্যান্ড	১টি	-	-	-	-	
ওয়াটার ফিল্টার	১টি	১টি	-	-	-	

(গ) ক্রোকারিজ

প্রাধিকারভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ	সচিব/ অতিরিক্ত সচিব	যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	প্রশাসনিক/ ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	মন্তব্য
ফুলপ্লেট	৬টি	২টি	১টি	১টি	-	প্রতিটি দপ্তরের বিভিন্ন সভা ও দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ সংখ্যায়/ পরিমাণে ক্রোকারিজ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে প্রচলিত বাজার মূল্যে সেবা/ সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে। **বিকল্প ব্যবস্থা ঃ** অফিসে চাসহ বিভিন্ন আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্মকর্তার কক্ষে ব্যবস্থা না রেখে অফিসে উইং ভিত্তিক অথবা ভৌত অবকাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক বা একাধিক কক্ষকে আপ্যায়ন কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে করে প্রতিটি শাখা/দপ্তরে পৃথকভাবে ক্রোকারিজ সরবরাহ করতে না হয়। নোট ঃ **প্রতি দপ্তরে এসব মালামালের রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।**
হাফপ্লেট	১২ জনের জন্য	৬ জনের জন্য	৩ জনের জন্য	২ জনের জন্য	-	
কাপ ও পিরিচ	১২টি	৬টি	৪টি	১টি	-	
টি-সেট	১ সেট	১ সেট	-	-	-	
টি-স্পুন	১২টি	৬টি	৪টি	১টি	-	
কাটাচামচ	১২টি	৬টি	২টি	২টি	-	
জগ	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
পানির গ্লাস	৬টি	৬টি	২টি	২টি	২টি	
গ্লাসের ঢাকনা	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
গ্লাস প্যাড	১টি (বড়)	১টি (বড়)	১টি (বড়)	১টি (ছোট)	-	
ফ্লাক্স/কেটলি (চাহিদা অনুযায়ী)	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	
বৈদ্যুতিক কেটলি	১টি	১টি	-	-	-	

০২। অফিস আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারী দ্রব্যাদি ও ক্রোকারিজ ক্রয়/সংগ্রহর ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

০৩। সরকারি খরচে সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন/জার্নাল সরবরাহ সংক্রান্ত বর্তমান পরিপত্রসমূহ বলবৎ থাকবে।

০৪। অফিসে এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার ও কারসেন্ট সরবরাহ সংক্রান্ত বর্তমান পরিপত্র বলবৎ থাকবে।

০৫। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যতিত অন্যান্য অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের বর্তমান প্রাধিকার বলবৎ থাকবে।

০৬। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে কর্মকর্তাগণের প্রাপ্যতার প্রাধিকারের এ আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আব্দুস সামাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

১০৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিদেশ প্রশিক্ষণ শাখা
www.moestab.gov.bd

নং ০৫.২০২.০২২.০০.০০.০৮০.৯২-৫১(৫০)

তারিখঃ ০২ ফাগুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

সরকার গত ২৯-০৮-১৯৯২ তারিখের সম(বিঃপ্রঃ)-৮০/৯২-৫১৮(৫০০) সংখ্যক আদেশ অনুযায়ী বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি জারি করেছেন। পরবর্তীতে গত ২২-১১-১৯৯৩ তারিখে সম(বিঃপ্রঃ)-৮০/৯২-৫৯৭(৫০) সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ মেয়াদটিকে প্রেষণ হিসেবে গণ্য করার জন্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। প্রেষণ সংক্রান্ত উক্ত ব্যাখ্যা বৈদেশিক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না অথবা উক্ত রূপ প্রেষণের শর্ত কী হবে এ সংক্রান্ত বিষয়ের ২২-১১-১৯৯৩ তারিখে সম(বিঃপ্রঃ)-৮০/৯২-৫৯৭(৫০) সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের 'গ' অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি নির্দেশক্রমে স্পষ্ট করা হলোঃ

(গ) বৈদেশিক সরকার বা দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থায়ন সম্পন্ন বৈদেশিক বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের (নির্ধারিত কোর্সের) সম্পূর্ণ মেয়াদটি প্রেষণ হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে এরূপ প্রেষণ সুবিধা পাওয়ার জন্য ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্তিসহ চাকুরিতে স্থায়ী হতে হবে এবং অন্যান্য কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্তিসহ চাকুরীতে স্থায়ী/কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের চাকুরীকাল পূর্ণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় উপযুক্ত মনে হলে একজন কর্মকর্তা সমগ্র চাকুরি জীবনে বিদেশে উচ্চশিক্ষা এবং পেশাদারী প্রশিক্ষণের জন্য মোট পাঁচ বছর এ সুযোগ পেতে পারেন। কোর্সের প্রয়োজন অনুযায়ী একাদিক্রমে (in continuation) সর্বোচ্চ চার বছর এবং পরবর্তীতে এক বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ বর্ধিত করে এ জাতীয় প্রেষণ মঞ্জুর করা যাবে।

মোঃ আলমগীর হোসেন
সহাকারী সচিব (বিঃপ্রঃ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-৫
www.mof.gov.bd

নং **০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০-১২(২০০)** তারিখঃ ১৮-০১-২০১১ খ্রিস্টাব্দ / ০৫/১০-১৪১৭ বঙ্গাব্দ

পরিপত্র

বিষয়ঃ **মাতৃত্বকালীন ছুটি মেয়াদ পূর্ণ বেতনে ৪ (চার) মাস হতে ৬ (ছয়) মাসে উন্নীতকরণের সুবিধা কার্যকরকরণ।**

সরকার ২৬ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/০৯ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের এস.আর.ও নং-০৫/নথি নং ০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/আইন/২০১১।—এর মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ পূর্ণ বেতনে ৪ (চার) মাস হতে ৬ (ছয়) মাসে উন্নীত করেছে।

২। উক্ত প্রজ্ঞাপন ০৯ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে কার্যকর হয়েছে বিধায়, যারা এই প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্ব থেকেই পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগরত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

তপন কুমার কর্মকার
যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/০৯ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ০৫/নথি নং ০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/আইন/২০১১।—গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর সহিত পরামর্শক্রমে, Bangladesh Service Rules (Part-1) এর Rule 197 এর Sub-rule (1) নিম্নরূপে অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর Rule 197 এর Sub-rule (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Sub-rule (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

> æ(1) Where a female Government servant applies for maternity leave, the authority mentioned in rule 149 or, rule 150, as the casc may be, shall grant such leave for a period of six months from the date of commencement of the leave or her confinement for the purpose of delivery, whichever is earlier.”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইমদাদুল হক
অতিরিক্ত সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের আদেশে প্রতিস্থাপিত হবে]

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

স্মারক নং-৫১.১১০.২.০.১০.৯০. (অংশ)/১৪(৫০০) তারিখঃ ১২ কার্তিক ১৩৯৮/২৭ নভেম্বর ১৯৯১

আদেশ

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান।**

ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, জনবিভাগ থেকে জারিকৃত ২৪ জুন ১৯৮৭/৯ আষাঢ় ১৩৯৪ তারিখের অবি (প-১)/বিবিধ-১/৮৭-৫৪ নং আদেশ আংশিক সংশোধন করে সরকার মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনসমূহকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান/অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (Table of Organization and Equipment)

১। সময়ের আবর্তে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইতঃপূর্বে সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার নিম্নোক্ত পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন-এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে গৃহীত হবে—

(ক) লোকবল (Manpower)

(১) মন্ত্রণালয়/বিভাগের অস্থায়ী পদগুলি সংরক্ষণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(২) উন্নয়ন খাতের কোনো পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সময় যদি কোনো ক্যাডারের পদের সংখ্যা পরিবর্তন হয় এবং কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগে যদি টিওএন্ডই পরিবর্তন হয় তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠানসমূহ (Public enterprises) এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন-এর পরিচালক মন্ডলী (Board) অনুমোদন করতে পারবেন। কেবলমাত্র উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির আলোকে এই সব বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(৪) স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) এর সম্মতি, বাজেটে অর্থের সংস্থান এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির সাথে সংগতিপূর্ব হওয়া সাপেক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় লোকবলের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন অনুমোদন করবেন।

(খ) অফিস সরঞ্জাম (Office Equipment)

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় (TO&E) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও কার্পেট ব্যতীত অন্যান্য অফিসের সকল সরঞ্জামের বরাদ্দের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংশোধন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করবেন।

(গ) যানবাহন (Transport)

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় যানবাহনের প্রাধিকার (authorization) পরিবর্তন করা যাবে না। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকা/তালিকার (TO&E) প্রাধিকারের মধ্যে বিধি অনুযায়ী বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে সকল অচল ঘোষিত যানবাহনের প্রতিস্থাপক যানবাহন ক্রয়ের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয় প্রদান করবেন।

২। (ক) লোকবলের পদ সৃষ্টি/নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর প্রয়োগে চাকুরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১ এবং চাকুরি [স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১ অনুসৃত হবে।

(খ) সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (TO&E) এর যে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে ৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখের ৭১৬৯/কমন/বাস্তবায়ন ৩নং স্মারকের পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী)
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

স্মারক নং-৫১.১১০.২.০..১.৯২/৪৮(৫০০) তারিখ ঃ ০৪ চৈত্র ১৩৯৮/১৮ মার্চ ১৯৯২

আদেশ

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান।**

উপরের বিষয়ে এই কার্যালয় থেকে ১২-৭-৯৮ বঙ্গাব্দ/২৭-১১-৯১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত ৫১.১১০.২.০.১০.৯০ (অংশ)/১৪(৫০০) নং আদেশের ১(খ) অনুচ্ছেদের ১ম লাইনে "ও কার্পেট" শব্দ দু'টি রহিত করে নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ঃ

"(খ) অফিস সরঞ্জাম (Office Equipment)

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় (TO&E) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য অফিসের সকল সরঞ্জামের বরাদ্দের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংশোধন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করবেন।"

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী)
প্রধানমন্ত্রীর সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

স্মারক নং-৫১.১১০.২.০.১.৯২.৩০২(৫০০) তারিখ ঃ ১৫-১০-৯২ খ্রিস্টাব্দ / ৩০-৬-৯৯ বঙ্গাব্দ

আদেশ

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান।**

ইতঃপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জারিকৃত ১২-৭-৯৮বঙ্গাব্দ/২৭-১১-৯১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের স্মারক নং- ৫১.১১০.২.০.১০.৯০(অংশ)/১৪(৫০০) এবং ৪-১২-৯৮ বঙ্গাব্দ/১৮-০৩-৯২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৫১.১১০.২.০.১.৯২-৪৮(৫০০) এর আদেশ নিম্নলিখিত মর্মে সংশোধন করা হল ঃ

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (Table of Organization and Equipment)

১। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/ সংশোধন-এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে গৃহীত হবে—

(ক) লোকবল (Manpower) ঃ

(১) মন্ত্রণালয়/বিভাগের অস্থায়ী পদগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(২) উন্নয়ন খাতের কোন পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সময় যদি কোন ক্যাডারের পদের সংখ্যা পরিবর্তন হয় এবং কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার পরিবর্তন হয় তবে অর্থ বিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহ (Public enterprises) এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের পরিচালক মন্ডলী (Board) অনুমোদন করতে পারবেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে কেবলমাত্র উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির আলোকে এই সব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(৪) স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) এর সম্মতি, বাজেটে অর্থের সংস্থান এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে মন্ত্রীগণ সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় লোকবলের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন অনুমোদন করবেন।

(খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যতীত অফিসের জন্য সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় বরাদ্দকৃত অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম (Office Equipment) বরাদ্দের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংশোধন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

(গ) প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় যানবাহনের প্রাধিকার (Authorization) পরিবর্তন করা যাবে না। যানবাহনের প্রাধিকার পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকায় (TO&E) প্রাধিকারের মধ্যে বিধি অনুযায়ী বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে সকল যানবাহন ক্রয়ের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী প্রদান করবেন।

২। (ক) লোকবলের পদ সৃষ্টি/নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর প্রয়োগে চাকুরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১ এবং চাকুরি স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১ অনুসৃত হবে।

(খ) সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (TO&E) এর যে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে ১ নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখের ৭১৬১/কমন/বাস্তবায়ন ৩নং স্মারকের পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী)
প্রধানমন্ত্রীর সচিব।

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

জন বিভাগ

ঢাকা

স্মারক নং-অবি(প্র-১)/বিবিধ-১/৮৭-৫৪ তারিখ ঃ ৯ আষাঢ় ১৩৯৪/২৪ জুন ১৯৮৭

আদেশ

বিষয় ঃ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান।**

ইতঃপূর্বে জারিকৃত প্রাসংগিক আদেশসমূহ সংশোধন করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনসমূহকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান/অর্পণে সদয় অনুমোদন দিয়েছেন ঃ

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (Table of Organization and Equipment)

১। সময়ের আবর্তে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইতঃপূর্বে সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কিত কমিটির (এনাম কমিটি) সুপারিশ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকার নিম্নোক্ত পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন-এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে গৃহীত হবে।

(ক) লোকবল (Manpower)

(১) বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠানসমূহ (Public enterprises) এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন-এর পরিচালক মন্ডলী (Board) অনুমোদন করতে পারবেন। কেবলমাত্র উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির আলোকে এই বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(২) স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) এর সম্মতি, বাজেটে অর্থের সংস্থান এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির সাথে সংগতিপূর্ব হওয়া সাপেক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় লোকবলের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন অনুমোদন করবেন।

(খ) অফিস সরঞ্জাম (Office Equipment)

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় (TO&E) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও কার্পেট ব্যতীত অন্যান্য অফিসের সকল সরঞ্জামের বরাদ্দের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংশোধন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করবেন।

(গ) যানবাহন (Transport)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় যানবাহন (Transport) এর বরাদ্দের (authorization) পরিবর্তন করা যাবে না। তবে অনুমোদিত টিওএন্ডই-এর বরাদ্দের মধ্যে ৮০% (আশি শতাংশ) পর্যন্ত বিধি অনুযায়ী অচল ঘোষিত যানবাহনের প্রতিস্থাপন (replacement of legally condemned vehicles) এর অনুমোদন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয়গণ প্রদান করবেন।

২। (ক) লোকবলের পদ সৃষ্টি/নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর প্রয়োগে Services (Pay and Allowances) Order, ১৯৮৫ এবং (Public Bodies, Nationalized Enterprises Pay and Allowances), Order, ১৯৮৫ অনুসৃত হবে;

(খ) সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (TO&E) এর যে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এইচ এফ কে সাদেক
রাষ্ট্রপতির সচিব।

[একই তারখ ও নম্বারের স্থলাভিষিক্ত হইবে]
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ শাখা

স্মারক

তারিখ, ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৯৪/১৮ই মাঘ, ১৪০০

নং **প্রঃ(৬)-বিবিধ-২৩/৯৩-১৩৬(৮০)**—সরকার গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করেছেন যে জেলাধীন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতসমূহ বিভিন্ন মামলার পলাতক আসামীগণের কোর্টে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বকেয়া বিলের পরিমাণ দিন দিন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজস্ব খাতে এই ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি অনভিপ্রেত এবং সরকারের ব্যয়হ্রাস নীতির পরিপন্থী।

২। ২/১টি পত্রিকায় প্রকাশিত কোর্ট বিজ্ঞপ্তি অবলোকন করার পর এই প্রতীতি জন্মেছে যে পত্রিকায় বৃহৎ আকারে, বড় বড় অক্ষরে এবং ডাবল/ট্রিপল স্পেসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কারণেই এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পচ্ছে। অতীতেও স্বাভাবিক ক্ষুদ্র আকারে এবং সাধারণভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এত করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। এই খাতে ব্যয় সংকোচনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ক্রমাগত চাপ দিয়ে আসছে।

৩। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কোর্ট বিজ্ঞপ্তি খাতে ব্যয়হ্রাসের অভিষ্ট লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ঃ—

(ক) কোর্ট বিজ্ঞপ্তি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সরাসরি কোন পত্রিকায় পাঠাতে পারবেন না ;

(খ) কোর্ট বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট/জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবেন। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট/জেলা প্রশাসক নিজে অথবা তাহার অধীনস্থ অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর মাধ্যমে পরীক্ষান্তে উহা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(গ) পত্রিকা অফিসে পাঠানোকালে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট/জেলা প্রশাসক পত্রিকায় স্থান সংকুলানের ব্যাপারে স্থান দখলের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবেন;

(ঘ) এই বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় স্বাভাবিক ছোট অক্ষরে পত্রিকার ভিতরের পাতায় প্রকাশনার নির্দেশনা থাকবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ইহার একটি পেপার কাটিং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে। বড় অক্ষরের ডাবল বা ট্রিপর স্পেসে অথবা অপ্রয়োজনীয়ভাবে অধিক স্থান জুড়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে কোনরূপ বিল প্রদান করা হবে না মর্মে নির্দেশনা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশে থাকবে।

৪। বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক এই ব্যাপারে আশু যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ রুহুল আমিন মুন্সী
সহকারী সচিব।

১৯৮৭ সনের ২নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।—(১) এই আইন "বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইন "অনুচ্ছেদ" অর্থে সংবিধানের অনুচ্ছেদ বুঝাইবে।

৩। **প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিত হইবে।

(২) ৩ (১) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির অধীনে অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-২ অধিশাখা

নং-অম/অবি(প্রবিধি-২)/চুক্তি-১/২০০৮/২৪১ তারিখ ঃ ০৫-১১-১৪১৪ বঙ্গাব্দ / ১৭-০২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অন্যান্যদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এস, আর, ও নং-১১৯-আইন/২০০৫/অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-২০০৫/৭৩ মোতাবেক ১ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখ হতে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ প্রবর্তন করা হয়েছে। সে আলোকে সরকারি/স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থাসমূহের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী যাঁরা জনস্বার্থে বেসামরিক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হয়েছেন বা হবেন তাঁদের বেতন/পেনশন নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনাপূর্বক চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

১। অবসর গ্রহণের অব্যাহতি পূর্বে আহরিত শেষ বেতন (Last Pay) চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত পদের বেতন হিসেবে নির্ধারিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত বেতনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত পদের বেতন হিসেবে নির্ধারিত হবে।

২। নির্ধারিত বেতন হতে নির্ধারিত গ্রস পেনশন (কম্যুটেশন/সমর্পন করার পূর্বের অংক) এবং বিশেষ অতিরিক্ত পেনশন, যদি থাকে, বাদ যাবে না।

৩। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকালীন চাকুরির জন্য কোন বর্ধিত পেনশন বা ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য হবে না।

৪। বেতন, ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এ আদেশ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক দেয় বেতন, ভাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত যে কোন আদেশ প্রযোজ্য হবে।

৫। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ সংক্রান্ত শর্তাবলী যথারীতি প্রতি ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিবেচনা করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের মধ্যে আলোচনাক্রমে স্থির করা হবে এবং তদনুযায়ী সরকারী চুক্তিপত্র সম্পাদিত হবে।

৬। এ আদেশের পরিপন্থী পূর্ববর্তী সকল আদেশ/স্মারক নির্দেশাবলীর সংশ্লিষ্ট অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে, তবে এ স্মারকের সাথে সংগতি সাপেক্ষে, চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের ২৫-১১-১৯৮৫ তারিখের অম (বিধি-১)/১এস-২৫/৮৫/৯৩, ০২-০১-১৯৯২ তারিখে অম/অবি/(প্রবিধি-১)-১এস-১/৯২-৫, ১০/০৮/১৯৯৮ তারিখের অম/অবি/প্রবিধি-১/১ এস-১/৯৮/৯৭/(১০০০) এবং ১৮-০৬-২০০৫ তারিখে অম/অবি/প্রবিধি-২/১এস-১/২০০৫/৮(১০০০), নম্বর অফিস স্মারকসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণযোগ্য হবে।

৭। জারির তারিখ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে।

(**মোঃ নাসিরুজ্জামান**)
উপ-সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি-২ অধিশাখা
www.mof.gov.bd

নং-অম/অবি(প্রবিধি-২)বিধি-২/চুক্তি-(১)/২০১০/৩৮৩ তারিখ ঃ ১০-১১-১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ২২-০২-২০১০ খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, নং এস, আর, ও ২৫৫-আইন/২০০৯/অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-১/২০০৯/২৩২ বরাতে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ কার্যকর করা হয়েছে। সে আলোকে সরকারী/স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থাপনসমূহে জনস্বার্থে বেসামরিক পদে যাঁরা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হয়েছেন বা হবেন তাঁদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণের বিষয়ে সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

১। (ক) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখের পূর্বে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী, যাঁদের চুক্তির মেয়াদ ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ বা তারপর পর্যন্ত অব্যাহত আছে তাঁদের বেতন ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত পদের উক্ত তারিখে প্রচলিত বেতন স্কেলের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। তবে তাঁরা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে চাকুরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১(৩)(ক) অনুযায়ী বর্ধিত বেতনের সুবিধা এবং সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

(খ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ বা তৎপরবর্তীতে যাঁরা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হয়েছেন তাঁদের বেতন-ভাতার ক্ষেত্রেও অত্র অফিস স্মারকের ১(ক) দফার বিধান প্রযোজ্য হবে।

২। এ অফিস স্মারক জারির দিন বা তৎপরবর্তীতে যারা চুক্তিভিত্তিক পদে নিয়োজিত হবেন তাঁদের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে আহরিত শেষ বেতন (Last Pay) চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত পদের বেতন হিসেবে নির্ধারিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত বেতনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত পদের বেতন হিসেবে নির্ধারিত হবে।

৩। নির্ধারিত বেতন (চুক্তিভিত্তিক) হতে নির্ধারিত গ্রস পেনশন (কম্যুটেশন/সমর্পণ করার পূর্বের অংক) এবং বিশেষ অতিরিক্ত পেনশন, যদি থাকে, বাদ যাবে না।

৪। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকালীন চাকুরির জন্য কোন ইনক্রিমেন্ট, আনুতোষিক, বর্ধিত পেনশন প্রদেয় হবে না।

৫। বেতন, ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে এ আদেশে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক দেয় বেতন, ভাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় জারিকৃত আদেশ প্রযোজ্য হবে।

৬। বহিরাগতগণের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ সংক্রান্ত শর্তাবলী যথারীতি প্রতি ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিবেচনা করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের মধ্যে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করা হবে এবং তদানুযায়ী সরকারি আদেশ জারী করা হবে।

৭। এ স্মারকের পরিপন্থী পূর্ববর্তী সকল অফিস স্মারক/পরিপত্র/সার্কুলার এর সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ স্মারকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পূর্বের জারিকৃত সকল স্মারক বলবত থাকবে।

৮। এস, আর, ও নং-২৫৫-আইন/২০০৯/অম/অবি/(বাস্ত-১) জাঃবেঃস্কেঃ-১/২০০৯/২৩২ মোতাবেক এ স্মারক ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(শাহাবুদ্দিন আহমদ)
যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৪১-আইন/২০১০-০৫.০৩০.১৭৪.০০.০২২.০২৭.২০০৮।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০ (২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই বিধিমালা নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "উত্তীর্ণ প্রার্থী" অর্থ Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর rule 16 এ বর্ণিত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের (successful candidates) মধ্যে যাহারা ক্যাডার সার্ভিস বা পদে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত নহেন;

(২) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন;

(৩) "নন-ক্যাডার পদ" অর্থ কমিশনের সুপারিশের আওতাভুক্ত কোন সরকারী অফিসে রাজস্ব খাতের সরাসরি নিয়োগযোগ্য স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রথম শ্রেণীর গেজেটে প্রারম্ভিক পদ;

(৪) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ করা হইবে যে পদের সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ;

(৫) "নিয়োগ বিধি" অর্থ সংশ্লিষ্ট নন-ক্যাডার পদের বিদ্যমান নিয়োগ বিধি;

(৬) "নিয়োগের যোগ্যতা" অর্থ নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অভিজ্ঞতা, যদি থাকে;

(৭) "বিসিএস পরীক্ষা" অর্থ Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর অধীন গৃহীত পরীক্ষা;

(৮) "সংরক্ষিত তালিকা" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি ৫(৩) এর অধীন প্রণীত সংরক্ষিত তালিকা।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **নন-ক্যাডার পদের বিবরণ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখকরণ, ইত্যাদি**।—(১) কমিশন বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের বিষয়ে কমিশনে সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র প্রাপ্তির তারিখের ক্রমানুসারে নন-ক্যাডার পদের বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ২৮তম, ২৯তম এবং ৩০তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নন-ক্যাডার পদের বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও, উক্ত পরীক্ষা তিনটিতে অংশগ্রহণকৃত প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক নন-ক্যাডার পদের সুনির্দিষ্ট বিবরণ ও সংখ্যা উল্লেখক্রমে কমিশনকে অনুরোধ করা সাপেক্ষে এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সুবিধাদি প্রযোজ্য হইবে।

৫। **উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা**।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন প্রত্যেক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) কমিশন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হইতে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে, কমিশন আবেদনকারীদের একটি সংরক্ষিত তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত তালিকা পরবর্তী বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পূর্ব দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৬। **নিয়োগের জন্য সুপারিশ**।—এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, যে সকল নন-ক্যাডার পদে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃক কমিশনকে অনুরোধ জানাইবে, কমিশন সংরক্ষিত তালিকার মধ্য হইতে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্তাদি অনুসরণক্রমে, ঐ

সকল পদে নিয়োগের যোগ্যতা রহিয়াছে এমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী বাছাইপূর্বক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে—

(ক) সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা শূন্য পদের ৫০% এর বেশী হইবে না;

(খ) প্রার্থী বাছাইয়ের অনুরোধপত্র প্রাপ্তির তারিখের ক্রমানুসারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে;

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর প্রেক্ষিতে পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে;

(ঘ) কোন প্রার্থীকে একাধিক পদের জন্য বা একাধিক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না।

৭। **নিয়োগ প্রদান**।—(১) কমিশনের নিকট হইতে সুপারিশ প্রাপ্তির পর নিয়োগ সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনপূর্বক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সংরক্ষিত তালিকা হইতে কমিশন কর্তৃক কোন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করিবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপত্র জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত প্রার্থী যোগদান না করিলে অথবা, যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে উক্ত সুপারিশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত প্রার্থী উক্ত তালিকা হইতে পুনরায় কোন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ লাভের জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) উত্তীর্ণ কোন প্রার্থীর নাম সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা কমিশন নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিয়াছে এই কারণে উক্ত প্রার্থীর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের কোন অধিকার জন্মাইবে না।

৮। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই বিধিমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ মাঘ ১৪১৭/১৭ জানুয়ারি ২০১১

এস, আর, ও নং ১৫-আইন/২০১১/অম/অবি(বাস্তঃ১)জাঃবেঃস্কেল-১/২০১০।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরিউক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৬) যে সকল ক্যাডারে ৪র্থ গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য পদ নাই সে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড পদে ৮ (আট) বছর অথবা উপ-সচিব বা সমস্কেলের ক্যাডার পদসহ ৮ বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে বা যে সকল ক্যাডারে ৪র্থ গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য পদ থাকা সত্ত্বেও নিজ ক্যাডারের ৪র্থ গ্রেডে পদোন্নতি (লাইন প্রমোশন) ব্যতিরেকে ৫ম গ্রেডে উপ-সচিব বা সমস্কেলের ক্যাডার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সকল কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড এবং উপ-সচিব পদসহ সাকুল্যে ৮ (আট) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে ৪র্থ গ্রেডে টাকা ২৫৭৫০—৩৩৭৫০ টাইমস্কেল প্রাপ্য হইবেন। এই সুবিধা ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণী সুবিধা ছাড়া ০১-০৭-২০০৯ তারিখের পূর্বের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন ক্যাডার কর্মকর্তা পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে একটির বেশী টাইম স্কেল সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।"

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৫ এপ্রিল, ২০১১/২২ চৈত্র, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০১১ (২২শে চৈত্র, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ৬নং আইন

Administrative Tribunals Act, 1980 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Administrative Tribunals Act, 1980 (Act No. VII of 1981) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2011 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. VII of 1981 এর Section 7 এর সংশোধন**।—Administrative Tribunals Act, 1980 (Act No. VII of 1981) অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 7 এর—

(ক) Sub-section (3B) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (3B) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

æ(3B) Notwithstanding anything contained in this Act, if, in course of hearing, any member of the Administrative Appellate Tribunal is, for any reason, absent or unable to attend any sitting thereof, the Chairman and the other member present may dispose of appeals, provided they are unanimous in their decision.";

(খ) Sub-section (7) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (7) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

æ(7) The Administrative Appellate Tribunal may, on its own motion or on the application of any party or by way of a reference from an Administrative Tribunal, by an order in writing, transfer, at any stage of the proceedings, any case from one Administrative Tribunal to another Administrative Tribunal, whenever it considers such transfer is just and convenient for the proper dispensation of justice.” ।

৩। **Act No. VII of 1981 এ নূতন section 7C এর সন্নিবেশ**।—উক্ত Act এর Section 7B এর পর নিম্নরূপ নূতন সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

æ7C. **Inspection of the works of Administrative Tribunal.—** The Administrative Appellate Tribunal may inspect the works of Administrative Tribunals.” ।

৪। **Act No. VII of 1981 এর SCHEDULE এর সংশোধন**।—উক্ত Act এর SCHEDULE এর—

(ক) Serial No. 1 এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নেরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

æSonali Bank Limited, Agrani Bank Limited and Janata Bank Limited incorporated under the companies Act, 1994 (Act No. 18 of 1994).”;

(খ) Serial No. 3 এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“Bangladesh Developement Bank Limited incorporated under the Companies Act. 1994 (Act No. 18 of 1994),”;

(গ) Serial No. 4 এর এন্ট্রি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঘ) Serial No. 10 এবং তৎসংশ্লিষ্ট এন্ট্রির পর নিম্নরূপ নূতন Serial No. 11 ও 12 এবং এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

æ11 Rajshahi Krishi Unnayan Bank established under the Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986).;

12. Prabashi Kallyan Bank established under the Prabashi Kallyan Bank Act, 2010 (Act No. 55 of 2010),” ।

আশফাক হামিদ
সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১(২) অধিশাখা

নং-সম (প্রঃ-২)-৩৭/২০০৬-৫৩৫ তারিখ ঃ ৮ আশ্বিন ১৪১৫ / ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বিষয় ঃ **সরকারি মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন সংযোগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৪- এর সংশোধন।**

দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনের প্রাধিকার তালিকায় নিম্নবর্ণিত সংশোধন করা হলো ঃ

(১) সরকারি মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন সংযোগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৪-এর প্রাধিকার তালিকায় ২(ঙ) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ শব্দ সংযোজিত এবং একই সঙ্গে ২ (ছ) অনুচ্ছেদ নতুনভাবে সংযোজিত হবেঃ

২(ঙ) যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব ;
২ (ছ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ;

(২) উল্লিখিত নীতিমালায় ৩(চ) এবং ৩ (ছ) অনুচ্ছেদ হিসেবে নিম্নবর্ণিত দুটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে ঃ

৩ (চ) সরকারি কর্মকর্তার সাথে সরকারি প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার্থে কর্মকর্তার ব্যবহারে থাকা মোবাইল ফোন সংযোগ নম্বরটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে এবং অবহিতকরণের তারিখ হতে তিনি মাসিক ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩ (ছ) মাসিক মোবাইল ফোন বাবদ ভাতা প্রাপ্যতা ব্যতীত সরকারের উপর অন্য কোন দায় (যেমনঃ সেট ক্রয় ও সংযোগ খরচ) বর্তাবে না;

(৩) উল্লিখিত নীতিমালা ৫(ঘ) ও (ঙ) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত এবং একই সঙ্গে ৫ (চ) অনুচ্ছেদ নতুনভাবে সংযোজিত হবে ঃ

৫(ঘ) অতিরিক্ত সচিব ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং যুগ্ম-সচিবের মোবাইল ফোনের মাসিক ভাতা ৬০০ (ছয়শত) টাকা হবে;

৫(ঙ) উপ-সচিব ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণের মোবাইল ফোনের মাসিক ভাতা ৪০০ (চারশত) টাকা হবে;

৫(চ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের মোবাইল ফোনের মাসিক ভাতা ৪০০ (চারশত) টাকা হবে;

২। মোবাইল ফোন বাবদ মাসিক ভাতা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ অধ্যাদেশটি সংশোধনক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মাসিক বেতনের সাথে প্রদানের ব্যবস্থা অর্থ বিভাগ গ্রহণ করবে।

৩। এই নীতিমালা সংশোধনী/সংযোজনীসমূহ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মোঃ মোসলেহ উদ্দিন
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি অধিশাখা-৩

নং অম/অবি/প্রবিধি-৩/নীতি-৩/০২/২০৫ তারিখ ঃ ১ পৌষ ১৪১৫ / ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮

বিষয় ঃ **সরকারি মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন ভাতা উত্তোলন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এখন হতে অতিরিক্ত সচিব ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং যুগ্ম-সচিবগণ মোবাইল/সেলুলার টেলিফোনের মাসিক ভাতা ৬০০ (ছয়শত) টাকা হারে প্রাপ্য হবেন।

২। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ এই ভাতা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন।

৩। উল্লেখ্য, এই ভাতা উত্তোলনের জন্য কর্মকর্তাকে তাঁর ব্যবহার্য মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন সংযোগ নম্বরটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৪। এই আদেশ ০১, ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুল মান্নান
উপ-সচিব।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১(২) অধিশাখা

নং-সম(প্রঃ-২)৩৩/২০০৮-১৪২ তারিখ ঃ ১১ মার্চ ২০০৯

বিষয় ঃ **সরকারি আবাসিক টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪ সংশোধন।**

দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে অর্থ বিভাগের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি আবাসিক টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪-এর ৮(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

অনুচ্ছেদ ৮ (খ) এ ১২০০ কল-এর পরিবর্তে ১৮০০.০০ টাকা

অনুচ্ছেদ ৮ (গ) এ ১০০০ কল-এর পরিবর্তে ১৫০০.০০ টাকা

অনুচ্ছেদ ৮ (ঘ) এ ৮০০ কল-এর পরিবর্তে ১২০০.০০ টাকা

অনুচ্ছেদ ৮ (ঙ) এ ৬৫০ কল-এর পরিবর্তে ৯৭৫.০০ টাকা

০২। এই নীতিমালার সংশোধনীসমূহ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১(২) অধিশাখা

নং-সম (প্রঃ-২)-৩৯/২০০৮-৬৪৫ তারিখ ঃ ১৮ কার্তিক ১৪১৬ / ২ নভেম্বর ২০০৯

বিষয় ঃ **সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪ সংশোধন।**

মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের টেলিফোন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগের প্রাপ্যতা অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

(১) দাপ্তরিক টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪

এ নীতিমালার প্রাধিকার তালিকায় অনুচ্ছেদ ৩(ক) এর পর ৩(ক) (ক) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংযোজিত হবে ঃ

৩(ক) (ক) ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী-২×সরাসরি (১ টি পিএ সেট)

(২) সরকারি আবাসিক টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪

এ নীতিমালায় নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন বা সংযোজন হবে ঃ

(১) অনুচ্ছেদ-২ এর আবাসিক টেলিফোনের প্রাধিকার প্রাপ্ত অফিসার-এর স্থলে আবাসিক টেলিফোনের প্রাধিকার প্রতিস্থাপিত হবে।

(২) অনুচ্ছেদ-২ (ক) এর পর নিম্নরূপভাবে অনুচ্ছেদ ২(ক) (ক) সংযোজিত হবে ঃ
২(ক) (ক) ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী।

(৩) অনুচ্ছেদ-৮ এর "লাইন ভাড়া ও সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত কলসীমা নিম্নরূপ" বাক্যটির অব্যবহিত নিচে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৮(অ) সংযোজিত হবে ;

৮(অ) ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী। কোন কলসীমা থাকবে না।

(৩) সরকারি ব্যয়ে দাপ্তরিক ইন্টারনেট সংযোগ ও ব্যবহার নীতিমালা, ২০০৪

এ নীতিমালায় নিম্নরূপ সংযোজন হবে ঃ

(১) অনুচ্ছেদ-২(ক) এর পর নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ২ (ক) (ক) সংযোজিত হবে ঃ

২(ক) (ক) ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর কার্যালয় ও সরকারি বাসভবন।

(২) অনুচ্ছেদ-৫ এর উপ অনুচ্ছেদ-৫এর পর নিম্নরূপ উপ অনুচ্ছেদ-৬ হবে ঃ

৫(৬)ঃ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বহন করবে।

(৪) সরকারি মোবাইল/সেলুলার সংযোগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৪

এ নীতিমালায় নিম্নরূপ সংযোজন হবে ঃ

(১) অনুচ্ছেদ-২ এর (ক) এর পূর্বে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ২ (অ) সংযোজিত হবে ঃ

২(অ)ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী(আই এস ডি, এন ডব্লিউডি সংযোগসহ)।

(২) অনুচ্ছেদ-৩ এর উপ অনুচ্ছেদ-ছ এর পর নিম্নরূপ উপ অনুচ্ছেদ-জ ও ঝ সংযোজিত হবে ঃ

৩(জ) ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সচিব/সচিব সমমর্যাদার সম্পন্ন কর্মকর্তাগণের জন্য মোবাইল টেলিফোন সেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটের মূল্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অধিক হবে না। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এইরূপ মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। মোবাইল সেট ক্রয় ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বহন করবে।

৩(ঝ) ঃ মোবাইল সংযোগের ক্ষেত্রে সরকারি খাতের টেলিটকের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

০২। এই নীতিমালার সংশোধনীসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিধি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/০৩ মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১০৮-আইন/২০১১/০৫.১৭১.০২২.০১.০০.০১০.২০১০।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।—(১) এই বিধিমালা নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য ব্যতীত সকল শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "কর্মকর্তা ও কর্মচারী" অর্থ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য নয় এমন সকল শ্রেণীর নন-ক্যাডার গেজেটেড ও নন-গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(খ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "কমিটি" অর্থ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি;

(ঙ) "পদোন্নতির পদ" অর্থ সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির বিধান অনুযায়ী যে উচ্চতর পদটি পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত;

(চ) "ফিডার পদ" অর্থ সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির বিধান অনুযায়ী যে পদ হইতে উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদানের বিধান রহিয়াছে;

(ছ) "বিরূপ মন্তব্য" অর্থ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে প্রদত্ত কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য;

(জ) "গড় নম্বর" অর্থ অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের গড় নম্বর;

(ঝ) "জ্যেষ্ঠতা তালিকা" অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পারস্পরিক অথবা সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা;

(ঞ) "বিভাগীয় মামলা" অর্থ শৃঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত কোন আইন বা বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা;

(ট) "বেতন স্কেল" অর্থ জাতীয় বেতন স্কেল;

(ঠ) "পরামর্শকরণ বিধিমালা" অর্থ Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Rules, 1979।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য**।—অন্য কোন বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ, পরিপত্র ইত্যাদিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালার বিধানসমূহ সকল নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধিমালা থাকে তবে তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালার বিধান কার্যকর হইবে।

৪। **পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ**।—(১) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) পূর্ববর্তী উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পরবর্তী উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন;

(খ) উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কমিটি বা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইলে, তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা (inter seniority), কমিটি বা কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা অনুসারে নির্ধারিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মেধা তালিকা না থাকিলে বা পাওয়া না গেলে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা বয়সের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে এবং বয়স একই সমান হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা বর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রারম্ভিক পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোন একটি নির্দিষ্ট পঞ্জিকা বৎসরে নিয়মিত ভিত্তিতে ধারাবাহিক ব্যবস্থায় উচ্চতর পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ ঐ পঞ্জিকা বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

৫। বিচারাধীন এবং দন্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদোন্নতি।—(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা দাখিল বা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় চার্জশীট দাখিল বা ফৌজদারী মামলা দায়েরের সরকারি মঞ্জুরী প্রদান করা হইলে অথবা

উক্তরূপ কারণে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী গ্রেফতার হইলে উক্ত মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করা হইলে তিনি তাহার দণ্ড ভোগের মেয়াদ শেষে লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর এবং গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসর পদোন্নতির যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) দণ্ডাদেশে দণ্ডের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করা থাকিলে উক্ত দণ্ডের মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর হইতে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়কাল গণনা শুরু হইবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিভাগীয় মামলার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলে বা উক্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত না হইলে বা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা অথবা ফৌজদারী মামলার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে তিনি পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হইবেন এবং এইরূপ পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনি ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হইবেন।

৬। **পদোন্নতির পদ্ধতি।**—(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কমিটির সুপারিশক্রমে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, পরবর্তী উচ্চতর স্কেলের পদে পদোন্নতি প্রদান করিতে হইবে।

(২) বিভাগীয় পদোন্নতির ক্ষেত্রে—

(ক) নির্ধারিত কোটার মধ্যে উচ্চতর স্কেলে পদোন্নতি সীমিত রাখিতে হইবে ;

(খ) যদি কোন ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রসমূহে অসাবধানতাবশতঃ নির্ধারিত বিভাগীয় পদোন্নতির কোটার অতিরিক্ত পদোন্নতি প্রদান করা হয় সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা পদোন্নতি প্রদানের তারিখ হইতে গণনা করা যাইবে না;

(গ) পদোন্নতির কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে অতিরিক্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী যে তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইতেন, ঐ তারিখ হইতে তাহাদের জ্যেষ্ঠতা গণনা করিতে হইবে।

(৩) উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেবল একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নিয়োগ করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটি বা কমিশন সুপারিশ করিলে, সংশ্লিষ্ট পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখ হইতে নিয়োগকৃত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা গণনা করা যাইবে।

৭। **বিভাগীয় পদোন্নতি।**—(১) উচ্চতর বেতন স্কেলের পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পদোন্নতি কমিটি বা কমিশন কর্তৃক পূর্ব তারিখে সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরবর্তী তারিখে সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) পদোন্নতিযোগ্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি অসাবধানতাবশতঃ (inadvertently) প্রথমবারের বিবেচনা হইতে বাদ পড়েন বা অতিক্রান্ত (Superseded) হন, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হইবেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠতা মূল ব্যাচের সহিত সংরক্ষিত হইবে ;

(খ) কমিটি বা কমিশন যদি একটি পদে একাধিক ব্যক্তিকে সুপারিশ করে বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল এইরূপ পর্যাপ্ত কাগজপত্রের অভাবে যদি সুপারিশকরণ স্থাপিত রাখে, তাহা হইলে উক্তরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে প্রদত্ত কোন সুপারিশ মূল ব্যাচের সুপারিশের তারিখে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একই ব্যাচের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের উচ্চতর পদে নিয়মিত ভিত্তিতে পদোন্নতি অনুমোদন করিলে পদোন্নতির পদে তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নপদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(৩) দুই বা ততোধিক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিম্নপদে ধারাবাহিক নিয়োগের তারিখ একই হইলে এবং নিম্নপদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোন বিধি না থাকিলে বয়সের ভিত্তিতে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৪) বয়স একই সমান হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা বর্ষের ভিত্তিতে পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজের ত্রুটির কারণে পরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত ক্ষেত্রে—

(ক) পরবর্তী পদোন্নতির ফিডার পদের চাকুরীকাল তাহার পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখ হইতে গণনাযোগ্য হইবে ;

(খ) তাহার ফিডার পদের চাকুরীকাল মূল ব্যাচের পদোন্নতির তারিখ হইতে গণনাযোগ্য হইবে না ;

(গ) তাহার নিম্ন পদের জ্যেষ্ঠতাক্রম বজায় থাকিবে।

(৬) নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের গড় নম্বর সম্বলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকার ক্ষেত্রে বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অথবা ফিডার পদে চাকুরিকালের মধ্যে যাহা সর্বনিম্ন, উক্ত সময়ের ন্যূনতম গড় নম্বর ৮০ (আশি) হইতে হইবে।

(৭) মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর অনুবেদনের প্রাপ্ত নম্বর ৪০ (চল্লিশ) বা তদনিম্নে থাকিলে তাহা বিরূপ মন্তব্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৮) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের গড় নম্বর সম্বলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি না থাকার ক্ষেত্রে বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর অসাধারণ বা অত্যুত্তম বা উত্তম মূল্যায়ন থাকিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত অনুবেদনের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর "চলতিমানের নিম্নে" বা "নিকৃষ্ট"বা "সন্তোষজনক নহে" মূল্যায়ন থাকিলে তাহা বিরূপ মন্তব্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর "অতি উত্তম" বা "উত্তম" মূল্যায়ন থাকিতে হইবে।

(১১) উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত অনুবেদনের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর "চলতিমানের নিম্নে" বা "সন্তোষজনক নহে" মূল্যায়ন থাকিলে তাহা বিরূপ মন্তব্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(১২) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চাকুরী বহিতে বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, তিনি উক্ত বিরূপ মন্তব্যের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(১৩) সরকার, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, মূল্যায়ন নম্বর ও পদোন্নতির জন্য মূল্যায়নের শর্তাদি সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। **বিরূপ মন্তব্য**।—(১) বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য বহাল থাকিলে তিনি, যে বৎসর বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে উহার পরবর্তী ১ (এক) বৎসর পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(২) কোন অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য করা হইলে উক্ত মন্তব্যের বিষয়টি অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৩) বিরূপ মন্তব্য কর্তনের জন্য অনুবেদন প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা কর্মচারী স্ব স্ব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরের প্রধান বরাবর লিখিত আবেদন করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনকৃত আবেদন নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইবে না ঃ

তবে উক্ত আবেদনের চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পদটি সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

৯। **কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা**।—(১) কর্তৃপক্ষ একটি খসড়া জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করিয়া সকল কর্মচারীর অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বিষয়ে কোন আপত্তি, অভিযোগ, পরামর্শ থাকিলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবসের মধ্যে উহা লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত কোন আপত্তি, অভিযোগ, পরামর্শ যথাযথ শুনানী ও নিস্পত্তিকরতঃ চূড়ান্তভাবে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রকাশ করিবে।

১০। **পদোন্নতি প্রদানের শর্তাবলী**।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুসরণ ব্যতীত কোনরূপ পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে না।

(২) কেবল শূন্য পদের বিপরীতে পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল বিধি-বিধানসমূহের যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান ব্যতীত পদোন্নতি কার্যকর হইবে না এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ হইতে ঐ পদের বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রেষণে কর্মরতদের ক্ষেত্রে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মূল পদে যোগদান না করা পর্যন্ত পদোন্নতি কার্যকর হইবে না এবং কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রেষণরত অবস্থায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া সরাসরি একই প্রেষণ পদে অথবা অপর একটি প্রেষণ পদে যোগদান করিতে পারিবে না।

(৫) অবসর উত্তর ছুটি (PRL) ভোগরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী পদোন্নতির জন্য নির্বাচিত হইবেন না।

১১। **শূন্যপদে পদোন্নতি**।—পদোন্নতিযোগ্য সকল প্রকৃত শূন্যপদ নিয়োগবিধি অনুযায়ী পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে এবং লিয়েনজনিত অথবা চলতি দায়িত্বের কারণে সৃষ্ট শূন্য পদে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে না।

১২। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই বিধিমালা কার্যকরণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, সরকার, এই বিধিমালার সহিত যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, আদেশ জারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল মাহমুদ
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ,
প্রবিধি অধিশাখা-৩
www.mof.gov.bd

নং ০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০-৪২ তারিখ ঃ ৪ অক্টোবর ২০১০খ্রিঃ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **সরকারের সচিব ও সচিব পদমর্যাদা কর্মকর্তাগণের ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স (Domestic Aid Allowance) বৃদ্ধি।**

সরকারের সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের বিদ্যমান মাসিক ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স(Domestic Aid Allowance) ১,৩০০/-(এক হাজার তিনশত মাত্র) টাকা হতে ৩,০০০/-(তিন হাজার মাত্র) টাকায় বৃদ্ধি করা হ'ল।

২। এ বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা হবে।

৩। এ বর্ধিত ভাতা ১ জুলাই, ২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

এ.এফ. আমিন চৌধুরী
উপ-সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ,
বাস্তবায়ন শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-১৭৫ তারিখ ঃ ১৭ জুন ২০১০খ্রিঃ

বিষয় ঃ **জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

সূত্র ঃ নং-সিজিএ/পদ্ধতি-১/জা বে স্কে/২০০৮/৫৪৭/৭৮৮ তাং-২১/০৩/১০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে অর্থ বিভাগের সুনির্দিষ্ট মতামত (ছকে প্রদত্ত) নিম্নরূপভাবে কার্যকর হবে ঃ

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
১।	অনুচ্ছেদঃ ৬(২)(ক) অনুযায়ী ১-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে নূতন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী, যিনি কোন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পাননি, তিনিও কি সর্বনিম্ন ২০০০ টাকার সুবিধা প্রাপ্য হবেন?	তাদের ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
২।	অনুচ্ছেদঃ ৬(৩)(খ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫ এর ৫ম গ্রেডে ০১-০১-২০০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৫১ নং এবং বেতন সমতাকরণ সংক্রান্ত ১৫২ নম্বর স্মারকসমূহের কার্যকারিতা ০১-০৭-০৯ তারিখ হতে রহিত করা হয়েছে। ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৯ম গ্রেডে ০১-০১-০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৫-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ১০১ নম্বর স্মারকের কার্যকারিতা রহিত করার বিষয় কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ০১-০৭-০৯ তারিখের বেতন নির্ধারণ কি ভাবে হবে?	এ ক্ষেত্রে স্মারক নং-১০১ তারিখ ০৫-০৭-২০০৭ খ্রিঃ আদেশটি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ নং ৬(৩)(গ) অনুযায়ী রহিত করা যেতে পারে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬(৩)(খ)-এ বর্ণিত ১১৩, ১৫১ ও ১৫২ সংখ্যক স্মারক সমূহের সূত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বেতন ৬(৩)(গ) অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। ৬(৩)(গ)-তে কর্মকর্তাগণ বলতে ১১৩,১৫১ ও ১৫২ নং স্মারকে সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকেই বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট উদাহরণও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ৫/৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ১০১ নম্বর স্মারক অনুযায়ী সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্ম্পকে কিছুই বলা হয়নি। অর্থ বিভাগের ২৮/৩/২০১০ তারিখের ২৬নং স্মারকের করসপেন্ডিং স্কেলের পরিবর্তে ০১/০১/২০০৫ তারিখে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণের সুবিধা ছিল মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৫-এ উক্ত সুবিধা ছিল কিন্তু জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এ উল্লিখিত সুবিধা রাখা হয়নি। সুতরাং ইতোমধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৫-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ১০১ নম্বর স্মারকের কার্যকারিতা বহাল আছে।
৩।	অনুচ্ছেদ ঃ ৬(৩)গ(১) অনুচ্ছেদে ৫ম গ্রেডে ০১-০১-০৫ তারিখে সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণের উদাহরণে উচ্চধাপ দেখানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, যে সকল কর্মকর্তা ০১-০১-২০০৫ তারিখে ৫ম গ্রেড স্কেলে সিলেকশন গ্রেড স্কেলে নিম্নধাপে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকে উচ্চধাপে পুনঃ বেতন নির্ধারণপূর্বক বকেয়া প্রদান করা যাবে কি না?	এ ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬(৩)(গ)(১) অনুযায়ী উচ্চধাপে বেতন নির্ধারণ করে পুনরায় বকেয়া বেতন প্রদান করা যেতে পারে।	মতামত পরবর্তীতে জানানো হবে।

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
৪।	অনুচ্ছেদঃ ৭(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ ০১-০৭-০৯ তারিখের পূর্বের চাকুরীর মেয়াদের ভিত্তিতে ৮ ও ১২ বৎসর পূর্তিতে ১ম ও ২য় টাইমস্কেলের সুবিধা শুধুমাত্র বেতন নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মঞ্জুরীর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?	চাকুরীর সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে টাইমস্কেল প্রাপ্য হওয়ার কথা উল্লেখ থাকায় এক্ষেত্রেও প্রশাসনিক মঞ্জুরীর আবশ্যকতা রয়েছে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
৫।	অনুচ্ছেদঃ ৬(৩) ১,২ উপ-অনুচ্ছেদের পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ করায় ৩০-০৬-০৯খ্রিঃ তারিখের বেতন নির্ধারিত হয় ১৬,৫০০ টাকা। উক্ত সময়ে উত্তোলন করেন ১৭,৬০০ টাকা। ০১-০৭-০৯ তারিখে মুল বেতন ২৫,৮৫০ টাকা এক্ষেত্রে ০১-০৭-০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-১১-০৯ খ্রিঃ এর বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে ২৫,৮৫০ টাকা থেকে ১৬,৫০০ টাকা অথবা ১৭,৬০০ টাকা এর কোন অংকটি বিয়োগ করতে হবে?	এক্ষেত্রে ২৫,৮৫০/- থেকে ১৬,৫০০/-টাকা বিয়োগ করে বকেয়া প্রদান করতে হবে। কারণ ৩০-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
৬।	সাকুল্য বেতনের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদান করা যাবে কিনা?	সর্বসাকুল্য বেতন ০১-৭-০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে নতুনভাবে প্রবর্তনের ফলে মহার্ঘভাতা প্রাপ্য নয়।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
৭।	স্কেলভিত্তিক আনুষংগিত কর্মচারীদের জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর আওতায় আনা হবে কি না?	স্কেলভিত্তিক আনুষংগিক কর্মচারীদের জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর আওতায় আনা যাবে না মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	মতামত পরবর্তীতে জানানো হবে।
৮।	জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪(খ) এ মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছরের উর্ধ্বে কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমান ৪০% বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশনার ও প্রতিবন্ধী পেনশনারগণের পেনশন বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০% হবে নাকি ৫০% হবে?	এ কার্যালয়ের মতে পারিবারিক পেনশনার ও প্রতিবন্ধী পেনশনারগণের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে হলেই ৫০% পেনশন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হবেন।	জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর ৬(৪)(খ) উপানুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী চাকুরে নিজে পেনশনার হলে তাঁর ক্ষেত্রে ৫০% পেনশন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪০% বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কাজেই শুধুমাত্র মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্দ্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পারিবারিক পেনশনভোগী ও প্রতিবন্ধী পারিবারিক পেনশনভোগীগণের পেনশন বৃদ্ধি হয়েছে ৪০%।

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
৯।	০১-৭-২০০৯ খ্রিঃ এর পরে পেনশনারদের বয়স যখন ৫০ বছর বা তদূর্ধ হবে তারা ৫০% বৃদ্ধি পাবে কি না?	এ কার্যালয়ের মতে ০১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ এর পর পেনশারদের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে হলে ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা পাবে।	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর ৬ (৪) (খ) উপানুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী ০১-৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পর পেনশনারগণের বয়স যখন ৬৫ বছর উর্দ্ধ হবে তখনই তাঁদের পেনশন ৫০% বৃদ্ধি পাবে। তবে ৬৫ বৎসরের নিম্নে থাকাবস্থায় ৪০% বৃদ্ধির সুবিধাপ্রাপ্তদের উক্ত ৪০% এর সাথে ১০% যোগ করে মোট ৫০% বৃদ্ধি পাবে।
১০।	জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর ৩(ক) ও ১১অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০-৬-১০ খ্রিঃ জুন পর্যন্ত প্রদান করা হবে। অপরদিকে জাতীয় বেতনস্কেল, ০৯ এর ১৪ অনুচ্ছেদে বাড়িভাড়া ভাতা ০১-৭-০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-৬-১০ খ্রিঃ এর মধ্যে প্রাপ্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হলেও জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ প্রবর্তন না হলে যে হারে বাড়ীভাড়া প্রাপ্য হতেন, একই হারে ৩০-৬-১০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন বলে উল্লেখ থাকায় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ০৫ অনুযায়ী ০১-৭-০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-৬-১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ হলে যে হারে বাড়ীভাড়া প্রাপ্য হতেন সে হারে বাড়ীভাড়া ভাতা হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
১১।	০১-০১-০৫ খ্রিঃ তারিখে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত জাতীয় বেতনস্কেল/০৯ এর ৬(৩)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণকারীদের বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। কিন্তু কি হারে ০১-১২-০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে বাড়িভাড়া প্রাপ্য হবে তা সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফলে বাড়ীভাড়া প্রাপ্যতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৪(১) অনুযায়ী জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তন না হলে যে বেতন প্রাপ্য হতেন উহার উপর বাড়ীভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
১২।	কোন অবসর ভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী ৬৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে নীট পেনশনের ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার পারিবারিক পেনশন উক্ত ৫০% বৃদ্ধির সুবিধাসহ নীট পেনশন প্রাপ্য হবেন কি-না?	মূল পেনশনার ৫০% বৃদ্ধিসহ যে নীট পেনশন গ্রহণ করেছেন উহাই পারিবারিক নীট পেনশন হিসেবে প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	পেনশনারের মৃত্যুর সময় নীট পেনশনের পরিমাণ যা হবে পারিবারিক পেনশনভোগীগণ সম্মিলিতভাবে তা-ই পাবে। এ ক্ষেত্রে কমানোর কোন সুযোগ নেই। কাজেই অবসর ভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী ৬৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে নীট পেনশনের ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলে তার পারিবারিক পেনশনভোগীগণ সম্মিলিতভাবে উক্ত ৫০% বৃদ্ধির সুবিধাসহ নীট পেনশন প্রাপ্য হবেন।
১৩।	পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স কিভাবে কিসের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হবে?	যে সকল পারিবারিক পেনশনভোগীদের এসএসসি পাসের সনদ রয়েছে উহার ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশন ভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পেনশন কেইস দাখিল করার সময় যে বয়স দেখানো হয়েছে উহার ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশন ভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে। যদি সে সময় বয়স না দেখানো থাকে তাহলে জাতীয় পরিচয়পত্রের উল্লিখিত বয়সের ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশন ভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে।	জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত বয়সের ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স নিরূপণ করতে হবে। তবে সে সকল পারিবারিক পেনশনভোগীগণের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই তাদের ক্ষেত্রে এসএসসি পাশের সনদে উল্লিখিত বয়সের ভিত্তিতে এবং যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও এসএসসি সনদ নেই, তাদের ক্ষেত্রে পেনশন কেইস দাখিল করার সময় যে বয়স দেখানো হয়েছে তার ভিত্তিতে পারিবারিক পেনশনভোগীগণের বয়স নিরূপণ করতে হবে।
১৪।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৬(২) ধারা অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখের পর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হলে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হবে। সে অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতনের বকেয়া প্রদানের সময় ইতিপূর্বে ইনক্রিমেন্টসহ প্রদত্ত উৎসব ভাতা হতে অতিরিক্ত প্রদত্ত অংশ কেটে বিভিন্ন কার্যালয় হতে বকেয়া প্রদান করা হচ্ছে। ইহা সঠিক কি না?	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৬(২) অনুযায়ী উৎসব ভাতার সাথে ইনক্রিমেন্টসহ উৎসব ভাতা প্রদত্ত হলে ইনক্রিমেন্ট এর অংশ কর্তনযোগ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ ঘোষণা না করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যে হারে উৎসব ভাতা পেতেন তার অতিরিক্ত প্রদত্ত হলে তা কর্তনযোগ্য।

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
১৫।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ নং-১৩ তে চিকিৎসা ভাতা ৬৫ বৎসর ঊর্ধ্ব পেনশনারদের মাসিক ১০০০ টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ আদেশ উল্লিখিত সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত পারিবারিক পেনশন ভোগীর বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে গণনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মৃত চাকুরিজীবীর বয়স গণনা করা হবে, না কি পাবিবারিক পেনশনভোগীর বয়স গণনা করা হবে তা স্পষ্ট নয় বিধায় বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।	উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ বর্তমানে যিনি পেনশন ভোগ করছেন তার বয়স গণনা করে চিকিৎসা ভাতার সুবিধা প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর ১৩(২) অনুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী পেনশনার বলতে যারা বর্তমানে পেনশন ভোগ করছেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পেনশনার হবার সুযোগ নেই। অতএব ৬৫ বৎসরের ঊর্ধ্ব পেনশনার এবং ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বের পারিবারিক পেনশনভোগী উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে যিনি পেনশন ভোগ করছেন তাঁর বয়স গণনা করে চিকিৎসা ভাতার সুবিধা প্রদান করতে হবে।
১৬।	০১-৭-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কোন কর্মচারী/কর্মকর্তা টাইম স্কেল, সিলেকশ গ্রেড, পদোন্নতি ও নবনিয়োগপ্রাপ্ত হলে সে ক্ষেত্রে তারা বাড়ী ভাড়া ভাতা কিভাবে পাবেন বা কোন তারিখের Basic এর উপর বাড়ীভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন।	এক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ প্রবর্তন না হলে, যে স্কেলে টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি ও নবনিয়োগপ্রাপ্ত হতেন সে স্কেলের মূল বেতনের উপর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর ১৪(১) অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।
১৭।	জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ এ যদি পদোন্নতি না হত ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণের বিধান না থাকায় জুনিয়র কর্মচারী/কর্মকর্তা, সিনিয়র কর্মচারী/কর্মকর্তার চেয়ে বেতন বেশী পাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৫ এর অনুচ্ছেদ নং ৬(১)(ঙ) এর ন্যায় যদি পদোন্নতি না হত ভিত্তিতে ০১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বেতন নির্ধারণ করা যাবে কি-না?	জুনিয়র/সিনিয়র কর্মচারী/ কর্মকর্তার বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর ৬(১)(ঙ) এর ন্যায় যদি পদোন্নতি না হত ভিত্তিতে ০১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখেও বেতন নির্ধারণ করা যায় মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	যদি পদোন্নতি না হতো এসব বিষয় Case to Case নথি পর্যালোচনা করে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে (বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২৮-৩-১০ তারিখের ২৬ নং স্মারক অনুযায়ী)।
১৮।	যে সকল ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১১৩ তাং-০৯-০৭-২০০৮ খ্রিঃ স্মারক নং-১৫১ তাং ১৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ এবং স্মারক নং-১৫২ তাং-১৫-০৯-২০০৮ খ্রিঃ অনুযায়ী এখনও কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন নাই তারাও এ সুবিধা ৩০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন কি-না?	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৬(৩)(গ)(২) অনুযায়ী যারা এখন পর্যন্ত এ সুবিধা গ্রহণ করেননি তারাও ৩০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে একমত।

ক্রঃ নং	সমস্যাসমূহ	সিজিএ কার্যালয়ের মতামত	অর্থ বিভাগের মতামত
১৯।	জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৬(২) এ উল্লেখ রয়েছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ প্রদান করা না হলে ৩০ জুন/২০০৯ তারিখের পর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হলে সে ক্ষেত্রে তিনি যে তারিখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসের মূল বেতনের ভিত্তিতে উৎসব ভাতা প্রদেয় হবে। তবে শ্রান্তি বিনোদন ভাতার ক্ষেত্রে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা উৎসব ভাতার ন্যায় প্রাপ্য। তবে জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ জারির পূর্বে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১-০৭-২০০৯ তারিখ বা তার পরে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা গ্রহণ করেছেন তাদের নিকট হতে উক্ত ইনক্রিমেন্টজনিত বর্ধিত টাকা আদায়যোগ্য হবে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ ঘোষণা না করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যে হারে বেতন পেতেন সে হারে শ্রান্তি বিনোদন প্রাপ্য হবেন।
২০।	০১-০১-২০০৫ তারিখ হতে ৩০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডে স্কেল প্রাপ্ত যে সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ অবসর গ্রহণ করেছেন, সে সকল কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাদের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ০১-০১-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে অর্থ বিভাগের ১৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-১৫১ এবং ১৫-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-১৫২ মোতবেক ৫ম গ্রেডে সরাসরি সিলেকশন গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হয়নি/বেতন নির্ধারণে বিলম্ব হয়েছে সে ক্ষেত্রে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণীর ভিত্তিতে তারা আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন কি-না?	৩০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারখ পর্যন্ত যারা সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ প্রাপ্য ছিলেন তারা সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে পেনশন ও আনুতোষিক গ্রহণ করতে পারবেন মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	বর্ণিত ১৫১ ও ১৫২নং স্মারকের বিষয়ে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের পর বিষয়টিতে মতামত প্রদান করা হবে।
২১।	অর্থবিভাগের ০৯-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-১১৩, ১৪-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ১৫১ এবং ১৫-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-১৫২ মোতাবেক ৫ম গ্রেডে সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে বেতন নির্ধারণীর ভিত্তিতে তারা আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন কি-না?	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ নং-৬(৩) (গ) অনুযায়ী সরাসরি সিলেকশন গ্রেড স্কেলে উচ্চতর ধাপে বেতন নির্ধারণ করে ৩০-১১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান করা যেতে পারে মর্মে এ কার্যালয় মনে করে।	বর্ণিত ১৫১ ও ১৫২নং স্মারকের বিষয়ে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের পর বিষয়টিতে মতামত প্রদান করা হবে।

মফিজ উদ্দীন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০-৩৩৬(১২০০) তারিখ ঃ ২৪-১০-২০১০ খ্রিঃ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **স্ব-শাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ১-৭-২০০৯ তারিখে আহরিত মূল বেতনের উপর ২০০৯ সালের উৎসব ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ (ক) অর্থ বিভাগের আদেশ নং-এস, আর, ও ২৫৯ আইন/২০০৯/অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৫/২০০৯/২৩৬, তারিখ ঃ ০২-১২-২০০৯।

(খ) অর্থ বিভাগের আদেশ নং- এস, আর, ও ২৫৮ আইন/২০০৯/অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০০৯/২৩৫, তারিখ ঃ ০২-১২-২০০৯।

(গ) অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং- এস, আর, ও নং ৮৪-আইন/২০১০/অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৫/২০১০, তারিখ ঃ ১৫-০৩-২০১০।

(ঘ) অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং- এস, আর, ও নং ৮৩-আইন/২০১০/অম/অবি/(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০১০, তারিখ ঃ ১৫-০৩-২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, (ক) ও (খ) সূত্রে উল্লেখিত প্রজ্ঞাপন দু'টির ১৫(১) অনুচ্ছেদ স্ব-শাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বার্ষিক উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধায়, (গ) ও (ঘ) সূত্রে উল্লেখিত প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে (ক) ও (খ) সূত্রে বর্ণিত আদেশের ১৫(১) উপানুচ্ছেদের ''এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা" রহিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে (ক) ও (খ) সূত্রে উল্লেখিত আদেশের ১(৩)(ক) উপানুচ্ছেদের বিধান অপরিবর্তিত রয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, (গ) ও (ঘ) সূত্রে উল্লেখিত প্রজ্ঞাপণের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-শাসিত (Public Bodies) ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এবং 'জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯'-এর আওতাভুক্ত অন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ০১-০৭-২০০৯ তারিখে আহরিত মূল বেতনের উপর বা ৩০-৬-২০০৯ তারিখে আহরিত মূল বেতন ও ০১-০৭-২০০৯ তারিখের মূল বেতনের পার্থক্যের অবশিষ্টাংশ **'উৎসব ভাতা'** হিসেবে প্রদানের কোন সুযোগ/অবকাশ নেই।

(মোঃ জালাল উদ্দিন)
যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৯-আইন/২০১০/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০১০।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (সরকারী-বেসামরিক) এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর অনুচ্ছেদ ২৪ এর টেবিলের কলাম ১ এর ক্রমিক নং ২ এর বিপরীতে কলাম ৩ এ উল্লিখিত "১২০০/-" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "২০০০/-" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১লা চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৪-আইন/২০১০/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৫/২০১০।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি(বাস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।"

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ বৈশাখ, ১৪১৭/২০ এপ্রিল ২০১০

এস, আর, ও নং ১১২-আইন/২০১০/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-১/২০১০/৮৩।— Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর Secton 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯, চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান), চাকরি(বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (বাংলাদেশ পুলিশ), চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯, (বাংলাদেশ রাইফেলস) এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরিউক্ত আদেশসমূহের অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "তাঁহার পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।" শব্দগুলি ও দাঁড়ির পরিবর্তে "পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাইতে থাকিবেন।" শব্দগুলি ও দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "পরবর্তী বার্ষিক বর্ধিত বেতনের সহিত সমন্বয় হইবে।" শব্দগুলি ও দাঁড়ির পরিবর্তে "পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাইতে থাকিবেন।" শব্দগুলি ও দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১লা চৈত্র, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৩-আইন/২০১০/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০১০।— Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ (ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান) এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

''(১) সরকারি আদেশ নং অম/অবি(বাস্ত)-৪/এফবি-১২/৮৬/২৯, তারিখ ৩ জুলাই, ১৯৮৮ এর বিধান অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা প্রদেয় হইবে।"

২। ইহা ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ তারেক
অর্থ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং-শিম/শাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ **তারিখ ১৮ ফাল্গুন ১৪১৬ / ০২ মার্চ ২০১০**

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২-০৬-২০০৯ তারিখের জারীকৃত নং-শিম/শাঃ ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এস, এস, সি ও সমমান এবং এইচ, এস,সি ও সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা পাশের প্রচলিত জিপিএ এর সাথে সনাতন পদ্ধতির বিভাগ এর নিম্নরূপ সামঞ্জস্য বিধান করা হল ঃ

জিপিএ ৩.০০ বা তদূর্ধ	=	প্রথম বিভাগ
জিপিএ ২.০০ থেকে ৩.০০ এর কম	=	দ্বিতীয় বিভাগ
জিপিএ ১.০০ থেকে ২.০০ এর কম	=	তৃতীয় বিভাগ

২। উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। ইহা জনস্বার্থে প্রকাশ করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন শাখা-১

www.mof.gov.bd

নং ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-৩০৫ তারিখ ঃ ১৩-০৬-১৪১৭বঙ্গাব্দ / ২৮-০৯-২০১০খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **০১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে পারিবারিক পেনশনভোগীগণের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি।**

সূত্র ঃ হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয় এর স্মারক নং-সিজিএ/পদ্ধতি-১/জাঃবেঃকঃ,০৮/৫৪৭/৯২১, তাং-২০-০৯-২০১০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৬(৪) (খ) এর বিধান অনুযায়ী মাসিক নীট পেনশনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় পারিবারিক পেনশনভোগী এবং প্রতিবন্ধী পারিবারিক পেনশনভোগীদের বয়স ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে হলে তাঁরাও ০১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ বা এরপর যে তারিখে বয়স ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে হবে সে তারিখ হতে মাসিক নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

২। উপরিল্লিখিত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ১৭-০৬-২০১০ তারিখের ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-১৭৫ নং স্মারকের ক্রমিক-৮ এর কলাম ৩ এর মতামত অনুরূপভাবে সংশোধিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

(মফিজ উদ্দীন আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবিধি-১/৩পি-২৮/২০০৫/১৫, তারিখ ঃ ০৭-১০-১৪১৬বঙ্গাব্দ / ২০-০১-২০১০খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন পরিশোধ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এস,আর,ও, নং-২৫৫ আইন/২০০৯/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-১/২০০৯/২৩২ মোতাবেক ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রবর্তণ করা হয়েছে। সে আলোকে সরকারী, আধা-সরকারী, স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থাসমূহের অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সরকার নিম্নরূপ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ—

(ক) ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে ব্যাক্তির অবসরপ্রস্তুতি ছুটি শেষ হবে এবং যিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসরে যাবেন, তিনি ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হবেন না;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ৬৫ বছর উর্ধ্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাবে। বেতন স্কেল, ২০০৯ কার্যকর হবার তারিখ হতে মহার্ঘ ভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হবে;

(গ) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ কার্যকর হবার তারিখ অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০৯ হতে মাহার্ঘ ভাতা অবলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে কেউ মহার্ঘ ভাতা উত্তোলন করে থাকলে, তা প্রাপ্য বকেয়ার সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(ঘ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন তাঁরা অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকার সময় ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে আহরিত মহার্ঘ ভাতা পেতে থাকবেন।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন। দফা (ঘ) এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে যে হারে মহার্ঘ ভাতা পেতেন; সে হারে উক্ত মহার্ঘ ভাতা অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল,পি,আর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন;

(ঙ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে যে ব্যক্তি অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে ছিলেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁর বেতন, দফা (ক) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলে নির্ধারণ করা হবে। এরূপ ক্ষেত্রে অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় যদি তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ থাকে, তা হলে উক্ত বেতন বৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁর বেতনের সাথে যুক্ত হবে, তবে, তিনি অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটির সময় উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতন স্কেলের ভিত্তিতে পেতে থাকবেন;

(চ) ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্বামী/স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

(ছ) পেনশন সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকবে;

(জ) পেনশনভোগীগণ বর্তমান হারে ৩০ জুন, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং ১ জুলাই, ২০১০ থেকে ৬৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা এবং অন্যান্য পেনশনারদের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসা ভাতা ৭০০ (সাত শত) টাকা হবে;

(ঝ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/অবি/বিধি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-০৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগীদের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা বলবৎ থাকবে;

(ঞ) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগের সুবিধা এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি নগদায়নের বিদ্যমান সুবিধাও ভোগ করবেন।

২। সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উপরিউক্ত মর্মে পি.পি.ও, (Pension Payment Order) সংশোধন করবেন।

৩। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পেনশনভোগী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদেয় সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে ঃ—

(ক) যে সকল পেনশনভোগী প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিস অথবা জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস বা উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস থেকে পেনশন উত্তোলন করেন তাঁদের নিজ নিজ পি,পি,ও, (Pension Payment Order) সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করবেন। উক্ত অফিস এ অফিস স্মারকের ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারে বর্ধিত পেনশন ও ভাতাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্ধারণ ও পরিশোধ করবে;

(খ) যে সকল পেনশনভোগী সরাসরি ব্যাংক থেকে পেনশন উত্তোলন করেন তাঁরা নিজ নিজ পি,পি,ও, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে দাখিল করবেন। ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সিনিয়র অফিসার এতদ্‌সংক্রান্ত পেনশন বৃদ্ধির আদেশের নম্বর ও তারিখ উল্লেখপূর্বক পেনশনারদের পি,পি,ও, এবং ডি-হাফ-এ বর্ধিত পেনশন পুনঃনির্ধারণ করে তাঁর স্বাক্ষরের নিচে নিজ নাম সম্বলিত সীলমোহর প্রদান করবেন। পেনশন পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পেনশন পুনর্ভরণের দাবী পরিশোধকারী হিসাব রক্ষণ অফিসকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবে এবং হিসাব রক্ষণ অফিস এভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর অফিসে এতদ্‌সংক্রান্ত বিলসমূহ হালনাগাদ করে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৪। এ স্মারকের সংশোধনীর আলোকে সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(শাহাবুদ্দিন আহমদ)
যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ,
প্রবিধি অনুবিভাগ,
প্রবিধি শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবিধি-১/প্রণোদনা ভাতা/০৯(খন্ড-১/১৬, তারিখ ঃ ০৭-১০-১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ২০-০১-২০১০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **কল্যাণ কর্মকর্তাকে প্রণোদনা (Incentive) ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ২৭-০১-২০০৯ খ্রিঃ (১৪-১০-১৪১৫ বাং) তারিখের অম/অবি/প্রবি-১/৩পি-২/২০০৫(অংশ-১)/৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারকের ২.০১ (গ) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক কল্যাণ কর্মকর্তাকে প্রণোদনা (Incentive) ভাতা প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে ঃ—

(ক) সূত্রস্থ স্মারকের ২.০১ (ক) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণে সরাসরি সম্পৃক্ত একজন কর্মকর্তাকে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন নিশ্চিত করে অর্থ বিভাগকে অবহিতকরণ ;

(খ) সূত্রস্থ স্মারকের ২.০৪ (ক) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক সংযোজনী-১২ ছকে বর্ণিত তথ্যাদি কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক হালনাগাদ ও সংরক্ষণকরণ ;

(গ) চাকুরে অবসরপ্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমণের ১ (এক) বৎসর পূর্ব হতে সূত্রস্থ স্মারকের সংযোজনী-৯ খ ছকে তথ্যাদি প্রদান পূর্বক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ ;

(ঘ) নিষ্পত্তিকৃত পেনশন কেসসমূহ যথাসময়ে নিষ্পত্তি না হলে সে ক্ষেত্রে সূত্রস্থ স্মারকের ২.০৭ (গ) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক বিলম্বে নিষ্পত্তির কারণ ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক অর্থ বিভাগকে অবহিতকরণ ;

(ঙ) কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক সূত্রস্থ স্মারকের ২.০৪, ২.০৬, ২.০৭ এবং ২.১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে সম্পাদনের/সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২। পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণে কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক যে সকল কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে উহার বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

মোঃ ইউনুচ আলী খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১।
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/প্রবি-১/চাঃ বিঃ৩/২০১০(অংশ-৩)/১২৯ তারিখ ঃ ১৪ শ্রাবণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ২৯ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) ভোগকালীন সময় পেনশন ও আনুতোষিক পরিশোধ না করা সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭-৫-২০১০খ্রিঃ (৩-২-১৪১৭বং) তারিখের ০৫.১২২.০০৮.০৩.০০. ০১৬.২০০১-১৫০ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ বিভাগের ০৬-৪-২০১০খ্রিঃ (১৩-১২-১৪১৬বং) তারিখের অম/অবি/প্রবি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০১০ (অংশ-৩)/৬২নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে ঃ—

"(ক) আইনের 4 ও 4A ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৭ বা ৫৯ বছর পূর্তির দিনটি সংশ্লিষ্ট গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের দিন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৯ এর বিধানমতে উক্ত দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত দিন হতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হবে। তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের জন্য নির্ধারিত উক্ত দিনটির পরবর্তী দিন হতে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত একজন গণ কর্মকর্তা/ কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়ের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় অবসর উত্তর ছুটিকালীন সময়েও বহাল থাকবে।"

২। এমতাবস্থায়, অর্থ বিভাগের উক্ত প্রজ্ঞাপনের ১(খ) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) ভোগকালীন সময়ে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অবসর মঞ্জুর করে একই সাথে তাঁর প্রাপ্য পেনশন ও আনুতোষিক পরিশোধ করা যাবে না। কেবলমাত্র অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) শেষ হবার পরই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পেনশন ও আনুতোষিক পরিশোধ করতে হবে।

মোঃ ইউনুচ আলী খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১
www.mof.gov.bd

নং অম/অবি/বিধি-১/৩পি-২৮/৮৫/১৯১(৬২) তারিখ ঃ ০৩ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ / ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **পেনশনের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ২৪-০৭-২০০৫ তারিখের অফিস স্মারক নং অম/অবি/বিধি-১/৩পি-২৮/৮৫/৯৯ আংশিক সংশোধনপূর্বক গ্রস পেনশনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৯,৫০০ টাকা এর স্থলে ৩৫,৮০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত) টাকা নির্ধারণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। এ আদেশ ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩। এ স্মারক পত্রে যে সংশোধনের উল্লেখ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুরূপভাবে সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

শাহাবুদ্দিন আহমদ
যুগ্ম-সচিব (প্রবিধি)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাঃসঃমুঃ-২০১০/১১-২৮০৫কম(বি)—৫,০০০ বই, ২০১১।